উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

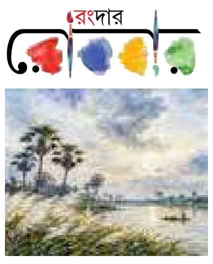

বর্ষার বিদায় আর শরতের আগমনের মাঝখানে ভাদ্র যেন এক আশ্চর্য সাঁকো। তার আকাশে রোদ আর বৃষ্টির লুকোচুরি, মানুষের জীবনেও বদলে যায় চেনা ছন্দ।

ভাদ্র ভুবন

▸▸ ১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন জাদু মলম
Manmohan JADU MALAM
MK Since 90 Years
Ph : 9830303398

ডুরান্ড কাপে আজ ডার্বি ২০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন

যোগ্যরা বঞ্চিত হবেন না, আশ্বাস শুভেন্দুর ৫

বন্দে মাতরমে আপস নয় বিজেপির ৯

শিলিগুড়ি ৫ ভাদ্র ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 23 August 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 96

একটা আইফোনের কিস্তির জন্য ঝাঁপ। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে বাবার মৃত্যু। দুজনকেই মরতে দেখে সহমরণে মা-ও। মহারাষ্ট্রের এই ঘটনা শিখিয়ে গেল অনেক কিছু।

সন্তানকে 'না' বলাটা খুব দরকার

একটা আইফোন, তিন মৃত্যু ও অনেক প্রশ্ন

দীপ সাহা

মহারাষ্ট্রের তিসগাঁও এলাকার খাভদা পাহাড়। সেখানে এক চূড়ায় দাঁড়িয়ে বছর আঠারোর কুণাল ছাঙ্গুডে। নীচে গভীর খাদ। কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর বাবা-মা। তাঁরা ছেলেকে বোঝাচ্ছেন। বারবার বলছেন ফিরে আসতে। স্থানীয়রাও জড়ো হয়েছেন। পুলিশ এসেছে। সবাই চেষ্টা করছেন। কিন্তু কুণাল নীচে নামতে রাজি নন।

ঝামেলার সূত্রপাত একটা আইফোন নিয়ে। ফোনটা কেনা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সমস্যা বাধে কিস্তি দেওয়া নিয়ে। কিস্তির টাকা দিতে অস্বীকার করায় বাবা-মায়ের সঙ্গে কথাকাটাকাটি হয় সদ্য তারুণ্যে পা রাখা কুণালের। তারপর রাগ, অভিমান। সোজা চলে যান পাহাড়ের মাথায়। সকাল গড়িয়ে দুপুর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। গ্রামের প্রধান, পড়শি- কেউ তাঁকে বোঝাতে পারছেন না।

এমন সময় বাবা ছেলের দিকে এগিয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য একটাই, ছেলেকে যে করে হোক বাঁচানো। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হল না। বাবা ও ছেলে দুজনেই খাদে পড়ে গেলেন। আর স্বামী ও সন্তানকে চোখের সামনে হারিয়ে মা-ও শেষপর্যন্ত ঝাঁপ দিলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল তিন-তিনটে প্রাণ। একটা গোটা পরিবার।

ঘটনাটা জেনে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, একটা আইফোনের জন্য কেউ কি সত্যিই জীবন দিয়ে দিতে পারে?

সম্ভবত ফোনটা আসল কারণ নয়। ফোনটা ছিল সামনে থাকা কারণ। তার পেছনে ছিল আরও অনেক কিছু। অভিমান, রাগ, নিজের ইচ্ছা পূরণ না হওয়ার কষ্ট, অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করা, এরপর চোদ্দোর পাতায়

DESUN HOSPITAL
বড় হসপিটালের অনেক বিভাগ
নার্সিং প্র্যাক্টিক্যালের প্রচুর সুযোগ
বিশদে জানতে ফোন করুন
90 5171 5171
Desun Nursing School & College
Kolkata I Siliguri

পাহাড় সমস্যা সমাধানের বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন বিমল গুরুং। শিলিগুড়িতে।

পাহাড় সমস্যা মেটাতে কমিটি কেন্দ্রের

অখণ্ড বাংলার পক্ষেই মুখ্যমন্ত্রী

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : বাংলা ভাগ সম্ভব নয়। অন্য যে কোনও দাবি পূরণ করব। পাহাড় ইস্যুতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র উপস্থিতিতে শনিবার শিলিগুড়িতে হওয়া বৈঠকে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের রোডম্যাপ খুঁজতে মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিংয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। তবে পৃথক রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, জিটিএ (গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)-র চেয়েও অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন জিটিআর (গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজিয়ন) নিয়ে এদিনের বৈঠকে কথা এগোয়নি। সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান (পার্মানেন্ট পলিটিকাল সলিউশন বা পিপিএস) করা হবে বলে শা স্পষ্ট করেছেন। কীভাবে, কোন পথে সেই সমাধান আসবে, তা কমিটিই নিশ্চিত করবে। প্রসঙ্গত, ১৯৮৮ সালে আজকের দিনেই দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি) নিয়ে চুক্তিতে সই হয়েছিল। ফলে এদিনের বৈঠকের দিকে পাহাড়ের আলাদাভাবে নজর ছিল। কিন্তু দিনের শেষে বৈঠকের ফল দেখে পাহাড়ের মুখ ভার।

এদিনের দ্বিতীয় বৈঠকটি ছিল শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা নিয়ে। সেখানে এসএসবি, বিএসএফ ও আরপিএফ-এর ডিজি অংশ নেন। ছিলেন সেনার শীর্ষস্তরের কর্তারাও। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে বৈঠক প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'জনসংখ্যার পরিবর্তন ও সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। শিলিগুড়ি করিডরকে জবরদখলমুক্ত রাখতে এবং অনুপ্রবেশ রুখতে সম্ভাব্য সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার করিডরে সিভিল ডিফেন্স এবং হোমগার্ড ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করবে, যা স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রাখবে।'

গত বছরের ২ এপ্রিল পাহাড় নিয়ে দিল্লিতে শেষ ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছিল।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

SUBHAM HOSPITAL
বুকে ব্যথা? হার্টের সমস্যা নয় তো?
এনজিওগ্রাফি • এনজিওপ্লাস্টি
পেসমেকার প্রতিস্থাপন
98005 22229 / 81700 54106

বিতর্কের কেন্দ্রে শিলিগুড়ি পুরনিগম

গাড়ি সারাইয়েও কাটমানি!

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : গাড়ি খারাপ হলে গ্যারাজে পাঠানো হয়। কিন্তু সেই গ্যারাজেই যত গণ্ডগোল।

অভিযোগ, শিলিগুড়ি পুরনিগমে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে জঞ্জাল অপসারণ ও যানবাহন বিভাগের একাংশের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ার মাধ্যমে মেরামতির খরচ খাতায় বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। কাটমানিতে রফা হতো দুপক্ষের মধ্যে। পাশাপাশি, পাঁচ-ছয় বছর আগে কেনা বেশ কয়েকটি ছোট-বড় এবং মডিফায়েড গাড়ি মেরামত না করেই গ্যারাজের পিছনে ফেলে রেখে নতুন গাড়ি কেনার কোটেশন করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। পুরনিগম সূত্রের দাবি, এই নয়ছয়ের ঘটনায় রাজনৈতিক পদাধিকারীদের পাশাপাশি প্রশাসনিক আধিকারিকদের কয়েকজন জড়িত ছিলেন। শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলছেন, 'আমাদের কাছেও প্রচুর অভিযোগ আসছে। সমস্তটা তদন্ত কমিশন খতিয়ে দেখছে। দুর্নীতি, অনিয়মে যুক্ত একজনকেও রেয়াত করা হবে না।'

গত চার বছরে তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ডের বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। জঞ্জাল অপসারণ ও যানবাহন বিভাগ দুটি কার্যত পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। মানিক দে এই দুই দপ্তরেরই মেয়র পারিষদ ছিলেন। তিনি অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। মানিকের বক্তব্য, 'গ্যারাজ থেকে কমিশন বা কাটমানি নেওয়ার কোনও বিষয় নেই। কেউ প্রমাণ করতে পারলে করুক।' পুর প্রশাসক আর বিমলা এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে রাজি হননি।

পুরনিগমের যানবাহন মেরামতির জন্য ইস্টার্ন বাইপাসে নির্দিষ্ট একটি গ্যারাজ রয়েছে। সূত্রের অভিযোগ, সেখানে প্রতিটি গাড়ি মেরামতিতেই ন্যূনতম ২০ শতাংশ কাটমানি দিতে হয়েছে। কোনও গাড়ির টায়ার বদল বা ইঞ্জিনের কাজের জন্য সাত-আট হাজার টাকা বিল হওয়ার কথা থাকলেও পুরনিগমের একাংশের সঙ্গে গ্যারাজকর্তাদের চুক্তিতে তা বাড়িয়ে ১৫ হাজার টাকা করা হয়। সেই টাকার উপরেই ২০ শতাংশ অবধি কাটমানি নেওয়া হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে টাকার অংক আরও বেশি ছিল।

সূত্রের দাবি, প্রতিদিন কোনও না কোনও গাড়ি গ্যারাজে যাওয়ায় মাসের শেষে বিল মেটানোর আগেই

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ইস্টার্ন বাইপাসের গ্যারাজে পুরনিগমের গাড়ি।

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
ব্যয়বহুল নয় স্বল্প খরচে...
IVF TEST TUBE BABY IUI • ICSI
আইএসএআর মান্যতা প্রাপ্ত IVF সেন্টার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি | M: 9800711112

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

অন্নপূর্ণা নিয়ে আন্দোলনে বিজেপিই

ইসলামপুরে তোপ তৃণমূলকে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২২ অগাস্ট : অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্প নিয়ে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে বিজেপি বিব্রত। অথচ ইসলামপুরে ঠিক উলটো ছবি। শুক্রবার পুরসভায় চেয়ারম্যান তথা এলাকার বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়াল মহিলাদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। ইসলামপুরের গত বিধানসভা ভোটে বিজেপি প্রার্থী চিত্রজিৎ রায় সহ দলের অন্যান্য নেতা-নেত্রী ওই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দ্রুত সমস্যা না মিটলে মহকুমাজুড়ে আন্দোলন চলবে বলে বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলার সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন শনিবার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন।

সুরজিতের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত এই পুরসভার হাত ধরে পরিকল্পিতভাবে প্রকল্পের যোগ্যদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা থেকে সরলেও স্থানীয় প্রশাসন তাদেরই হাতে রয়েছে। প্রশাসনের কাঠামোতেও ঘুণ ধরেছে। অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পে যোগ্যরা ভাতা না পাওয়ার জন্য তারাই দায়ী। বহু যোগ্য উপভোক্তা টাকা পাননি, অথচ অযোগ্যরা দিব্যি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। তৃণমূলের কাউন্সিলাররাও বিষয়টি মেনে নিচ্ছেন বলে বিজেপির দাবি। সুরজিৎ বলেন, 'আসলে সরকার বদলেছে ঠিকই। কিন্তু সিস্টেমে তৃণমূলের লোকেরাই বসে আছে। পরিকল্পিতভাবে সরকারকে বদনাম করতে ভুল এন্ট্রি করে প্রকৃত

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সব চাষের সঠিক সুরক্ষা
কোয়ালিটি স্পেশাল
উদ্ভিদের নিরোগ আর অধিক ফলন পেতে মাটির অপরিহার্য
Trasco
Super Agro India Pvt. Ltd

দেশের বাজারে ধূপগুড়ির দিব্যদীপের স্ন্যাকস

পারিবারিক ব্যবসার নিরাপদ ছায়া ছেড়ে নিজের স্বপ্নের পথে হেঁটেছেন ধূপগুড়ির দিব্যদীপ সাহা। নয় বছরের নিরন্তর চেষ্টায় ধূপগুড়িতে গড়ে তুলেছেন ফুড প্রসেসিং ও প্যাকেজিং সংস্থা। উত্তরবঙ্গের কর্মীদের ভরসায় তাঁর পণ্য এখন পৌঁছে যাচ্ছে পাঁচ রাজ্যে।

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২২ অগাস্ট : প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান। পড়াশোনা শেষ করে বাবার সাজানো ব্যবসায় গুছিয়ে বসে যাওয়া তাঁর পক্ষে খুব কঠিন কিছু ছিল না। তাতে পেটের খোরাক মিলত ঠিকই, কিন্তু মনের ভিতরে যে খচখচানিটা দানা বেঁধেছিল, তার কোনও উত্তর মিলছিল না। নিজের পরিশ্রমে ছাপ রেখে যাওয়ার মতো কিছু করে দেখানোর জেদকেই ধূপগুড়ির দিব্যদীপ সাহা সঙ্গী করেছিলেন। টানা নয় বছরের চেষ্টায় ৩৬ বছরের এই তরুণ উদ্যোগপতি আজ নিজস্ব ফুড প্রসেসিং ও প্যাকেজিং ব্যবসায় থিতু হয়েছেন।

নিজের হাতে গড়ে তোলা প্রোডাকশন ইউনিটে তাঁর সংস্থা প্রতিদিন গড়ে দেড় লাখের বেশি প্যাকেট স্ন্যাকস ও ফুড আইটেম তৈরি করছে। প্যাকেটজাত পালিশহীন নানা ধরনের ডাল, চাক্কি ফ্রেশ আটা, সুজি থেকে ড্রাই ফ্রুটস, সবেরই সেখানে প্যাকেজিং হচ্ছে। পাশাপাশি বাড়ছে সংস্থার তৈরি প্যাকেটজাত স্ন্যাকসের চাহিদাও। দিব্যদীপের সংস্থার তৈরি ৩০টির বেশি ধরনের স্ন্যাকস, ভুজিয়া ও চানাচুর মিক্স পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের পাঁচটি রাজ্যে পৌঁছে যাচ্ছে। চাহিদার বাজারে ধূপগুড়িতে তৈরি স্ন্যাকসের প্যাকেজিং ও মান রাজ্য ও দেশের নামী ব্র্যান্ডগুলির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে।

বর্ণময় পথচলা। গোড়া থেকে বিষয়টি অবশ্য এতটা সহজ ছিল না। ফ্যাশন ডিজাইনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী দিব্যদীপ ২০১৬ সালে বাড়ি ফেরার পর পারিবারিক ব্যবসায় হাত পাকাবেন, পরিবারের বড়রা এমনটাই ভেবেছিলেন। কিন্তু ছেলের মাথায় তখন অন্য ভাবনার ঘোরাফেরা। নিজের জমানো টাকা এবং বাবার কাছ থেকে একরকম বায়না করে নেওয়া পুঁজির ভরসায় বাজারচলতি নানা পণ্যের সম্ভার নিয়ে মাল্টি ব্র্যান্ড স্টোর খুলেছিলেন। সাফল্য খুব একটা এল না। তবে দিব্যদীপের ভাষায়, 'সেই প্রাথমিক আর্থিক লোকসান রিটেল মার্কেটিংয়ের গভীর অভিজ্ঞতা পুষিয়ে দিয়েছিল। খুচরো ক্রেতাদের পছন্দ, চাহিদা ও জোগান সম্পর্কে পাওয়া সেই অভিজ্ঞতাই আমাকে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের দিকে ঠেলে দেয়।'

নিজের স্ন্যাকস ফ্যাক্টরিতে দিব্যদীপ।

তারপর দীর্ঘ হোমওয়ার্ক। মেশিন থেকে প্যাকেজিংয়ের খুঁটিনাটি জানতে বছরখানেক দেশের নানা প্রান্তে ঘুরেছেন। লাইসেন্সের কাগুজে গেরোও কাটিয়েছেন। শেষপর্যন্ত গত বছর স্ন্যাকস তৈরি শুরু হয়। ছোটদের মন টানতে পণ্যের নাম সেইমতোই রাখা হয়। কিন্তু পণ্য তৈরি করলেই তো হল না, বাজারে পৌঁছানোটাও কম ঝক্কির ছিল না। ধীরে ধীরে সেই বাধা পেরিয়ে চাহিদা ও জোগানের খেলা শুরু হয়। উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে মান ও স্বাদের গুরুত্বও বাড়ে। দক্ষ কর্মীর দরকার পড়ে। দেশের নানা প্রান্তে ঘুরে কাজের লোক খুঁজতে গিয়ে দিব্যদীপ উত্তরবঙ্গের সেই মানুষগুলির খোঁজ করেন, যাঁরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের স্ন্যাকস শিল্পে কাজ করছেন। এভাবেই মেশিনচালক থেকে চানাচুর বিশেষজ্ঞ, একে একে কর্মীদের নিয়ে আসা হয়। এরপর চোদ্দোর পাতায়

uttarbangasambad.com
গুজবের গতি বেশি, সত্যের পথ দীর্ঘ।।
আমরা একটু দেরি করলেও ভুল খবরের দৌড়ে নামি না।
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
খবরের দায়বদ্ধতা আমাদের।।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি আপনার দায়িত্ব অটুট থাকবে। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে। মায়ের পরামর্শে সাংসারিক সমস্যার সমাধান করে মানসিক শান্তি পাবেন। কর্মক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। জমি, বাড়ি কেনার সুবর্ণ সুযোগ পেতে পারেন।

বৃষ : ব্যবসার ক্ষেত্র আগের থেকে ভালো হবে। বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে কোনও সমস্যাকে নিজের বুদ্ধিমত্তায় সমাধান করে প্রশংসা লাভ করবেন। হৃদরোগীরা একটু সতর্ক থাকবেন। বিদেশযাত্রার সুযোগ মিলবে প্রযুক্তিবিদ, অধ্যাপকদের।

মিথুন : পরিবারের সদস্যদের ইচ্ছার গুরুত্ব দিন। মতানৈক্য হলেও তা সপ্তাহের মধ্যভাগ থেকে কেটে যাবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ। ব্যবসার ক্ষেত্রে আপনার পরিকল্পনা কাজ করবে। বাড়িতে পুজার্চনার উদ্যোগে নিজেকে শামিল করুন। সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে শারীরিক সমস্যা হতে পারে।

কর্কট : নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। ব্যবসার কারণে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা ক্ষতির চেষ্টা করলেও সফল হবে না। চাকরিক্ষেত্রে আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা। পথে কোনওরকম বিতর্কে জড়াবেন না। অত্যন্ত সাধারণ কারণে দাম্পত্যে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

সিংহ : আপনার আবেগ এ সপ্তাহে সমস্যা তৈরি করতে পারে। বাস্তব অবস্থাকে বুঝতে হবে। অপত্য স্নেহের কারণে অর্থব্যয় হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে শত্রুতার মুখোমুখি হবেন। এ সপ্তাহ ব্যবসায় মিশ্র ফলদায়ক হওয়ার কারণে বাড়তি বিনিয়োগে না যাওয়াই ভালো হবে। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ।

কন্যা : পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে এই সপ্তাহটি কাটবে। তবে সাফল্য পাবেন। শরীরের দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। বকেয়া টাকা হাতে আসতে পারে। অতি সাহসী সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। দাম্পত্য জীবনের সমস্যা কেটে যাবে। দূরের কোনও স্বজনের সহায়তায় অর্থনৈতিক সমস্যা মিটে যাবে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে।

তুলা : অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। বাবা ও মায়ের সঙ্গে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হতে পারে। ব্যবসার বিনিয়োগে সতর্ক থাকতে হবে। মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে স্বস্তিলাভ।

বৃশ্চিক : আপনার নিজের কর্মপদ্ধতির জয় হবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও দলীয় বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ না করলেই ভালো করবেন। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির উসকানি সমস্যা তৈরি করবে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ করবেন। নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন।

ধনু : সপ্তাহের প্রথমদিকে অর্থলাভ হলেও শেষভাগে কিছুটা সমস্যা হতে পারে। ব্যবসার কারণে ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচে চিন্তা বাড়বে। স্নায়ুরোগীরা একটু সতর্ক থাকুন। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলুন। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ আসবে।

মকর : জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে মানসিক আনন্দ লাভ। বিদেশে পাঠরত সন্তানের কাছ থেকে সুসংবাদ পেয়ে স্বস্তিলাভ। কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে সমস্যা হতে পারে। অফিসের কাজে ভিনরাজ্যে যাওয়ার সম্ভাবনা। প্রেমের ক্ষেত্রে জটিলতা কাটবে।

কুম্ভ : উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা এ সপ্তাহে সতর্ক থাকুন। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। রাজনীতির ব্যক্তিগণ নতুন কোনও দায়িত্ব পাবেন। চিকিৎসক, আইনজীবীরা এ সপ্তাহে শুভ ফল লাভ করবেন। ব্যবসায়ীরা বিগতদিনের মন্দাভাব কাটিয়ে উঠতে পারবেন। বিদ্যুৎ ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তির সম্ভাবনা।

মীন : জাতিকাদের ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি। কোনও কারণে ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল হতে পারে। নতুন কোনও কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। শরীরের দিকে লক্ষ রাখুন। জলবাহিত রোগে কাহিল হতে পারেন। প্রেমের সঙ্গীকে অকারণে সন্দেহ করে সম্পর্কটি জটিল করে তুলবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ ভাদ্র, ১৪৩৩, ভাঃ ১ ভাদ্র, ২৩ অগাস্ট, ২০২৬, ৬ ভাদ্র, সংবৎ ১১ শ্রাবণ সুদি, ৯ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।১৯, অঃ ৬।২। রবিবার, একাদশী শেষরাত্রি ৪।১। মূলানক্ষত্র রাত্রি ৬।৪৮। বিষ্কুম্ভযোগ দিবা ৮।২৮। বণিজকরণ দিবা ৩।০ গতে বিষ্টিকরণ শেষরাত্রি ৪।১ গতে ববকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ৬।৪৮ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ৪।১ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-অগ্নিকোণে, শেষরাত্রি ৪।১ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ১০।৫ গতে ১।১৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১।৫ গতে ২।২৯ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১০।৫ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১।১৬ গতে পুনঃযাত্রা শুভ পশ্চিমে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, রাত্রি ৬।৪৮ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পশ্চিমে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, রাত্রি ৬।৪৮ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ৩।০ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত নিষ্ক্রমণ হলপ্রবাহ বীজবপণ ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) -একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস। ঝুলনযাত্রারম্ভ। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।১৩ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ১।৩৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩০ গতে ৭।১৬ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ৩।৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।১৩ গতে ৯।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৬ গতে ৮।৫০ মধ্যে।

নিয়োগে গড়িমসি, ফের মামলা

কোচবিহার, ২২ অগাস্ট : আদালতের নির্দেশ অবমাননার জন্য মামলা দায়ের করতে চলেছেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) অস্থায়ী কর্মীরা। চলতি বছর ২২ জুন ডাইং-ইন-হার্নেস কেসে কলকাতা হাইকোর্ট নিগমে তাঁদের স্থায়ী কর্মী হিসেবে নিয়োগের পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু তারপর কেটে গিয়েছে প্রায় দু'মাস। এখনও পর্যন্ত নিয়োগের কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি।

অভিযোগ, কর্মীসংকট থাকা সত্ত্বেও এনবিএসটিসি আদালতের রায়ের মান্যতা দিচ্ছে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী সহ এনবিএসটিসি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে একাধিকবার বলা সত্ত্বেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়ে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করতে চলেছেন ডাইং-ইন-হার্নেস কেসের ওই কর্মীরা।

এনবিএসটিসি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, 'সরকারের তরফে রায়ের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করা হয়েছে।'

দীর্ঘ ১৮ বছরের লড়াইয়ের পর অবশেষে ১৩৫ জনকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের স্থায়ী কর্মী হিসেবে নিয়োগ করার রায় দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০০৮ সালে এনবিএসটিসিতে ডাইং-ইন-হার্নেস (চাকরি চলাকালীন মৃত্যু) কেসে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের সেই সময় মাসিক চার হাজার টাকায় চুক্তিভিত্তিক চাকরি দেওয়া

এনবিএসটিসি

হয়েছিল। এক বছর পরে তাঁদের চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়। পরবর্তীতে ওই কর্মীরা স্থায়ী পদের জন্য ২০১৪ সালে মামলা দায়ের করেন। দাবি ছিল, অন্য সব সরকারি অফিসের মতো তাঁদেরও স্থায়ী চাকরি দেওয়া হোক।

এত বছর মামলা চলার পর অবশেষে ২২ জুন রায় ঘোষণা হয়। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী রায় ঘোষণার দিন থেকে আবেদনকারীদের স্থায়ী পদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু গত দু'মাসে সেরকম কিছুই হয়নি।

অস্থায়ী কর্মীদের পক্ষের আইনজীবী রেজাউল হোসেন বলেন, 'আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, এই নিয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওই কর্মীদের নিয়োগ একটি নির্বাচনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়েছিল, ফলে একে বেআইনি বলা যায় না। তারপরেও নিয়োগ হল না। তাই আদালত অবমাননার মামলা করা হচ্ছে। খসড়া হয়ে গিয়েছে, আমরা দু'একদিনের মধ্যে মামলা রুজু করব।'

নিগমের এহেন উদাসীনতায় হতাশ কর্মীরা। কোচবিহার ডিপোর অস্থায়ী কর্মী রণেন্দ্রনাথ রায়ের কথায়, 'রায় ঘোষণার পর খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু এখন খুবই হতাশ লাগছে।'

নিগম যে এখনই স্থায়ী পদে নিয়োগের কথা ভাবছে না, সেটা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কথাতেই স্পষ্ট। ফলে শেষপর্যন্ত কী হয়, সেটাই দেখার।

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫ বছর, নামমাত্র ডিভোর্সি, Gyno : (MD, MS), Dr. বা যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9435020126, 9435122862. (C/123053)

■ ঘোষ, 08/05/1994, 5'-5", B.Tech. Junior Engineer in Railway, Siliguri. সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই 35-এর মধ্যে। 8918097657. (C/113879)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, M.Com.(Hon's), 32, সুশ্রী, চাকরিরতা (Asstt. Manager in a Major PSU), একমাত্র কন্যার জন্য শিক্ষিত, চাকরিজীবী উপযুক্ত পাত্র চাই, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগাযোগ-(M) 8508962670, 8597998157. (C/123288)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518.

■ জলপাইগুড়ি, বোস, ২৯+/৫'-৪", উঃ শ্যামবর্ণা, সঃ চাকুরে পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 9749931710 (অভিভাবকই যোগাযোগ করুন)। (C/122496)

■ বালুরঘাট নিবাসী, 35+/5'-2", Gen., M.A. (Double), B.Ed., কুণ্ডু, ফর্সা, সুশ্রী, বাচিক শিল্পী, নাট্যকর্মী, বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ে কর্মরতা পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি উচ্চপদে কর্মরত, সুশিক্ষিত, সুদর্শন পাত্র চাই। বালুরঘাট নিবাসী অগ্রগণ্য। Ph : 9475994664. (C/123270)

■ রাজবংশী, 33/5'-2", M.A. পাশ, Computer Diploma, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M.No. 8927026255. (C/123296)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৮, M.R. কর্মরত পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। Mobile No. 6295341842. (B/B)

■ বীরপাড়া নিবাসী, কায়স্থ, 26+/4'-11", B.A.Pass, সরকারি নার্স পদে কর্মরত, একমাত্র কন্যার জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য, অনূর্ধ্ব 32. (M) 9832046447. (B/S)

■ সাহা, 32/5'-4", M.A., বিএড, ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া। সরকারি চাকরি/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9932685373 (রায়গঞ্জ)। (C/123413)

■ সাহা, কোচবিহার নিবাসী, M.A. বাংলা, সুন্দরী, 34/5'-2½", নামমাত্র ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। সরকারি চাকরি অগ্রাধিকার, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হলেও চলবে। যোগাযোগ-9434241005. (C/122645)

■ সাহা, 28/5'-3", সুশ্রী, B.Sc., পিতা সঃ পেনশনার, নিজ বাড়ি শিলিগুড়ি। একমাত্র সন্তান, পাত্রীর উপযুক্ত সঃ চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। Ph : 9832685524. (C/123417)

■ কায়স্থ, 36, M.A., B.Ed., 5'-4", পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/বড় ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9635540357. (C/123429)

■ ব্যবসায়ীর কন্যা, সাহা, ফর্সা, 1997 সাল, H : 5'-2", Eng. Medi. থেকে পড়া, Master Deg., সুপাত্র প্রয়োজন। (M) 9434106318, 8967190372. (C/123440)

■ বালুরঘাট নিবাসী, 32 বছর, 4'-10", কর্মকার, সুশ্রী, বাঙালি ব্যবসায়ী পরিবারের কন্যার জন্য সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, অবিবাহিত পাত্র কাম্য। পাত্রী সরকারি অফিসে কন্ট্রাকচুয়াল পদে কর্মরতা। পাত্র নেশাহীন এবং দাবিদাওয়াহীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুধুমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (M) 9434963036. (C/123433)

■ মালদা, বৈষ্ণব দাস, 34+/5'-3", M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সুপাত্র কাম্য। (M) 8927944491. (C/123441)

■ বৈশ্য সাহা, 34/5'-3", ফর্সা, সুশ্রী, সরকারি চাকুরে। সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। অভিভাবক কথা বলিবেন। (M) 9339693371. (U/D)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী,, ২৯, M.Sc., B.Ed., সরকারি ব্যাংকে চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। 9242547789. (C/123443)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 31, MBA, সরকারি ব্যাংক-এ ম্যানেজার। এরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 8637896519. (C/123443)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.Sc., B.Ed., গানে বিশারদ, প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা। এইরূপ ঘরোয়া পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। 9242398532. (C/123443)

■ অবসরপ্রাপ্ত পিতা-মাতার (সঃ) একমাত্র সন্তান, কন্যা 5'-2", B.A., Comp. (Dip.), 31 বৎসর, পাত্রীর জন্য কেবলমাত্র শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত চাকরিজীবী পাত্র চাই। ঘরজামাই অগ্রগণ্য। 9434352445. (C/123455)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮ বছর, Ph.D, সরকারি কলেজের অধ্যাপক, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7478203371. (C/123458)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮/৫'-৩", M.Tech., বেসরকারি ব্যাংক-এ কর্মরতা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, একমাত্র সন্তান, পিতা রিঃ সঃ অফিসার। উপযুক্ত সঃ চাকরিজীবী, কায়স্থ পাত্র কাম্য। (M) 9436677253. (C/123453)

■ রাজবংশী, শিলিগুড়ি নিবাসী, 30+/5'-1", ফর্সা, সুশ্রী, M.A., B.Ed., পিতা প্রাক্তন সরকারি কর্মচারী, সরকারি চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। স্বঃবর্ণ/অসবর্ণ চলিবে। (P) 7908221009. (C/123412)

■ পাত্রী ঘোষ, কায়স্থ, ধনু রাশি, M.A., 28+/5'-3", চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি পাত্র কাম্য। (M) 7908716424. ঘটক/ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (C/122988)

■ রায়গঞ্জ নিবাসী, কায়স্থ, ২৫/৫'-৬", ফর্সা, সুন্দরী, IT সেক্টরে কর্মরত। IT সেক্টরের উপযুক্ত কায়স্থ, অনূর্ধ্ব ২৮ পাত্র চাই। 9239271892. (C/123463)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 27/5'-3", গান জানা, ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9734488968. (C/122991)

পাত্র চাই

■ জলপাইগুড়ি, রাজবংশী পরিবারের কনিষ্ঠ কন্যাসন্তান, বয়স ২৬, গভঃ ব্যাংক-এ চাকরিরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7602010691. (C/122991)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর, M.Sc., সরকারি ব্যাংক কর্মরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9091607897. (C/123458)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৮ বঃ, M.Sc., পূর্ব বঙ্গীয় দাস, সরকারি Bank-এ Asstt. Branch Manager পদে U.P-তে কর্মরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। পিতা অবসরপ্রাপ্ত হাঃ স্কুল শিক্ষক। মাতা গৃহবধূ। যোগাঃ 8637858652. (C/123109)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬+, নিঃসন্তান ডিভোর্সি পাত্রী, পিতা ও মাতা উভয়েই পেনশনভোগী। যোগ্য নির্ঝঞ্ঝাট পাত্র কাম্য। (M) 9749393655. (C/122991)

■ ২৯+, নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী ও প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরিরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9749393655. (C/122991)

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি, বয়স 35, উচ্চতা 5'-1", প্রাইভেট জব, ডিভোর্সি, ১১ বছরের এক মেয়ে আছে, ফর্সা, সুন্দর, কায়স্থ পাত্রীর জন্য ডিভোর্সি অথবা উইথ ড্রো সুপাত্র কাম্য। 7679969705. (C/122993)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, B.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী IT সেক্টরে চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। উত্তরবঙ্গ বা যে কোনও মেট্রো সিটির গ্রহণযোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7602010691. (C/122991)

পাত্রী চাই

■ দিনহাটা নিবাসী, পাল, M.Sc., 35+/5'-7", Reg. Pharmacist, নিজ ওষুধের দোকান। পাত্রের ২৮-এর মধ্যে ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। স্বঃ/অসবর্ণ চলিবে। 9679742497. (C/123432)

■ সরকারি কর্মী, মা পেনশনার, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7029258952, 7501400218. (S/C)

■ রায়গঞ্জ নিবাসী, কায়স্থ ৩৬/৫'-১০", M.Com., কর্পোরেট Noida-তে কর্মরত পাত্রের ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 9434181499. (C/123463)

পাত্রী চাই

■ 31/5'-7", দেবগণ, B.Tech. Engineering, সরকারি জব (রেল)। সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9832406822. (C/123295)

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-3", প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মরত, পিতা Retd. রেলওয়ে কর্মচারী। উপযুক্ত ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। Ph : 9242275259. (C/123401)

■ পাত্র কায়স্থ দাস, 35/5'-5", বেসরকারি 30,000/-, শিলিগুড়িতে দ্বিতল বাড়ি, শহরতলিতে জমি আছে। পিতা-মাতা গত। দুই ভাই। উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8016267131. (C/123405)

■ কায়স্থ, কোচবিহার, 35/5'-4", MBBS, MD, MJN Medical College. উপযুক্ত শিক্ষিত, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9933990813. (S/M)

■ 32/5'-8", দেবারিগণ, ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ পাত্রের ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। (M) 9749521071. (S/C)

■ রাজবংশী, M.A., B.Ed., Eng. (H), 5'-7", SSC, 9, 10 & 11, 12 SLST পাশ, ব্যবসা। পিতা কেন্দ্রীয় সরকারি অবসরপ্রাপ্ত। পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9800416643. (K/D/R)

■ পাল, 40+/5'-6", হ্যামিল্টনগঞ্জ নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8327695405. (C/122100)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, সরকারি চাকরিজীবী, নামমাত্র ডিভোর্সি, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। রায়গঞ্জ। (M) 8918623648, 9734035821. (C/123413)

■ Gen. Caste, 36/5'-3", M.A., B.Ed., MNC-তে কর্মরত, উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 8927885002. (C/122978)

■ পূঃ বঃ বৈদ্য, 5'-7"/42 বৎঃ, MNC কর্মরত, B.A., তুলা রাশি, দেবগণ। 33-34'এর মধ্যে সুন্দরী, বৈদ্য/ব্রাহ্মণ/সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের পাত্রী কাম্য। (M) 9330011934. (C/122978)

■ বণিক, 34/5'-2", গ্র্যাজুয়েট, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বারোবিশা নিবাসী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ফোটো সহ যোগাযোগ। মোঃ 9775878730. (C/123301)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, ৩৫ বছর, ৫'-৯", কেঃ সরকারি কর্মচারী। ২৭-৩০ বয়সের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট (শিলিগুড়ি বা উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন) ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। সন্ধে ৬টা-রাত্রি ৯টা। মোঃ 7318738778. (C/123437)

■ সরকার, 40/5'-5", বিএ অনার্স (ইতিহাস), মালদা শহরে নিজস্ব ফ্ল্যাট, ব্যবসায়ী, সাবলম্বী, দাবিহীন একমাত্র পুত্রের (একমাত্র বোন বিবাহিতা), উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9775871423. (C/123441)

■ কর্মকার, 28/5'-9", সুদর্শন, সঃ ইঞ্জিনিয়ার, সঃ উঃ অসঃ, ভদ্র, সুন্দরী পাত্রী চাই, চাকরিরতা অগ্রগণ্য। (ঘটক নহে)। Ph. নং- 9932057739. (C/114105)

■ কোচবিহার নিবাসী, কায়স্থ, 49/5'-8", সরকারি চাকরি, নিজ বাড়ি, চল্লিশের মধ্যে (Divorce/Widow/Unmarried) পাত্রী চাই, সন্তান গ্রহণযোগ্য না। (M) 9933641031. (C/122652)

■ নমশূদ্র, 38+/5'-3", M.A., B.Ed., হাইস্কুল শিক্ষক (2008), উচ্চশিক্ষিতা উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7001559810. (C/123457)

■ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, 35, একমাত্র ছেলে, নামমাত্র ডিভোর্সি, ছেলের জন্য ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী চাই। Cont.: 9832388089. (C/123297)

■ সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯ বছর, সরকারি কলেজের প্রফেসর, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9933199942. (C/123458)

■ কোচবিহার নিবাসী, ৩১+, M.Tech. পাশ ও বর্তমানে IT সেক্টরে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। (M) 7602010691. (C/122991)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০ বছর, BDS, MDS, নিজস্ব চেম্বার, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6297245926. (C/123458)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০ বছর, M.Tech., সরকারি ইলেক্ট্রিক দপ্তরে উচ্চপদে কর্মরত, পিতা ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6297176324. (C/123458)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 37 বছর, অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7365993445. (C/123458)

■ 'রাজবংশী', উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩ বছর, B.Tech., রেলওয়েতে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7029241726. (C/123458)

■ ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৪৮ বছর, B.Tech., রেলের উচ্চপদে কর্মরত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য (সন্তান গ্রহণযোগ্য)। (M) 7047934466. (C/123458)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫ বছর, M.Tech., রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার-এ উচ্চপদে কর্মরত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9091607897. (C/123458)

■ রাজবংশী, ক্ষত্রীয়, 37, Ph.D., Post Doctorate, Central University-তে কর্মরত। উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8972400649. (C/123107)

■ পূর্ব কুলীন কায়স্থ, 5'-7", দেবারি, বৃষ, B.A., LLB, MBA, Bangalore-এ MNC Big 4-এ কর্মরত পাত্রের জন্য Bangalore-এ কর্মরতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 8927825489, 9434490111. (C/123112)

■ Gen., 28+/5'-11", B.Tech. ইঞ্জিনিয়ার, নামী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, কর্মরতা পাত্রী অগ্রগণ্য। 9474844641. (C/123114)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 33/5'-4", গ্র্যাজুয়েট, প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মরত, পাত্রের জন্য 28-এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। 9153473039. (C/123108)

■ ভট্টাচার্য্য, শিলিগুড়ি নিবাসী, 32 বয়স, MBA, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, একমাত্র সন্তান, সুশ্রী পাত্রী কাম্য (পাত্রী Convent পড়া ও ইংলিশ যানা চাই)। 9832009803. (C/123464)

■ ব্রাহ্মণ, ৩৪, শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ রুচিশীল ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9242547789. (C/123443)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 37, Ph.D., সরকারি কলেজের অধ্যাপক। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, দাবিহীন। 9382435745. (C/123443)

■ ব্রাহ্মণ, ৩২/৫'-৬", প্রঃ ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, B.A./H.S., ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী চাই। মোঃ 8670044689. (A/K)

■ কায়স্থ, শিলিগুড়ি, 31/5'-7", Rly. Engineer, A Grade, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9883156237. (U/D)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 30/5'-8", B.Tech. (Civil), গুরগাঁও-তে কর্মরত। সর্বাধিক 28, গুরগাঁও-তে কর্মরতা পাত্রী চাই। (M) 7047817941. (C/123113)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। 9382435745. (C/123443)

■ WB, কায়স্থ, 43/5'-7", M.A., প্রাইভেট কোঃ-তে কর্মরত। সুশ্রী পাত্রী চাই। Caste no bar. W/A : 9062927659, Uluberia. (C/123456)

■ বয়স 29/5'-3", মাঙ্গলিক, কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদে স্থায়ী চাকরিজীবী। ফর্সা, সুন্দরী, শিক্ষিকা, মাঙ্গলিক পাত্রী কাম্য। (M) 9332736853. (C/122993)

পাত্রী চাই

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, সচ্ছল পরিবারের একমাত্র সন্তান, M.A., ব্রাহ্মণ, 32+/5'-6", স্বকর্মে নিযুক্ত, বার্ষিক আয় প্রায় সাড়ে চার লাখ, দাবিহীন, নেশাহীন পাত্রের জন্য কমপক্ষে গ্র্যাজুয়েট, ঘরোয়া, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। পিতা-মাতা পেনশনার। পাত্রীর অভিভাবক/অভিভাবিকা সরাসরি যোগাযোগ করবেন। (ম্যাট্রিমনি নহে)। (M) 7864049715. (C/123123)

■ শিলিগুড়ির বাসিন্দা, একমাত্র সন্তান, D.O.B-1992, আলিম্যান গোত্র, কায়স্থ, রাজ্য সরকারি চাকুরে (U.D.A), বর্তমানে কোলকাতা পোস্টিং। শিলিগুড়ি নিজস্ব ফ্ল্যাট। শিলিগুড়ির মধ্যে ছোট্ট পরিবারের পাত্রী চাই। চাকরিরতা হলে ভালো। Regd. বিবাহে আগ্রহী হলে ভালো। পাত্রী পক্ষ সরাসরি যোগাযোগ করুন-7479287463. (C/122987)

■ পাত্র কায়স্থ, 44/5½", B.Com., রেলকর্মী। অনূর্ধ্ব 37, স্নাতক পাত্রী চাই। 7407737056. (C/122991)

■ কায়স্থ, 34/5'-8", M.Sc., Medical Officer, Cent. Govt.-এ কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 7407777995. (C/122991)

■ ফালাকাটা নিবাসী, 32/5'-9", M.Tech., ইন্ডিয়ান রেলওয়ের Engg. পদে কর্মরত, নেশাহীন ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য সুন্দরী, উপযুক্ত পাত্রী দরকার। 9733066658. (C/122991)

■ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত, উঃ দিঃ কানকি ধাম নিবাসী, বয়স-২৮, উচ্চতা ৫'-৬", শিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য সুশিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী চাই। রায়গঞ্জ থেকে শিলিগুড়ি এলাকার পাত্রীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যোগাযোগ মানবেন্দ্র সরকার। করুন : 9851118676. (C/122991)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সম্ভ্রান্ত পরিবারের একমাত্র পুত্র, B.Com. পাশ, 33/5'-7", আলিম্যান গোত্র, প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণ ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 8617063155, 9832064349. (C/122991)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী পরিবারের একমাত্র পুত্রসন্তান, বয়স ৩৩, শিক্ষিত, রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 7602010691. (C/122991)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৭+, নিঃসন্তান ডিভোর্সি ও সরকারি ব্যাংকে কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য আলোচনা সাপেক্ষ। (M) 9749393655. (C/122991)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৪৩+, ডিভোর্সি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9749393655. (C/122991)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ৩৪+, M.Tech. পাশ ও বর্তমানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এয়ারপোর্ট অথরিটিতে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/122991)

■ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কলকাতা নিবাসী, ৩২/৫'-৫", B.Tech., হায়দ্রাবাদে MNC IT কোম্পানীতে কর্মরত পুত্রের জন্য সুযোগ্যা পাত্রী চাই, যোগাযোগ-9477396220. (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, M.Tech. পাশ ও ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া-তে ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য, দাবিহীন। (M) 7596994108. (C/122991)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯+, হিন্দু, বাঙালি, B.Tech. পাশ ও ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে চাকরিরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9242295120. (C/122991)

■ কায়স্থ, পাল, 42/5'-4", ব্যবসায়ী, ডিভোর্সি পাত্রের জন্য 30-35'এর মধ্যে সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9749062669 (জলপাইগুড়ি)। (C/122991)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ বিয়ের সুবর্ণ সুযোগ! 1 বছর আনলিমিটেড যোগাযোগ মাত্র 999/- (ISO Certified). 9038408885. (C/122960)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ঘোষ, 35/5'-2", M.A. (Eng.), B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9734189905. (C/123308)

■ ব্রাহ্মণ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭ বছর, MBA, ব্যাঙ্গালোরে নামী MNC-তে কর্মরতা। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 6297245926. (C/123458)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২ বছর বয়সি, Ph.D., সরকারি কলেজ-এ কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7029241726. (C/123458)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫ বছর, M.Sc., গৃহকর্মে নিপুণা, পিতা ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রীর জন্য (ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবী) যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9239329826. (C/123458)

■ Gen., 22/5'-3", B.Sc. Pass, ঘরোয়া, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 9734485015. (C/122991)

■ অবসরপ্রাপ্ত (Govt.) পিতা-মাতার কন্যা, 5'-6", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, 32 বৎঃ, M.Sc., কায়স্থ পাত্রীর চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 9434716674. (C/122654)

■ রাজবংশী, সুশ্রী, শান্ত, Ph.D. pursuing (Arts), 5 ft./29 বয়স, পাত্রীর জন্য ভদ্র, চাকরিজীবী, রাজবংশী পাত্র চাই। (M) 7003175272. (C/122655)

■ ২৬+, M.Sc. পাশ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী ও প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা, পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/122991)

■ মালদা শহর নিবাসী, 31/5', M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরকারি/উচ্চ বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9475904580. (C/123448)

■ অত্যন্ত সুন্দরী, সুন্নি শেখ, 25, নামাজী, 4'-8", M.A. পাঠরতা, সরকারি চাকুরে (Cont.) পাত্রীর সুচাকুরে পাত্র চাই। 8786704664. (C/122991)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩+, M.A. ইন ইংলিশ পাশ ও গানে বিশারদ, গৃহকর্মে নিপুণা। হিন্দু বাঙালি পরিবার। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/122991)

■ 28+/5'-4", সুশ্রী, ব্যাংক ক্লার্ক, মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। জলঃ/শিলিঃ মধ্যে স্থায়ী সরকারি চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, সুশিক্ষিত, নেশাহীন পাত্র চাই। ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য। রেজিস্ট্রি বিবাহে আগ্রহী। 9147400246. (C/123120)

■ পাত্রী কায়স্থ, 29+/5'-1", একমাত্র কন্যা, B.Sc., Computer Science (Hon.), পাত্রী সরকারি চাকুরের নিজস্ব Flat, জন্য উপযুক্ত সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 6296503975. (C/123468)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫+, হিন্দু বাঙালি, M.A., B.Ed. পাশ, সুন্দরী, ICDS সুপারভাইজার পদে চাকরিতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9242295120. (C/122991)

■ পাত্রের বয়স 30+/5'-8", B.Tech., কায়স্থ, Rly. কর্মরত। শিলিগুড়ি নিবাসী। উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9635657376. (C/113878)

■ হলদিবাড়ি, উঃ বঃ নিবাসী, 31+/5'-3", Post-Doctoral Researcher, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য 26-29, M.Sc. অগ্রগণ্য, রাজবংশী পাত্রী কাম্য। (M) 8250520991. (C/123057)

■ পাত্র সাহা, 37+/5'-6", বিকম, ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য, 32-এর মধ্যে। (M) 9475046694. (C/123237)

■ মুখার্জী, B.Com. (Hons), ভরদ্বাজ গোত্র, 37/5'-5", বাড়ি রায়গঞ্জ, শিলিগুড়িতে প্রাইভেট সংস্থায় কর্মরত। পিতা-মাতা গত। 34-এর মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পাত্রী চাই। পাত্রের সাথেই কথা বলতে হবে। সংস্থা বাদে আগ্রহীরা যোগাযোগ করবেন। (M) 9474383862. (C/123290)

‘ভ্যালি অফ ডুয়ার্স’ বৈজুখেত

সবুজ গালিচার মতো চা বাগান, মূর্তি নদীর কুলকুল শব্দ আর মেঘ-রোদ্দুরের লুকোচুরি। ডুয়ার্সের মেটেলির ইয়ংটং চা বাগানে লুকিয়ে থাকা এই অপরূপ সৌন্দর্যের নাম ‘বৈজুখেত’, যা স্থানীয়দের কাছে ‘ভ্যালি অফ ডুয়ার্স’। দীর্ঘদিন অবহেলিত এই এলাকাকেই এবার রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরতে চাইছেন বাসিন্দারা। আগের সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় এবার নতুন সরকারের হাত ধরে এখানে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে ওঠার এবং এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের আশায় বুক বাঁধছেন তাঁরা।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২২ অগাস্ট : কুলকুল শব্দে বয়ে চলা মূর্তি নদী, চারদিকে চা বাগানের বিস্তীর্ণ সবুজ গালিচা, আর তার মাঝেই মেঘ-রোদ্দুরের লুকোচুরি খেলা। কখনও আবার হঠাৎ নেমে আসে বৃষ্টি। পরিষ্কার আকাশে দূরে উঁকি দেয় ভুটান ও কালিম্পং পাহাড়ের নয়নাভিরাম দৃশ্য। ডুয়ার্সের মেটেলির এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখলে যে কেউ মোহিত হতে বাধ্য। ইয়ংটং চা বাগানের ভেতরের এই পাহাড়ি এলাকার নাম বৈজুখেত। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা একে ভালোবেসে ডাকেন ‘ভ্যালি অফ ডুয়ার্স’ নামে। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত এই বৈজুখেতকেই এবার রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে নতুন পালক হিসেবে তুলে ধরতে চাইছেন ইয়ংটংয়ের বাসিন্দারা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যা পারেননি, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরেই সেই স্বপ্ন পূরণের আশায় তাঁরা বুক বাঁধছেন। জলপাইগুড়ি নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাবের কোঅর্ডিনেটর ভাস্কর দাস বলেন, ‘দু’বছর আগে এখানে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বৈজুখেতে নেচার স্টাডি ক্যাম্প করতে এসেছিলাম। এখানে পরিবেশবান্ধব পর্যটন প্রসারের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে স্থানীয়রা উদ্যোগী হলেও প্রয়োজন সঠিক সরকারি পরিকল্পনার।’

আগে সামসিং চা বাগানের একটি ডিভিশন ছিল ইয়ংটং। এখন এটি নিজেই একটি পৃথক চা বাগান। এই বাগানের ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে বৈজুখেতের অপার সৌন্দর্য। কী আছে সেখানে? স্থানীয় বাসিন্দা নীলম প্রধানের কথায়, ‘এখানকার বিশালাকার কালো গ্রানাইটের বোল্ডারগুলোতে বসে চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার মজাই আলাদা। সেখান থেকে কাঁচা রাস্তা ধরে সহজে পৌঁছে যাওয়া যায় মূর্তি নদীর পাড়ে। এখানকার ক্ষণস্থায়ী রোদ-বৃষ্টির খেলা পর্যটকদের এক অন্যরকম অনুভূতি দেয়।’ আরেক বাসিন্দা সুন্দর প্রধান জানান, বৃষ্টি থামার পর আকাশ পরিষ্কার হলে এখানকার সৌন্দর্য আরও চোখজুড়ানো হয়ে ওঠে।

পর্যটন মানচিত্রে আনার দাবি ইয়ংটংয়ে

মেটেলির ইয়ংটংয়ের পাহাড়ি এলাকা বৈজুখেত।

ইয়ংটং চা বাগান থেকে বৈজুখেতে যাওয়ার পথেই একটি পাকা রাস্তা ধরে কুমাই, জলঢাকা এবং ঝালং যাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, বৈজুখেতের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া কাঁচা রাস্তা ধরে পৌঁছানো যায় লালিগুরাস পর্যটন এলাকায়, যেখানে নদীর ধারে অনায়াসে নেচার ক্যাম্প করা সম্ভব। এলাকাবাসী চাইছেন, বৈজুখেত থেকে পর্যটকদের ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে লালিগুরাস ঘুরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে। নীলমের মতে, রাজ্য সরকার যদি এখানে কটেজ তৈরি করে, তবে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতি হবে এবং বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

নাগরাকাটা বিধানসভার অন্তর্গত এই এলাকার বিধায়ক পুনা ভেংরা। ইয়ংটংয়ের বাসিন্দারা বৈজুখেতের উন্নতির জন্য তাঁর কাছে আবেদন করলেও, তিনি কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। এমনকি আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাকেও বিষয়টি জানানো হয়েছিল। তবে বিধায়ক ও সাংসদ উভয়েই জানিয়েছেন যে, তৃণমূল সরকারের আমলে বারবার বলেও কোনও লাভ হয়নি। এখন তাঁদের সরকার আসায় তাঁরা পর্যটনমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবেন।

মেটেলিহাট পঞ্চায়েতের অধীনে থাকা এই এলাকাটি নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েনও কম নয়। যখন তৃণমূল ক্ষমতায় ছিল, তখন ইয়ংটং চা বাগান থেকে একমাত্র বিজেপি সমর্থিত সদস্য হিসেবে ধনরাজ তামাং জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর দাবি, সেই সময় তিনি বৈজুখেতকে ডুয়ার্সের পর্যটন মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্লক ও জেলা প্রশাসনে লিখিত আবেদন করেছিলেন। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার উত্তরবঙ্গকে সুইৎজারল্যান্ড করার প্রতিশ্রুতি দিলেও, তাঁদের এই প্রস্তাবকে কোনও গুরুত্ব দেয়নি। ধনরাজের বক্তব্য, ‘রাজ্যে এখন বিজেপি সরকার এসেছে। আমরা চাই নতুন সরকার বৈজুখেতকে পর্যটন মানচিত্রে স্থান দিয়ে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন করুক।’

দেহ উদ্ধার

সোনাপুর, ২২ অগাস্ট : কালজানি নদীতে মাছ ধরতে নেমে নিখোঁজ তরুণের দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম চন্দন দাস (৩৫)। শুক্রবার দুপুরে নদীতে নামার কিছুক্ষণ পর থেকেই তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। অবশেষে শনিবার নদী থেকে চন্দনের নিথর দেহ উদ্ধার হয়।

বয়স ১০৫, তবুও মেলেনি আবাস যোজনার ঘর

সামসী, ২২ অগাস্ট : স্বাধীনতার সাক্ষী তিনি। দেশের গণতন্ত্রেরও দীর্ঘদিনের অংশীদার। শত বছর পেরিয়েও, তিনি আজও ভোট দেন। অথচ নিজের ন্যূনতম নিরাপত্তাটুকু থেকে বঞ্চিত তিনি। মালদা জেলার রতুয়া-১ ব্লকের দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহিরকাপ গ্রামের বাসিন্দা শেখ জামাল। বয়স একশো পাঁচ। কিন্তু দীর্ঘ জীবন পেরিয়েও তাঁর কপালে জোটেনি একটি পাকা ঘর। বরং, জরাজীর্ণ মাটির কুঁড়েঘরেই দিন কাটছে তাঁর। প্রশ্ন উঠছে, প্রকৃত দরিদ্র ও অসহায় মানুষই যদি আবাস যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন, তাহলে সরকারি প্রকল্পের লাভ কোথায়? স্থানীয়দের দাবি, জামালের আবাসন, ভাতা এবং অন্যান্য প্রাপ্য সরকারি সুবিধা প্রশাসন নিশ্চিত করুক।

যৌবনে দেশের স্বাধীনতা দেখেছেন। স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। সময়ের সঙ্গে সরকার বদলেছে, বদলেছে আবাসন প্রকল্পের নাম, ইন্দিরা আবাস যোজনা থেকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, পরে বাংলার আবাস যোজনা। কিন্তু বদলায়নি শতবর্ষী শেখ জামালের ভাগ্য।

তাঁর মোট সাত সন্তানের মধ্যে চার মেয়ে ও তিন ছেলে। দুই মেয়ে দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতেই মারা গিয়েছেন। বাকি দুই মেয়ে বর্তমানে সংসার করছেন। তিন ছেলে—আবদুল করিম, বাদিরুদ্দিন ও জাকির হোসেন—তাঁরাও বর্তমানে নিজ নিজ পরিবার নিয়ে আলাদাভাবে বসবাস করেন। তাঁর স্ত্রীও ২০২০ সালে মারা গিয়েছেন। এরপর থেকেই যেন আরও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন শেখ জামাল।

বর্ষা এলেই টালি চুইয়ে ঘরের ভেতর জল পড়ে। ঝড়-বাদলে কখন ঘর ভেঙে পড়ে, সেই আতঙ্কও রয়েছে। অথচ তাঁর আশপাশেই এমন বহু পরিবার রয়েছে, যাঁদের পাকা বাড়ি রয়েছে, কারও কারও আবার দোতলা-তিনতলা বাড়িও রয়েছে। অভিযোগ, তাঁদের অনেকে সরকারি আবাসন প্রকল্পের সুবিধাও পেয়েছেন। সেখানে জামাল আজও সরকারি ঘরের অপেক্ষায়। জামালের কথায়, ‘সারাজীবন ভোট দিয়েছি, দেশের ভালো চেয়েছি। এখন বয়স হয়েছে। আর কিছু চাই না—শুধু মাথা গোঁজার মতো একটা নিরাপদ ঘর আর নিয়মিত ভাতাটুকু চাই। জীবনের শেষ দিনগুলো যেন একটু শান্তিতে কাটাতে পারি।’

মা আসছেন, ব্যস্ততা কুমোরটুলিতে। শনিবার কোচবিহারের মহিষবাথানে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

ফাঁসে মৃত্যুতে চর্চায় ‘অন্নপূর্ণা’

গাজোল, ২২ অগাস্ট : শনিবার গাজোলের করকচ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাচাহার গ্রামে এক বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতার নাম অনীতা খাতুন (৩২)। তাঁর স্বামী ইনজামামুল হক খেতমজুর। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে।

তবে এই ঘটনায় চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন ইনজামামুল। তাঁর দাবি, আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে তাঁর স্ত্রী প্রতি মাসে দেড় হাজার টাকা পেতেন। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা অনিয়মিত হয়ে পড়ায় অনীতা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। অগাস্টে ফের টাকা না আসায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছিলেন তিনি। এর জেরেই তিনি অবসাদে ভুগছিলেন বলে দাবি ইনজামামুলের। তাঁর দাবি, সেই কারণেই অনীতা আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পরে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এনিয়ে সিপিএম নেতা সুজিত দাসের অভিযোগ, ‘বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে সংকল্পপত্রে সমস্ত মহিলার অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণার তিন হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, অনেকেই সেই টাকা পাচ্ছেন না।’ তবে বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন বিষয়টিকে বিরোধীদের রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে দাবি করেছেন। গাজোল থানার পুলিশ জানিয়েছে, অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ঠিকমতো পূরণ না করা নিয়ে শুক্রবার রাতে স্বামীর সঙ্গে অনীতার বচসা হয়। অভিযোগ, শনিবার সকালে নিজের বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। তবে তদন্তের পরই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।

আবহাওয়ায় বদলে যাচ্ছে চায়ের মরশুম

নাগরাকাটা, ২২ অগাস্ট : কখনও অনাবৃষ্টি আর চড়া রোদ পুড়িয়ে দিচ্ছে। কখনও টানা বৃষ্টি ভাসিয়ে দিচ্ছে হেক্টরের পর হেক্টর জমি। এমন পরিস্থিতি হচ্ছে যে বর্ষাকালেও ব্যবহার করতে হচ্ছে কৃত্রিম সেচ। জলবায়ুর আমূল পরিবর্তনে বদলে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের চায়ের মরশুম। ফার্স্ট ফ্লাশ, সেকেন্ড ফ্লাশ, রেইন ফ্লাশ, অটাম ফ্লাশ থেকে শুরু করে বাগানে পাতা তোলা বন্ধ রাখার সময় নিয়েও ঘোর ধন্দে পরিচালকরা। ২০২৫ সাল থেকে তো টি বোর্ড শীতের শুখা মরশুমে উৎপাদনে বিরতি টানা বা ফের পাতা তোলার সিদ্ধান্ত বাগানগুলির ওপরই ছেড়ে দিয়েছে। এই পরিস্থিতির ধাক্কা এসে পড়েছে ডুয়ার্সের চায়ের গুণগত মানেও।

উত্তরবঙ্গ ও সংলগ্ন এলাকার আবহাওয়া যে ক্রমশ বদলাচ্ছে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের গত বছরের একটি তথ্যেই পরিষ্কার। বেশ কয়েক বছরের পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখা গিয়েছিল গোটা দেশের মধ্যে সিকিম সহ সংলগ্ন এলাকায় সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা সবচেয়ে বেড়েছে। ওই পরিমাণ ছিল ০.০৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। টি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন (টিআরএ) নাগরাকাটা কেন্দ্রের এক চা বিজ্ঞানী বলেন, ‘সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রাতেরবেলায় রেকর্ড করা হয়। যদি সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও বাড়ার পাশাপাশি আর্দ্রতা কম থাকে তবে তা চা গাছের জন্য ভালো নয়। গত কয়েক বছরে কিন্তু এমন পরিবেশ তৈরি হতে দেখা গিয়েছে।’

আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণে খুব একটা হেরফের না হলেও একলপ্তে অনেক বেশি বৃষ্টি বা টরেনশিয়াল রেইন-এর প্রবণতা এখন অনেক বেড়ে গিয়েছে। এর ফলে জল ভূগর্ভে প্রবেশ না করে ভূপৃষ্ঠ দিয়ে প্রবল বেগে বইতে শুরু করে। পাহাড় ও লাগোয়া ডুয়ার্স-তরাইয়ের ঢেউ খেলানো চা বাগানের মাটি এতে দিনের পর দিন আলগা হচ্ছে। প্রকারান্তরে নষ্ট হচ্ছে চা গাছের জীবনীশক্তি। সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের কারণ হয়েছে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া। বৃষ্টি হলে প্রবল এবং খরা পরিস্থিতি শুরু হলে সেটাও একটানা। এল নিনোর প্রভাবে বৃষ্টির স্বল্পতা আবার ডেকে আনছে উল্লম্ব মেঘ তৈরি হয়ে মুহুর্মুহু বজ্রপাতের ঘটনা।

- ফার্স্ট ফ্লাশ, সেকেন্ড ফ্লাশ, রেইন ফ্লাশ, অটাম ফ্লাশ থেকে শুরু করে বাগানে পাতা তোলা বন্ধ রাখার সময় নিয়েও ঘোর ধন্দে পরিচালকরা
- ২০২৫ সাল থেকে তো টি বোর্ড শীতের শুখা মরশুমে উৎপাদনে বিরতি টানা বা ফের পাতা তোলার সিদ্ধান্ত বাগানগুলির ওপরই ছেড়ে দিয়েছে

টিআরএ-র অবসরপ্রাপ্ত চা বিজ্ঞানী ডঃ সৌমেন বৈশ্য বলছেন, ‘পরিস্থিতি অনুকূলে নেই। তবে এর মোকাবিলা করতে হলে মাটির স্বাস্থ্য ঠিক রাখা, চা গাছের মধ্যে থাকা ছায়াগাছ ও বাগানের প্রান্তের পশ্চিম ধারবরাবর বাতাস প্রতিরোধী বৃক্ষ আরও বেশি করে রোপণ, সেচের ব্যবস্থা, পোকা দমনে সঠিক রাসায়নিক নির্বাচনে সতর্ক থাকতে হবে। এইসব পরিকল্পনা আগে থেকে তৈরি করে এগোনো অত্যন্ত প্রয়োজন।’

চা মহল জানাচ্ছে, কখন ফার্স্ট ফ্লাশ আর কখন সেকেন্ড ফ্লাশ বা রেইন বা অটাম ফ্লাশ আসছে, তা বুঝে উঠতে পারছেন না অভিজ্ঞ বাগান পরিচালকরাও। মাল নদী চা বাগানের ম্যানেজার রাজা চক্রবর্তীর কথায়, ‘জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে চা গাছে এখন ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইট, ফিউসেরিয়াম ডাইব্যাক, গ্রে ব্লাইট, ব্রাউন ব্লাইট, রেড রাস্টের মতো ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাকঘটিত নানা ধরনের নিত্যনতুন রোগ দেখা দিচ্ছে। এটা আগে দেখা যেত না।’

গ্রেপ্তার ২

জলপাইগুড়ি, ২২ অগাস্ট : ব্রাউন সুগার সহ দুই মহিলাকে শনিবার জলপাইগুড়ি শহরের ভাটিয়া বিল্ডিং এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলেন রাখিদেবী ও আশা কাহার। ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ প্রায় ২৭০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে।

পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায়, রাখি একটি মোবাইলের বাক্সে ব্রাউন সুগার নিয়ে স্টেশন রোড ভাটিয়া বিল্ডিং এলাকায় ঘোরাফেরা করছেন। এরপরই সাদা পোশাকের পুলিশ ব্রাউন সুগারের ক্রেতা সেজে রাখিকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। রাখিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ আশা কাহার ও লালটি পাশোয়ানের নাম জানতে পারে। রাখি পুলিশকে জানিয়েছেন, আশা ও লালটির কাছে ব্রাউন সুগার বিক্রি করতে এসেছিলেন। এরপরই আশাকে পুলিশ তেলট্যাঙ্কি বস্তি এলাকার তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। খবর জানাজানি হতেই লালটি বাড়ি তালা মেরে পালিয়ে যান। লালটির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

নাম বাতিলের ব্যাখ্যা দাবি ইশার

মালদা, ২২ অগাস্ট : বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে ভোটার তালিকা থেকে নতুন করে বাদ দেওয়া হয়েছে প্রায় ১১ লক্ষ ভোটারের নাম! এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করে শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করলেন দক্ষিণ মালদার সাংসদ জেলা কংগ্রেস সভাপতি ইশা খান চৌধুরী। কংগ্রেস নেতা মোত্তাকিন আলম ও ভূপেন্দ্রনাথ হালদারকে নিয়ে মালদা প্রেস কর্নারে সাংবাদিক বৈঠক করেন ইশা খান। তিনি বলেন, 'আরটিআই করে জানতে পেরেছি- বিধানসভা ভোটের সময় রাজ্যে অবৈধ ভোটারের সংখ্যা ছিল ২৭ লক্ষ ২৮ হাজার ৫০০। নির্বাচনের পর অযোগ্য ভোটারদের নাম তোলার জন্য ট্রাইবিউনাল খোলা হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ট্রাইবিউনালে আবেদনকারীর সংখ্যা দেখাচ্ছে ৩৮ লক্ষ ১০ হাজার ৬২০। অর্থাৎ যাঁরা ছাব্বিশের নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন তাঁদের মধ্য থেকেও ১০ লক্ষ ৮২ হাজার ১২০ জনকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ট্রাইবিউনালে আবেদনকারীর এই বাড়তি সংখ্যার ব্যাখ্যা চাইছি আমরা। এনিয়ে আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছি।'

আজ টিভিতে

ব্লাস্ট জোন (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ **স্টার গোল্ড**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ টোটাল দাদাগিরি, দুপুর ১.০০ সাথী, বিকেল ৪.৩০ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৩০ বারুদ, রাত ১০.৩০ চ্যালেঞ্জ

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.০০ আমার মায়ের শপথ, দুপুর ১২.৩০ দেবী, বিকেল ৪.১৫ জিও পাগলা, সন্ধে ৭.৩০ কিশমিশ, রাত ১০.৩০ অলৌকিক-টু

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বান্ধবী, দুপুর ১২.০০ কমলার বনবাস, ২.০০ বাবা তারকনাথ, বিকেল ৫.০০ রক্ত নদীর ধারা, রাত ৮.০০ স্বপ্ন, ১০.৩০ টনিক

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ একটু ছোঁয়া, সন্ধে ৭.৩০ অন্যায় অত্যাচার

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্ধু

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ এক টুকরো তারা

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৫০ দাগ : দ্য ফায়ার, দুপুর ২.৩৮ দিল, সন্ধে ৬.৫০ ঘরওয়ালি বাহারওয়ালি, রাত ৯.৩১ ফরিস্তে

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.২২ হাতকড়ি, দুপুর ১.০২ আঁখে, বিকেল ৪.২০ দিল হ্যায় কে মানতা নেহি, সন্ধে ৭.৫০ জীবন এক সংঘর্ষ, রাত ১০.৫৭ সাজন চলে সসুরাল

নারী ডট কম-এর আজকের পর্বে থাকবেন আবৃত্তি ও নাট্য অভিনেত্রী বিজয়লক্ষ্মী বর্মন। সন্ধে ৬.০২ **ডিডি বাংলা**

ঘরওয়ালি বাহারওয়ালি সন্ধে ৬.৫০ **কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড**

বিগ বিস্টস- লাস্ট অফ দ্য জায়েন্টস দুপুর ২.৪২ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

আভা আইডি, বিমা কার্ড বাধ্যতামূলক করায় জোর

তছরুপে লাগামের উদ্যোগ

রণজিৎ ঘোষ

- শনিবার চারটি মেডিকেলের অধ্যক্ষ ও সুপারকে নিয়ে বৈঠক করেছেন সচিব
- এই বৈঠকে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা স্বাস্থ্য ভবন থেকে ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দেন
- মেডিকেলে আর্থিক তছরুপ রুখতে বেসরকারি উদ্যোগের সঙ্গে চলা (পিপিপি) সমস্ত পরিষেবা পেতে ই-প্রেসক্রিপশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে
- ই-প্রেসক্রিপশন সহ সমস্ত নথি জমা না দিলে রোগীর বিল মেটানো হবে না বলেও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যাকাউন্ট (আভা) বাধ্যতামূলক। কিছু বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও রোগীকেই আভা কার্ড ছাড়া ভর্তি করা যাবে না। পাশাপাশি স্বাস্থ্যসাথী হোক বা আয়ুষ্মান ভারত— ভর্তি থেকে চিকিৎসা নিলে এই কার্ডও দেখাতে হবে। শনিবার উত্তরবঙ্গের চারটি মেডিকেল কলেজকে নিয়ে বৈঠকে রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম এই অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এদিকে, মেডিকেলে আর্থিক তছরুপ রুখতে বেসরকারি উদ্যোগের সঙ্গে চলা (পিপিপি) সমস্ত পরিষেবা পেতে ই-প্রেসক্রিপশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ই-প্রেসক্রিপশন সহ সমস্ত নথি জমা না দিলে রোগীর বিল মেটানো হবে না বলেও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যসচিব অবশ্য এদিনের বৈঠক প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে চাননি।

উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল উন্নত করতে তিনদিন ধরে শিলিগুড়িতে থেকে বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন ও বৈঠক করছেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। শনিবার তিনি কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও সুপারকে নিয়ে বৈঠক করেছেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের অফিসের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা স্বাস্থ্য ভবন থেকে ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দেন।

এই বৈঠকের শুরুতেই মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছে জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হালচাল নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন স্বাস্থ্যসচিব। জেলার হাসপাতালগুলিতে বহির্বিভাগ এবং অন্তর্বিভাগে কেমন রোগী হচ্ছে, রোগীদের আভা আইডি তৈরির কাজ কতটা এগিয়েছে, জেলায় প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুর হার সহ অন্য বিষয় ধরে ধরে তিনি খোঁজ নিয়েছেন। সব জায়গার সমস্যাগুলিও শুনে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। এর পরেই স্বাস্থ্যসচিব মেডিকেলের সমস্যাগুলি নিয়ে কথা বলেন। সেখানে তিনি প্রথমেই স্পষ্ট করে দেন যে, আভা আইডি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বহির্বিভাগ হোক বা অন্তর্বিভাগ— সর্বত্রই চিকিৎসা করাতে এলে আভা কার্ড বা আভা নম্বর বাধ্যতামূলক।

রাজ্যের বেশিরভাগ হাসপাতাল ও মেডিকেলে এমআরআই, এক্স-রে, ল্যাবরেটরির মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলি পিপিপি মোডে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় বারবার অস্বচ্ছতার অভিযোগ উঠেছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেও পিপিপি মোডের বিল নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। কেননা সঠিক নিয়মে বিল জমা না দিয়েও নিয়মিত বরাদ্দ পেয়ে যাচ্ছে সংস্থা। এই দুর্নীতিতে হাসপাতালের একাংশের জড়িত থাকার অভিযোগও উঠেছে। এ নিয়ে এদিন স্বাস্থ্যসচিব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, পিপিপি মোডে চলা এক্স-রে, এমআরআই বা অন্য যে কোনও ক্ষেত্রে রোগীর ই-প্রেসক্রিপশন জমা দিতে হবে। তারপরেই বিল মেটানো হবে।

জেলাগুলির তরফে দাবি করা হয়েছে, আভা কার্ড তৈরি করতে গিয়ে ওয়ান-টাইম পাসওয়ার্ড (ওটিপি) পেতে সমস্যা হচ্ছে। সব মোবাইলে সবসময় ওটিপি আসছে না। আবার রোগী পরিচয়পত্র নিয়ে এলেও হয়তো তাঁর কাছে আধার নম্বরের সঙ্গে লিংক করা মোবাইল নম্বর থাকছে না। এই সমস্যা মেটাতে স্বাস্থ্যসচিব দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বস্ত করেছেন। সূত্রের খবর, ওটিপি ব্যবস্থা তুলে দেওয়া নিয়ে তিনি দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। এদিনের বৈঠকে হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যসাথী বা আয়ুষ্মান ভারত কার্ড থাকার ওপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকরা দাবি করেছেন, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকলেও অনেকে সরকারি হাসপাতালে দেখাতে চান না। তাঁরা ভাবেন, পাঁচ লক্ষ টাকার বিমা শেষ হয়ে গেলে পরবর্তীতে বেসরকারি হাসপাতালে আর বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়া যাবে না। এমন ক্ষেত্রে রোগীদের পরবর্তীতে চিকিৎসার প্রয়োজন হলে রাজ্য ব্যবস্থা করবে বলে স্বাস্থ্যসচিব বৈঠকে জানিয়েছেন।

> আভা আইডি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বহির্বিভাগ হোক বা অন্তর্বিভাগ— সর্বত্রই চিকিৎসা করাতে এলে আভা কার্ড বা আভা নম্বর বাধ্যতামূলক।
>
> **নারায়ণস্বরূপ নিগম**
> স্বাস্থ্যসচিব

চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে বাংলাদেশি আটক

চ্যাংরাবান্ধা, ২২ অগাস্ট : চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট সংলগ্ন দক্ষিণপাড়া থেকে এক বাংলাদেশি মহিলাকে আটক করা হয় শনিবার সন্ধ্যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, চেকপোস্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে ওই মহিলাকে দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দারা টোটো থেকে নেমে ইতস্তত্তভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখেন। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তিনি নিজেকে বাংলাদেশি হিসেবে পরিচয় দেন এবং বাংলাদেশে ফিরে যেতে চান বলে জানান। ইতিমধ্যে সেখানে উপস্থিত হন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য অপর্ণা সেন সরকার। খবর পেয়ে আসে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশও। মহিলাকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

ধৃত মহিলা জানিয়েছেন, তাঁর নাম পিয়া খাতুন। বাংলাদেশের রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার দশগাঁও গ্রামে বাড়ি। চার বছর আগে দালালচক্রের হাত ধরে তিনি ভারতে এসেছিলেন। জাকির মিয়াঁ নামে এক ব্যক্তি গিতালদহ সীমান্ত দিয়ে তাঁকে এদেশে নিয়ে আসে। এরপর বহু জায়গায় কাজ জোটে। তবে তিনি যে করেই হোক বাংলাদেশের বাড়িতে ফিরতে চেয়েছিলেন।

এদিন তিনি কোনওরকমে এক টোটোচালককে ধরে সীমান্তে আসেন। কোনওক্রমে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টায় ছিলেন ওই মহিলা। কিন্তু স্থানীয়দের নজরে পড়ে যাওয়ায় তিনি ধরা পড়ে যান। বর্তমানে তিনি পুলিশ হেপাজতে রয়েছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

যাত্রী সুরক্ষা দেখলেন ডিআরএম

আলিপুরদুয়ার, ২২ অগাস্ট : আলিপুরদুয়ার জংশনে দ্বিতীয় পিটলাইনের কাজ ও সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেসের যাত্রী সুরক্ষা খতিয়ে দেখলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ডিআরএম দেবেন্দ্রকুমার সিং। শনিবার অন্য আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে এদিন তিনি জংশনের ক্যারেজ এলাকা ও পিটলাইনের কাজ পরিদর্শন করেন। সম্প্রতি জংশনের ক্যারেজ ঘর সংলগ্ন আবর্জনা থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পাশাপাশি মহানন্দা এক্সপ্রেসের কামরা পরিষ্কার না রাখা নিয়েও যাত্রীদের ক্ষোভ ছিল। একের পর এক অভিযোগের মুখে পড়ে রেলকর্তাদের এই আকস্মিক পরিদর্শনকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DATE CORRIGENDUM
2nd Corrigendum Notice regarding Extension of Dates vide Ie-NIT No. eT/02/SE/NKWSMD/2026-2027 (SL. NO. 02, 03, 05) and ID: 2026_PHED_1034989_2, 2026_PHED_1034989_3, 2026_PHED_1034989_5 for Works related to Security Personnel, Maintenance of Water Supply, and Equipment Maintenance Services under Neorakhola W/S & Mtc Division, PHE Dte. Kalimpong. Details will be available in the website wbtenders.gov.in. The Last date for submission of tender is 31.08.2026 upto 02.00 P.M. ICA-T16025(4)/2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬১৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬২৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৪৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪৭৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪৭৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
No. 05 of AE-II/MLMD of 2026-27, Malda Mechanical Division, PHE Dte. Tender Id: 2026_PHED_5019300_1 Assistant Engineer-II, MLMD invites e-Tender in WBF 2911 for Replacement of voltage stabilizer & allied works at ph I of Uttar Kumedpur W/S Scheme in the District of Malda under Malda Mechanical Division, PHE Dte. Last date of Submission 08.09.2026 upto 4:30 PM. For details visit at: www.wbtenders.gov.in. Sd/- Assistant Engineer-II, Malda Mechanical Division, PHE Dte. ICA-T16023(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-41/2026-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5019621_1) EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work: (1) SITC of On-line UPS system at Hybrid CCU in the District Hospital, Alipurduar on urgent basis. Bid Submission Start Date : 27.08.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date : 07.09.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 09.09.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in. Sd/- S. Thakur Executive Engineer, P.W.D Cooch Behar Electrical Division. ICA-T16043(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-40/2026-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5019602_1) EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work: (1)Annual Maintenance Contract of different electrical equipments and operation of DG sets at Tufanganj SD Hospital at Tufanganj, Cooch Behar (round the clock) under the district of Cooch Behar. Bid Submission Start Date : 27.08.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date : 09.09.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 11.09.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in. Sd/- S. Thakur. Executive Engineer, P.W.D Cooch Behar Electrical Division. ICA-T16045(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
DATE CORRIGENDUM
Tender Ref No.: WBPWD/EE/CED/eNIT-27/2026-27, (Tender ID: 2026_WBPWD_5017664_1). WBPWD/EE/CED/eNIT-30/2026-27, (Tender ID: 2026_WBPWD_5018027_1) WBPWD/EE/CED/eNIT-31/2026-27. (2026_WBPWD_5018069_1). Hereby, this is notify that the last date of receipt of the bids are extended upto 01.09.2026 upto 12:00 pm. for the following works: Name of Work: 1. SITC of Air conditioning system at Ejlash and Judges Chamber at Mathabhanga Sub Divisional Court Cooch Behar. 2. Annual maintenance contract of Diesel Generator sets installed at within the hospital premises under MJN MCH, Cooch Behar. 3. Urgent Air conditioning copper pipe work at Nursing Training School Building at Alipurduar District Hospital campus in the district of Alipurduar. Bid Submission end:01.09.2026 up to 12:00 PM. Bid opening Date:03.09.2026 after 1:00 PM Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Thakur Executive Engineer, P.W.D Cooch Behar Electrical Division. ICA-T16044(1)/2026

BSF SR. SEC. RESIDENTIAL SCHOOL, KADAMTALA, SILIGURI
(Affiliated to CBSE New Delhi)
INTERVIEW
An Interview for the post of TGT Mathematics, TGT English & Lower Division Clerk purely on contractual basis will be held on **1st September 2026** at 08.30 onwards.
Details of required Qualification, Age limit and salary may be seen in the school website.
The interested eligible candidate should submit their application to the school office latest by **29/08/2026** through post or in person. Candidate must apply only in a **prescribed Application Form** alongwith self attested photo copies of all testimonials and original of the same must be produced during interview. Prescribed Application Form may be downloaded from school website www.bsfschoolkadamtala.in No separate call letter will be issued to the candidate. No TA/DA shall be admissible for attending the interview.
Phone No.0353-2580820 Principal

CINEMA সিনেমা
Now Showing at
রবীন্দ্রমঞ্চ
শক্তিগড় ৩ নং লেন (শিলিগুড়ি)
AWARAPAN-2
(2nd Week)
Show Time : 12.30; 3.15; 6.30 pm
AC. Audi. with Dolby Sound

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার আকর্ষণীয় সহজ পদ্ধতি। সঠিক উচ্চারণচর্চায় নিশ্চিত শিক্ষার গ্যারান্টি। ফোন : 9733565180. সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। (C/122991)

শিক্ষা-দীক্ষা

■ প: ব: সরকার স্বীকৃত ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজার/ওয়্যারম্যান লাইসেন্স এর জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন : Exam Centre : Siliguri (Uttar Kanya), Alipurduar-YVTC, M : 8167258938. (C/123309)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/122993)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেজ (জলপাইগুড়ি)

■ কেদার বদ্রি (২ ধাম) : 01/10, কেরালা 28/10, 18/12, রাজস্থান 17/10, 19/12* অরুণাচল-কাজিরাঙা : 17/10, 13/11, গুজরাট 21/12*, দক্ষিণ ভারত : 24/01/2027, মধ্যপ্রদেশ : 14/02/2027, থাইল্যান্ড 29/10, ভিয়েতনাম 17/11, M : 9733373530 (জলপাইগুড়ি). (C/123124)

ভাড়া

■ N.J.P. রোডে প্রায় ১০০০ SF. দোকান ঘর, দোকান, অফিস, হোটেল গোডাউনের জন্য ভাড়া দিব। M : 9474962177. (C/123447)

■ দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তিতে বাড়ি ভাড়া চাই। বে-সরকারী সংস্থার প্রয়োজনে। দার্জিলিং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলায়। ফোন : 9002815555. (C/122987)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি বিধান রোডে মেইন পজিশনে ATM/গোডাউন ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ :-98320-64349. (C/122991)

■ শিলিগুড়ির পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লিতে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের কাছে 243 sq.ft. দোকানঘর ও 1000 sq.ft (3 BHK, 1st ফ্লোর) ঘর ভাড়া দিতে চাই। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M : 9916351020. (C/122995)

চিকিৎসা
UNICLINIC

■ Prof. (DR) সৈকত দত্ত MD, MRCP (U.K) FICP. FRCP এখন রোজ রোগী দেখছেন। M : 9054009651. (C/122988)

সভা/সমিতি

■ আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৬ সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় ক্লাবের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। ক্লাবের সকল সদস্যদের উপস্থিতি কাম্য। - "সম্পাদক", বিবেকানন্দ ক্লাব, শিলিগুড়ি। (P/R)

সভা/সমিতি

■ আনন্দময়ী কালীবাড়ি সমিতি, শিলিগুড়ির সকল সদস্য ও সদস্যাকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ২৯ শে অগাস্ট. ২০২৬ শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভায় আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। ভাস্কর বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক। (C/122988)

ক্রয়

■ জলপাইগুড়ি/আলিপুরদুয়ারের গ্রামে PMGSY ধারে, 8/10 কাঠা জমি/জমি সহ বাড়ি কিনবো। দালাল নয়। 9477183811. (K)

জমি ক্রয়

■ মূর্তি লাটাগুড়ি ময়নাগুড়ি অঞ্চলে রাস্তার পাশে ১ বিঘা জমি চাই। বর্গা, দালাল নয়। 9734618922. (K)

কর্মপ্রার্থী

■ শিলিগুড়িতে ছোট পরিবারের জন্য রাঁধুনির কাজ করতে চাই। M : 98324-85234. (C/123439)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ড 'অহনা গোল্ড ঘি' খান। কোয়ালিটি ও গুণমানে সেরা। খেয়ে ভালো না লাগলে ১০০% মূল্য ফেরত! যোগাযোগ : আলিপুরদুয়ার-(9749827856) শিলিগুড়ি (7364855525). (A/K)

■ SIP, SWP, Portfolio Review Dipankar Saha- CFA (ICFAI), 9987814395, AMFI Reg No : 272157. (C/123224)

■ DTR Transformer Repair Unit all Machine & Paper Capital Investor Interested. M : 9242509131. (C/122993)

বিক্রয়

■ House for sale Rabindranagar Siliguri. No Broker. 9475781447. (C/123469)

■ শিলিগুড়ি ক্ষুদিরামপল্লীতে দোকান বিক্রয় হবে। M : 6294353388। দালাল নিষ্প্রয়োজন। (C/122988)

■ সুভাষপল্লী নেতাজি গার্লস স্কুলের কাছে 980 sft ফ্ল্যাট 1st Floor বিক্রয়, দালাল নিষ্প্রয়োজন। সরাসরি যোগাযোগ -6290398294. (C/123293)

■ 2 BHK flat, 640 sqft, 2nd floor, having Lift, Owner Shifting, airy room, near N.B.M.College, Price 19 Lakhs. M : 9432136270. (C/123450)

■ শিলিগুড়ি, মধ্যশান্তিনগর পৌনে ২ কাঠা খতিয়ান জমিসহ বাড়ি বিক্রয় হইবে। মূল্য 36 লাখ। M : 8389886605. (C/123451)

■ 282 sq.ft. shop for sale at Khudirampally, Wholesale Market, Siliguri. M : 8116233070. (C/122985)

■ Garrage sale 850 sqft, (52 lacs), Sarat Bose J.C. Bose Rd Junction, & 3/2 BHK Flat sale Arobinda Pally,Siliguri, 9830506995. (C/123466)

বিক্রয়

■ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি মেইন রোডের উপর গোমোস্তপাড়ায় ৮ কাঠা জমির উপর তিনতলা বাড়ি (চারতলা ফাউন্ডেশন/ ৯৬' ফ্রন্ট) বিক্রয় হইবে। M : 9800893510. (C/123113)

■ Furnished 2000 sqft. doctors clinic is for sale. Burdwan Road, beside Howrah Petrol Pump. Call 9800887862.

■ বাগডোগরা, বিহারমোড়ে/সুকান্ত সুপার মার্কেটে দোতলা এবং তিনতলা, প্রতি তলায় দুটি করে মোট চারটি দোকান বিক্রয় হবে, প্রতিটি দোকান 10/10 sq.ft. M : 8638037443,9902547711. (C/123461)

■ শিলিগুড়ির নেতাজিপল্লীতে 3 কাঠা জমি সহ দোতলা বাড়ি বিক্রয় হবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M : 9476156608. (C/122987)

■ Flat for sale, Dabgram area 2 BHK flat 3400/sqft. M : 97333-11128. (C/123471)

■ 4 katha land on main road at Himachal Vihar for sale, Matigara, M : 9434691507. (C/122991)

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায়, তরাই স্কুলের নিকট ৩ তলায় ২ বি.এইচ.কে রিসেল ফ্ল্যাট বিক্রয় ২০ লক্ষ টাকায়। আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। 9434460056. (M). (C/123462)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে রেস্তোরাঁর জন্য North Indian Cook লাগবে। M - 7076059709. (C/123439)

■ কলকাতা ও আশপাশে সর্বক্ষণ থাকা খাওয়া দিয়ে ঘরোয়া ও রান্নার কাজে, বাচ্চা ও রোগী দেখাশোনার কাজে প্রচুর মহিলা চাই। বেতন - (15000 - 16000). M - 9073163555. (K)

■ জুয়েলারি শোরুমে স্মার্ট অভিজ্ঞ সেলস ম্যান - সেলস গার্ল ও পিওনের কাজে পুরুষ কর্মী চাই। (M):- 7098396716, শিলিগুড়ি। (C/122992)

কর্মখালি

■ Mother Teachers (Pre Primary) required in an ICSE School in Tufanganj (Dist Coochbehar). Fluency in English is a must. Mail your CV with a Photograph to sisterniveditaconventschooltfg@gmail.com Remuneration based on last drawn salary or experience. (K)

■ শিলিগুড়িতে বাড়িতে রান্না ও রান্নাঘরের কাজের জন্য মহিলা প্রয়োজন। কাজের সময় সকাল 8.30 টা থেকে সন্ধ্যা 6.30 টা। বেতন 10000 টাকা + খাওয়া। যোগাযোগ +918250412996. (C/122989)

■ One of the Leading Business House located in Siliguri is looking for an Accountant (well - versed with Tally & Basic Computer knowledge), Salary is 15k. Please submit your Resume by Email:- biswajitsales@gmail.com (C/122988)

■ একজন মহিলা কর্মী চাই (বয়স ৪০ মধ্যে) থাকা খাওয়া দিয়ে প্রতিদিন ২০০+ টাকা। থাকা বাধ্যতামূলক। শিলিগুড়ি ৯৪৭৪৪৯৮৬৫৫. (C/122989)

■ Das & Son, শিলিগুড়ি Car Accessories দোকানের জন্য মার্কেটিং জানা কাজের ছেলে চাই। 9641040666. (C/122989)

Wanted

■ 1. Sales Executive for D.G Set: Candidate should be from Sales background. Electrical Capital Goods / D.G Set Industries. Candidate should have good communication & Negotiation skills. Having two wheelers is must. North Bengal & Sikkim Area. 2. Sales Executive: Horticulture / Agriculture Products. Tea Machinery Machines Marketing for North Bengal & Sikkim Area. Send your resume at resumeforjobhsa@gmail.com (C/122988)

কর্মখালি

■ কাজের জন্য পিছুটানহীন মাঝ বয়সী লোক চাই। থাকার ব্যবস্থা আছে। (M):- 9832329178, শিলিগুড়ি। (C/122992)

■ শিলিগুড়িতে টাটা-S গাড়ী চালানোর জন্য অভিজ্ঞ Driver চাই। (M) 9739961416. (C/122994)

■ আলিপুরদুয়ারে Hotel-এ Room Service-এর জন্য Waiter চাই। M:- 9733078227/6291712527. (C/123310)

■ Vacancy : Medical Representative - Siliguri, Maynaguri/M.P/H.S. Medical Shop experience preferred. 7501560656. (C/113887)

REQUIRED
GASSIN PIERRE PVT. LTD. IS LOOKING FOR EXPERIENCED MARKETING PERSONNEL IN AGROCHEMICALS IN NORTH BENGAL REGION.
APPLY: gassin.cv@gmail.com
WhatsApp CV: 89617 53840.

MOHINI DEVI MEMORIAL SCHOOL
Araria (Bihar)
Estd. 2001
Nur to X+2 (CBSE)
JOB OPENINGS
1. PGT & TGT [English, S.ST]
2. PGT [Biology]
3. MCA [Computer]
4. TGT [Music]
5. Hostel Warden [Preferred Defence Background]
6. Electrician
Salary : Competitive, Negotiable, Accomodation & Mess Included.
Cont. Us: 6299015918, 7980941298, 8789043261
mdmsararia117@gmail.com

কর্মখালি

■ Petrol Pump nozelmen & supervisor required. Minimum 1 year of experience. Please Call : 9832058373. (C/122991)

■ Required Computer Assistant with knowledge of MS Excel and Tally in Siliguri (Male). Salary - 9000/- to 11000/- Contact : 9002898837. (C/122991)

■ শিলিগুড়িতে বাড়ির কাজের পুরুষ Care Taker চাই। M - 9434059042/9434064212. (C/123467)

■ জলপাইগুড়ি শহরে ঔষধের দোকানে একজন ফার্মাসিস্ট চাই। যোগাযোগ ন:- 9932544294/9933157936. (C/123319)

কর্মখালি

■ Telecaller, Online Computer Operator, Marketing and delivery Boy with bike for Siliguri educational institute. Contact :- 9144433326. (C/122993)

WANTED
HSB Agro Industries Limited Urgently Needs Accountant (B.Com Hons Preferable)for it's unit at Rajganj, Jalpaiguri. Candidate Should have Minimum 3yrs of Experience in GST, TDS, PF, ESI, P.TAX, E-Invoice & E-waybill and Well Known of TALLY Prime. Interested Candidates may send resume to: plantrajganj@hsbagro.in Salary will be not constraint for right candidate.

BRAHMACHARI AUTO
(DEALER - BAJAJ AUTO LTD)
1. GENERAL MANAGER/Branch Managers/Sales DSE- SALES: Alipurduar/Jaigaon/Birpara/CoochBehar/Mathabhanga/Siliguri/Jalpaiguri/Malbazar/Dhupguri. **Experience:** Minimum 5-10 years in Commercial Passenger Vehicles, preferably 3W. **Key Requirement :** Proven leadership, dealer/channel management, sales growth & team-building capabilities.
2. GENERAL MANAGER – WORKSHOP. **Experience:** Minimum 10 years in 2-Wheeler & 3-Wheeler Workshop Operations Key Requirement: Strong technical knowledge, workshop management, service operations, team leadership & customer satisfaction. **Only experienced and meeting mentioned criteria apply**
Location: Cooch Behar, West Bengal
Send or WhatsApp your CV / Resume to: arindam.me05@gmail.com
Contact: +91 90460 05969 / 9046199025

CAREER OPPORTUNITIES
EIILM-KOLKATA, JALPAIGURI CAMPUS
We are looking for talented, energetic and committed professionals to join our team.
1. **Admission Support Executive :** Graduate (minimum), Good communication skills, Male/Female candidates can apply.
2. **Admission Manager :** Minimum 2–3 years of relevant experience, Strong communication and team-management skills, Graduate (minimum), Male/Female candidates can apply.
3. **In-House Liaison Officer :** Graduate (Minimum), Relevant experience preferred, Good interpersonal and coordination skills.
4. **Faculty Members :** Minimum Qualification: Master's Degree with at least 55% marks. **Male/Female** candidates can apply. v) **Ph.D.** preferred.
Areas: i) **MBA** – Marketing, Finance, HR. ii) **MCA / M.Sc** (Computer Science) / **M.Tech.** (Computer Science & Engineering or equivalent). iii) **Travel & Tourism.**
5. **Placement Executive :** Master's Degree with minimum 55% marks, Good communication, networking and coordination skills, Relevant experience preferred.
6. **Loan Officer :** Candidates with relevant experience and good communication skills preferred.
Salary: No Bar for the Right Candidate!
Send your CV to: bhaskareiilmjpg@gmail.com

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

গ্রেপ্তার মালিক

অবশেষে পুলিশের জালে নিউ মার্কেটের সেই হোটেলের মালিক বীরেশ্বর মিত্র। কলকাতা থেকে ধানবাদ পালিয়ে গিয়ে সেখানে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন তিনি। শনিবার সেখান থেকে বেহালার বাড়িতে ফিরে আসার পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

মন্ত্রীর নির্দেশ

শ্রীরামপুর ওয়ালশ সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার। রোগীদের অভিযোগ, ভোর থেকে লাইনে দাঁড়ালেও আউটডোর টিকিট কাউন্টার খোলে সকাল ৯টায়। সকাল ৭টায় কাউন্টার খোলার নির্দেশ মন্ত্রীর।

তল্লাশি অভিযান

ঝাড়গ্রামে খাদ্য দপ্তরের এক আধিকারিকের বাড়িতে অভিযান দুর্নীতি দমন শাখার। দপ্তরের ৭ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের ভিত্তিতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হলে বাঁকুড়ায় কর্মরত ঠাকুরদাস বাস্কে সেই নির্দেশ এড়িয়ে যান। তারপরেই তল্লাশি চলে।

পুলিশি হেপাজত

আরজি কর ও লটারি কাণ্ডের পর নতুন মামলায় ৭ দিনের পুলিশি হেপাজত হল প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের। শনিবার তোলাবাজির মামলায় তাঁকে ব্যারাকপুর আদালতে হাজির করানো হয়।

বাতিলদের নিয়ে প্রশ্ন

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়ার ধাক্কায় চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। জুন মাসের হিসেব অনুযায়ী, রাজ্যে এখনও প্রায় ৩৬.৬ লক্ষ মানুষের আবেদন ঝুলে রয়েছে ১৯টি ট্রাইবিউনালের কাছে। কিন্তু যাঁরা ইতিমধ্যেই ট্রাইবিউনালের রায়ে ভোটার তালিকা থেকে 'এক্সক্লুডেড' বা বাদ পড়েছেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী? এই প্রশ্নেই এখন ঘুম উড়েছে অসংখ্য বঙ্গবাসীর।

কলকাতার এক কাপড়ের দোকানের কর্মী, ৪০ বছরের শামসুল এবং তাঁর বিবাহবিচ্ছিন্না বোন, ৩৮ বছরের সাবিয়ার অবস্থা এখন তথৈবচ। বীরভূমের বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার ছিলেন তাঁরা। কিন্তু সংশোধনের জেরে গত বিধানসভা নির্বাচনে তাঁরা ভোট দিতে পারেননি। তাঁদের পরিবারের অন্যদের নাম তালিকায় থাকলেও, শামসুল ও সাবিয়ার নাম বাদ পড়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পর, শামসুলের আবেদন পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। কিন্তু সাবিয়ার আবেদন এখনও ঝুলেই রয়েছে।

হুগলির আরামবাগের বাসিন্দা, ৩১ বছর বয়সি মঞ্জুরা বেগমের

ভোটার তালিকা সংশোধনে ধোঁয়াশা

গল্পটাও একইরকম মর্মান্তিক। তিন সন্তানের মা মঞ্জুরার নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, অথচ তাঁর ভাই-বোনেদের নাম তালিকায় রয়েছে। হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেও এখনও শুনানির অপেক্ষায় তিনি। মঞ্জুরা আক্ষেপ করে বলেন, 'আমাদের নাম বাতিল করা হয়েছে। তিন সন্তান নিয়ে আমার কী হবে? র‍্যাশন কি বন্ধ হয়ে যাবে? ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা গ্যাস কানেকশনের কী হবে?' হুগলির শ্রীরামপুরের বাসিন্দা, ৪৮ বছর বয়সি জাভেদ খানের অবস্থাও একই। তাঁর পরিবারের সকলের নাম তালিকায় থাকলেও, শুধুমাত্র তাঁর নামই বাদ পড়েছে। কেন বাদ পড়ল, সেই বিষয়ে তাঁকে কিছু জানানোও হয়নি।

কলকাতার রাজাবাজার এলাকার বস্তিবাসী, ৩৫ বছরের রিকশাচালক শেখ ছোটু এবং তাঁর স্ত্রী, ৩১ বছরের গুড়িয়া বিবির নামও তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। একই অবস্থা উত্তর কলকাতার নিমতলার বস্তিবাসী, ৫০ বছর বয়সি ফুল বিক্রেতা আমিনা পাসোয়ানের। তাঁর ছেলের নাম তালিকায় উঠলেও, তাঁর নাম বাদ পড়েছে। বিধবা ভাতা ও র‍্যাশনের ওপর নির্ভরশীল আমিনা এখন চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন।

এইমসে বিমান, অসুস্থ মীরা

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : সুস্থ রয়েছেন বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা বিমান বসু। তাঁর পেসমেকার বসেছে। শনিবার সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম জানান, এইমসে রয়েছেন বিমান বসু। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, বিমানদা সুস্থ হয়ে উঠছেন। উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। আপাতত তাঁকে দেখতে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

অন্যদিকে, পেটে ব্যথা নিয়ে আলিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য। আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। এদিন তাঁকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সাজ ঠিকঠাক হয়েছে তো? শেষমুহূর্তে দেখে নিচ্ছেন শিল্পী। শনিবার কলকাতার কুমোরটুলিতে। -পিটিআই

যাদবপুর নিয়ে আক্রমণাত্মক শুভেন্দু

জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার হুংকার

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত। এই পরিস্থিতিতে শনিবার ভবানীপুরের 'অন্নপূর্ণা'র একটি অনুষ্ঠান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে 'জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা' করার হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দে মাতরম্ গাইতে দেওয়া হয় না, জাতীয় পতাকা ওড়ে না। শিক্ষা দপ্তরকে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয় না, সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতেও বাধা সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করবই। এ রাজ্যে থাকতে গেলে বন্দে মাতরম্ বলতেই হবে।' ঠিক এই ভাষাতেই বিরোধীদের আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিতর্কিত 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজ়াদি' স্লোগান প্রসঙ্গে তাঁর কড়া বার্তা, 'যাঁরা এই ধরনের স্লোগান তুলবেন, তাঁদের মুখ সেলাই করে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের।' শুভেন্দুর বার্তা, বন্দে মাতরম্, দেশপ্রেম, রাষ্ট্রবাদ ও সনাতন সংস্কৃতির প্রশ্নে তাঁর সরকার একচুলও সমঝোতা করবে না। বিরোধী শিবির বা সংবাদমাধ্যমের একাংশকে নিশানা করে তিনি জানান, 'যতই 'আহা-উহু' করা হোক বা মিডিয়া ট্রায়াল চালানো হোক, সরকার নিজের কড়া অবস্থান থেকে সরবে না।'

যাদবপুরে 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি' স্লোগান ওঠার অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাখিবন্ধনের দিনে ক্যাম্পাসে ১০ লক্ষ কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হবে। নিজের রাজনৈতিক লড়াইয়ের অতীত টেনে তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দেন, সিপিএমের ক্ষমতায় থাকার সময়েও তিনি কঠিন

লড়াইয়ে তমলুকে বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন। তাই ধমক-চমক বা সোশ্যাল মিডিয়ার অপপ্রচারে তাঁকে দমানো যাবে না।

এদিকে, যাদবপুর কাণ্ডে কিছুটা ভিন্ন সুরও ধরা পড়েছে শাসকদলের অন্দরে। দিলীপ ঘোষ যখন যাদবপুরে 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' বা পরিবর্তনের কথা বলছেন, অর্জুন সিং আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাখছেন, তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার অবশ্য খানিকটা সাবধানী মন্তব্য করে জানান, এ ধরনের ঘটনা যাদবপুরে নতুন নয় এবং ছাত্রদের এই বিষয়ে বড়দের হস্তক্ষেপ না করাই ভালো। যদিও একই সঙ্গে বামপন্থীদের নিশানা করতে ছাড়েননি তিনি।

পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালও বলেন, 'স্বাধীনতার সময় থেকে চলে আসা যাদবপুরের বিশেষ ঐতিহ্য ও এমব্লেম ভেঙে ফেলা কিংবা বাইরে থেকে ছেলে ঢুকিয়ে অশান্তি করাকে আমরা সমর্থন করি না। অপরাধী নিজের দলের লোক হলেও না।'

অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তও এমব্লেমের অবমাননা নিয়ে গভীর দুঃখপ্রকাশ করেন। অন্যদিকে, শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন এফআইআর করতে দেরি হওয়া নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দিকে প্রশ্ন তুলে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর এই 'জাতীয়তাবাদ' বার্তার জবাবে পালটা কুণাল ঘোষ বলেন, 'আমরাও ক্যাম্পাসে জাতীয়তাবাদ চাই, তবে তা বাইরে থেকে গুন্ডা পাঠিয়ে নয়। তার জন্য পুলিশ-প্রশাসন রয়েছে। নন্দলাল বসুর তৈরি এমব্লেমের ওপর দাঁড়িয়ে এই রাজনীতি করা যায় না।'

'বঞ্চিত হবেন না যোগ্যরা'

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতা না পাওয়া নিয়ে রাজ্যজুড়ে মহিলাদের একাংশের ক্ষোভ-বিক্ষোভের আবহে বিরোধীদের কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে আশ্বস্ত করলেন রাজ্যবাসীকে। শনিবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরের সুভাষ উদ্যানে এক কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা থেকে রাজ্যের কোনও 'যোগ্য' উপভোক্তা বঞ্চিত হবেন না। বিরোধীদের উসকানি ও আন্দোলনের কড়া সমালোচনা করে তিনি জানিয়েছেন, রাজনৈতিক চক্রান্ত করে বা 'ধমক-চমক' দিয়ে তাঁর সরকারের মাথানত করানো যাবে না।

অন্নপূর্ণা যোজনাকে রাজ্য সরকারের একটি অন্যতম সাফল্য হিসেবে তুলে ধরে তিনি জানান, জুন মাসে যেখানে এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২৮ লক্ষ, অগাস্টে মাসে তা একলাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ। তাঁর কথায়, 'যাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার প্রকৃত হকদার এবং যাঁরা এই সামান্য ভাতার ওপর সরাসরি নির্ভর করেন, তাঁদের কথা নিশ্চয়ই সরকার বিবেচনা করবে। অগাস্টে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মহিলাকে এই সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। যদি যাচাইয়ের পর দেখা যায় যে আরও ২০ থেকে ৩০ লক্ষ প্রকৃত দাবিদার রয়েছেন, তবে তাঁদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করবে সরকার।'

বিরোধী শিবিরকে নিশানা করে শুভেন্দু দাবি করেন, হেরে যাওয়া রাজনৈতিক দল ও বিরোধীরা উসকানি দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। বিরোধীদের বিক্ষোভকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '২০ জন মানুষকে রাস্তায় নামিয়ে রিল বানিয়ে কিংবা মিডিয়া ট্রায়াল চালিয়ে লাভ হবে না। শুভেন্দু অধিকারী ধমকে-চমকে মাথানত করার লোক নয়।'

মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস

নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মালতী রাভা রায় শনিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'আমার সঙ্গে এই ব্যাপারে উত্তরবঙ্গে থাকাকালীনই মুখ্যমন্ত্রীর বিস্তারিত কথা হয়েছে। তিনি সবটা খোঁজখবর নিয়েছেন।' প্রশাসনের তরফে খবর, সরকারি নিয়মনীতি মেনে প্রতিটি আবেদনপত্রের ভেরিফিকেশন চলছে। অযোগ্যদের হাতে সরকারি অর্থ তুলে না দেওয়ার বিষয়ে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে।

চলতি সামাজিক ক্ষোভ ও প্রশাসনিক সমন্বয়ের খতিয়ান নিতে নবান্নে বিশেষ পর্যালোচনার সিদ্ধান্তও নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ও উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে মন্ত্রী মালতী রাভা রায়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মঙ্গল বা বুধবার নবান্নে বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গজুড়ে পালিত হবে 'অন্নপূর্ণা দিবস'। এই দিনে অন্নপূর্ণার সুবিধাভোগীদের সম্মানিত করার পাশাপাশি কলকাতায় ১ লক্ষ উপভোক্তাকে নিয়ে একটি বিশাল জনসভার ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এনসিপিআইতে 'বহুজন'

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : জল্পনা বাড়িয়ে এনসিপিআইয়ের আগে যুক্ত হল 'বহুজন'। এই নতুন জল্পনা উসকে দিয়েছেন বিদ্রোহী শিবিরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেত্রী কাকলি ঘোষদস্তিদারের ছেলে বৈদ্যনাথ ঘোষদস্তিদার। সমাজমাধ্যমে এক পোস্টে সমাজের অনগ্রসর শ্রেণির মানুষজনকে দলে দলে 'বহুজন এনসিপিআই'-দলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। দলীয় সমস্ত পদে দলিত, অতি অনগ্রসর শ্রেণি, মহাদলিত, মতুয়া ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের জন্য ২৫ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বার্তায় বিদ্রোহী শিবিরের অন্দরে ভিন্ন সুর শোনা গেলেও আমল দেননি কাকলি। যাবতীয় জল্পনা উড়িয়ে কাকলির বলেন, 'ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অব ইন্ডিয়া সবাইকে নিয়ে চলবে। বিশেষ করে সমাজে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি, দলিত সম্প্রদায়, মহিলা ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলদের নিয়ে চলবে।'

কলেজের মাথায় মন্ত্রী-বিধায়করা

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : ক্ষমতায় এলে কলেজগুলিকে করা হবে রাজনীতি মুক্ত। এমনটাই দাবি ছিল বিজেপির। তবে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে ধরা পড়ল ভিন্ন ছবি। সম্প্রতি রাজ্যের ২৪৭টি কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতিদের মনোনীত করা হয়েছে। সেই তালিকায় স্থানীয় বিজেপি সাংসদ-বিধায়কদেরই গুরুত্ব দিয়েছে বিকাশ ভবন। দায়িত্ব পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দুই ভাইও। বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে করা হয়েছে বালুরঘাট কলেজ ও গঙ্গারামপুর কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি। প্রত্যেককেই একসঙ্গে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সাংসদদের মধ্যে রাজু বিস্টকে শিলিগুড়ি কলেজ অফ কমার্স, বিজনবাড়ি কলেজ, সাউথ ফিল্ড কলেজের, মনোজ টিগ্গাকে আলিপুরদুয়ারের শামুকতলা সিধু কানু কলেজ ও বিবেকানন্দ কলেজ এবং খগেন মুর্মুকে চাঁচল কলেজ এবং হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তালিকায় নাম রয়েছে তাবড় তাবড় মন্ত্রীর। এই প্রসঙ্গে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'স্থানীয় বিধায়ক এবং সাংসদরা পদাধিকারী বলেই কলেজের পরিচালন সমিতিতে স্থান পান। যাঁদের স্নাতকের ডিগ্রি রয়েছে তাঁদের সভাপতি করা হয়েছে।'

উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত ১০৭ বিধায়ক

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : একসঙ্গে রাজ্যের সব কলেজে পরিচালন কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করল না সরকার। ৪৩৩টি সরকার অনুমোদিত কলেজের মধ্যে মাত্র ২৪৭টিতে ওই নিয়োগ হল শনিবার। বাকিগুলিতে হল না কেন, তার কোনও ব্যাখ্যা সরকার দেয়নি। মূলত সাংসদ ও বিধায়কদের ওই পদে নিয়োগ করা হয়েছে। সব কলেজে পরিচালন কমিটির সভাপতি মনোনয়ন না করায় কিছু জল্পনা শুরু হয়েছে। প্রথমত, রাজ্যের ২৯২ জন বিধায়কের সবাই শাসকদল বিজেপির নন।

দ্বিতীয়ত, অন্তত স্নাতক ডিগ্রিধারীদেরই পরিচালন কমিটির সভাপতি করা হয়েছে। কিন্তু রাজ্যে স্নাতক বিধায়কের সংখ্যা মাত্র ৭৭। স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী আছেন ৬৬ জন। ১০৭ জন বিধায়ক স্নাতক দূরের কথা, কলেজে কখনও পড়াশোনা করেননি। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিধায়কদের মধ্যে একজন নিরক্ষরও আছেন। শুধু সই করতে পারেন, এমন বিধায়কের সংখ্যা ৫। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন ১৭ জন বিধায়ক। দশম ও দ্বাদশ পাশ বিধায়কের সংখ্যা যথাক্রমে ২৭ ও ৪৬ জন। তাঁদের কলেজ পরিচালনার শীর্ষে বসিয়ে দেওয়াকে সম্ভবত যুক্তিযুক্ত মনে করেনি রাজ্য সরকার। পেশাগত কোর্সে স্নাতক আছেন ৩৫ জন।

রাজ্যের ৪২ জন সাংসদের সবাই বিজেপির নন। ফলে সাংসদ দিয়ে সব কলেজে সভাপতির শূন্যপদ পূরণ করা যায়নি বলে মনে করা হচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্যদের ১৩ শতাংশ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ। সংখ্যার দিক থেকে তাঁরা ৫। অন্যদিকে, স্নাতক ও তার বেশি যোগ্যতা আছে- এমন মন্ত্রী আছেন ৩৩ জন। শতকরা হিসেবে ৮৩ শতাংশ।

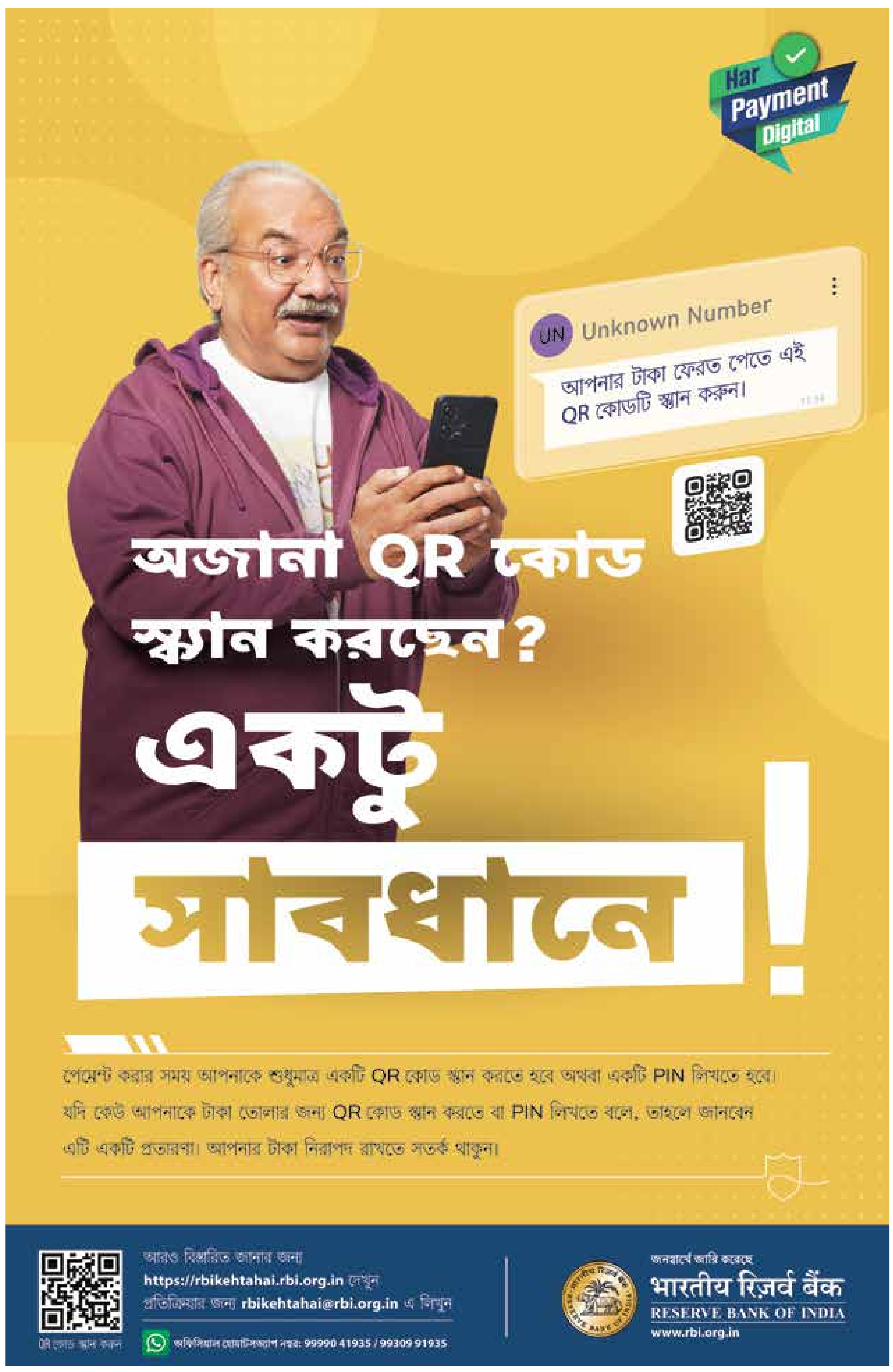

বিকশিত ভারতের স্বপ্ন এখন জাতীয় জীবনের বহুল উচ্চারিত আকাঙ্ক্ষা। রাস্তা, ডিজিটাল লেনদেন, পরিকাঠামো, প্রযুক্তি ও নানা সরকারি উদ্যোগে পরিবর্তনও এসেছে। কিন্তু সেই পরিবর্তনের সুফল কি সমানভাবে পৌঁছেছে? উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিক, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ছাত্রছাত্রীর জীবন এখনও জানায় অন্য কথা। অনিশ্চিত আয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ঘাটতি, ঋণের চাপ, বাজারের অস্থিরতা এবং অসম সুযোগের মধ্যে উন্নয়নের হিসাব এখনও পুরোপুরি মেলে না। তাই স্লোগানের বাইরে মানুষের জীবনে নিরাপত্তা, মর্যাদা, স্থায়ী আয় ও ভবিষ্যতের নিশ্চয়তাই হয়ে উঠুক বিকাশের আসল মাপকাঠি।

বিকাশ বনাম বঞ্চনা

স্বপ্ন আছে, বাস্তবায়নের সাহস কোথায়?

সঞ্জিত সাহা

প্রতিবার স্বাধীনতা দিবসের ভোরে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। পতাকা উড়তে দেখলে বুকের ভেতরে কিছু একটা নড়ে ওঠে। সেটা নস্টালজিয়া, না দেশপ্রেম, না আত্মমুগ্ধতা- ঠিক কী বলব জানি না। হয়তো একটা পুরোনো প্রতিশ্রুতির স্মৃতি। এই দেশটা যা হতে পারত, অনেক দিন আগেই যা হওয়ার কথা ছিল, তারই একটা ছায়া।

এবারও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনলাম। একজন নাগরিক হিসেবে শুনলাম। একজন অতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবেও শুনলাম। দুটো পরিচয় পাশাপাশি বসে শুনল। এবং দুটো পরিচয়ই একটু চুপ করে রইল। কারণ যা শুনতে চেয়েছিলাম, তার বিন্দুমাত্রও পেলাম না।

বিকশিত ভারত ২০৪৭। আত্মনির্ভর ভারত। মেক ইন ইন্ডিয়া। ভোকাল ফর লোকাল। এবং এবার নতুন শব্দ, সপ্তধারা। উৎপাদন, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, পরিকাঠামো ও গতি শক্তি, প্রতিরক্ষা, সবুজ ও নীল অর্থনীতি, সফট পাওয়ার- সব এক নামের ছাতায়।

কিন্তু বোতলের নকশা বদলালেই কি ভেতরের মদ বদলায়?

বারো বছর ধরে এই দেশ একই স্বপ্নের ভাষণ শুনছে। ভাষণে উচ্চতা আছে, আত্মবিশ্বাস আছে, সংখ্যা আছে, ভিশন আছে। অনেক কিছু হয়েছেও। রাস্তা হয়েছে, ডিজিটাল পেমেন্ট এগিয়েছে, নবায়নযোগ্য শক্তি বেড়েছে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের গলার আওয়াজ বড় হয়েছে। কিন্তু একটা কথা আছে না, দূর থেকে পাহাড় যত উঁচু দেখায়, কাছে গেলে তত উঁচু থাকে না? আন্তর্জাতিক মঞ্চে দৃশ্যমানতা আর দেশের অভ্যন্তরীণ রূপান্তর, এই দুটো এক জিনিস নয়। যেসব দেশ গড়ে উঠেছে স্কুল, হাসপাতাল, ব্যবসা ও পুরসভার জোরে, তাদের কাছ থেকে প্রযুক্তি আসে, চুক্তি আসে, সম্মেলনের ছবি আসে। জবাবদিহিতার সংস্কৃতি আসে না। সময়নিষ্ঠার অভ্যাস আসে না। পরিচ্ছন্নতার ছবি বদলায় না। প্রশাসনিক ব্যর্থতার পরিণতির ধারণা আসে না। সততা তো আসেই না। আমরা বাইরে থেকে চকচকে জিনিস আমদানি করি, কিন্তু ভেতরের শৃঙ্খলাটা বাইরে রেখে আসি।

আমাদের প্রধানমন্ত্রীর এবারের দুটো ঘোষণা সত্যিকার অর্থে নতুন। এক বছরে এক কোটি তরুণকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রশিক্ষণ এবং একটি প্রাণবন্ত নাগরিক সুরক্ষা নেটওয়ার্ক। আমি এই দুটো নিয়ে আশাবাদী হতে চাই। এক কোটি প্রশিক্ষণার্থী। শুনতে বিশাল। কিন্তু করতালি থামলে প্রশ্নগুলো আসতে শুরু করে। কে পড়াবেন? পাঠ্যক্রম কী? একজন প্রকৌশল স্নাতক আর একজন গ্রামের স্কুল পাশের ছেলে কি একই রিসাইকেলড অনলাইন মডিউল পাবে? ছয় মাস পরে কতজন সত্যিকারের কাজ পাবেন?

স্কিল ইন্ডিয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। ২০২৫ সালের সিএজি রিপোর্টে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ৪১ শতাংশের প্লেসমেন্ট নথিভুক্ত হয়েছে। দক্ষতা ছাড়া সার্টিফিকেট আর কাজ ছাড়া দক্ষতা, সংখ্যার সাজসজ্জা। এআই-এর নামে সেই পুরোনো খেলাটা আবার খেলা হলে, তরুণরা আবার কাগজে যোগ্য হবে, জীবনে বেকার থাকবে। আর প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলো সরকারি অর্থে পুষ্ট হবে। নাগরিক সুরক্ষা নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রেও মনে হয়, কাঠামো পাবে, নাকি ফোটোসেশনের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের একটা তালিকা হয়ে দাঁড়াবে? কমান্ড কাঠামো, সরঞ্জাম, স্থানীয় মহড়া, বার্ষিক নিরীক্ষা লাগবে। সংকল্প ছাড়া ঘোষণা শুধু শব্দ। বাকি ভাষণ পরিচিত। পরের দশকে ফর্চুন ৫০০-এ পঞ্চাশটি ভারতীয় কোম্পানির স্বপ্ন, সুন্দর, কিন্তু স্বপ্ন এখনও শিল্পনীতি নয়। পরমাণু শক্তি, ডিজিটাল জনগণনা, লাখপতি দিদিও চলছিল। নতুন নামে পরিবেশন হয়েছে মাত্র।

এখানে আমি থামি। কারণ এরপর যা বলব, সেটা আমার ব্যক্তিগত জায়গা থেকে বলছি।

একজন ক্ষুদ্র উৎপাদক হিসেবে আমি জানি, চড়া সুদে ঋণ নিয়ে কারখানা চালানো কেমন লাগে। জিএসটি, মজুরি, বিদ্যুৎ বিল, ট্যাক্স দেওয়ার পরেও সরকারি ক্রেতার কাছে নিজের ন্যায্য পাওনার জন্য মাসের পর মাস হাত পেতে থাকা কেমন লাগে। আইনে লেখা আছে, যোগ্য ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগের বকেয়া সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের মধ্যে মেটানোর বিধান রয়েছে। বাস্তবে সেটা অনেকের কাছে একটা সুন্দর বাক্য মাত্র। প্রধানমন্ত্রী বললেন, খরচ কমান, মান বাড়ান, মাপকাঠি বাড়ান, প্যাকেজিং ভালো করুন। পরামর্শ সৎ। কিন্তু মান বাড়াতে পুঁজি লাগে। মাপকাঠি বাড়াতে দেশের ভেতরে চাহিদা লাগে। খরচ কমাতে সুদক্ষ পরিবহণ, সাশ্রয়ী অর্থায়ন, অনুমানযোগ্য নীতি লাগে। দেশপ্রেমের স্লোগানে বিশ্বমানের পণ্য তৈরি হয় না, যখন উদ্যোক্তার চালান মাসের পর মাস অপেক্ষায় ধুলো খায়।

শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, কর্মসংস্থানে একই কথা। বিনামূল্যে কোচিং ভালো স্কুলের বিকল্প নয়। এআই সার্টিফিকেট উৎপাদনশীল চাকরির বিকল্প নয়। আয়ুষ্মান কার্ড একটি কার্যকর জেলা হাসপাতালের বিকল্প নয়, যেখানে চিকিৎসক, নার্স, ওষুধ, পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। কার্ডখানা পকেটে থাকে, কিন্তু হাসপাতালের দরজায় গিয়ে মানুষ যখন ফেরত আসেন, তখন কার্ডের আশ্বাস কতটুকু কাজে লাগে? একটা উন্নত দেশ প্রকল্পের সংখ্যা দিয়ে তৈরি হয় না। তৈরি হয় যখন শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাসে যান। হাসপাতাল মানুষকে সুস্থ করে। পুরসভার নর্দমা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার থাকে। চুক্তি রক্ষা পায়। সরকারি কর্মকর্তা জবাবদিহি করেন, স্বাভাবিকভাবেই। কারণ সেটাই নিয়ম। ভারতে সেই নিয়মটা এখনও ব্যতিক্রম।

কিন্তু এখানে থামলে গল্পটা অসম্পূর্ণ থাকে।

হতাশ হওয়া আর হাল ছেড়ে দেওয়া এক নয়। আমি ভাঙতে রাজি নই। কারণ এই দেশ সত্যিকার অর্থেই অসাধারণ কিছু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বিশাল জনশক্তি, অদম্য উদ্যোক্তা মনোভাব, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, বৈজ্ঞানিক মেধা। সুযোগ পেলে এই দেশের মানুষ কী করতে পারেন, তার অসংখ্য নজির আছে। আমাদের দাবিটা বিরোধিতা থেকে আসে না। আসে ভালোবাসা থেকে। যে ভালোবাসা চুপ করে থাকে না। বিকশিত ভারত আমাদের স্বপ্ন, ছিল, আছে, থাকবে। কিন্তু এই স্বপ্নকে এখন ভাষণের গায়ে লাগিয়ে রাখলে চলবে না। দরকার সময়সীমা, প্রকাশ্য, যাচাইযোগ্য। দরকার বাজেট, স্বচ্ছ, নিরীক্ষিত। দরকার ফলাফল, সংখ্যায় নয়, দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনে। ভারতের পরের অধ্যায় পুরোনো প্রতিশ্রুতির নতুন নামে লেখা হবে না। লেখা হবে বাস্তবায়নে। অথবা লেখা হবেই না।

স্বপ্নটা এখনও বেঁচে আছে। লালকেল্লার সামনে প্রতিটা ভোরে সেটা টের পাই। ভারতের এখন নতুন বোতল নয়। দরকার, মদ ভালো করার সাহস। আর সেই সাহস কোনও ভাষণ থেকে আসে না, আসে আয়নার সামনে দাঁড়ানোর সততা থেকে।

(লেখক শিল্পপতি, শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে বিকশিত ভারতের যে বড় স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে বাস্তব ভারতের কিছু কঠিন প্রশ্নও রয়ে যায়। এক কোটি তরুণকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রশিক্ষণ, নাগরিক সুরক্ষা নেটওয়ার্ক, সপ্তধারা, পঞ্চাশটি ভারতীয় সংস্থাকে ফর্চুন ৫০০-এ পৌঁছানোর লক্ষ্য নিঃসন্দেহে উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু প্রশিক্ষণের পরে কাজ, ক্ষুদ্র উদ্যোগের পাওনা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রশাসনিক জবাবদিহি এবং নীতির বাস্তবায়ন না বদলালে ঘোষণা সংখ্যায় বড় হলেও মানুষের জীবন বদলাবে কতটা? স্বপ্ন তাই থাকুক, কিন্তু তার পাশে চাই পরিমাপযোগ্য ফলাফল, স্বচ্ছতা এবং আয়নায় নিজেকে দেখার সাহস।

রয়ে যায় যে প্রশ্নগুলি

রাস্তা ও যোগাযোগ
প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছোনোর খরচ কত?

ডিজিটাল লেনদেন
ছোট ব্যবসার আর্থিক স্থিরতা কোথায়?

ব্যাংকিংয়ের বিস্তার
সস্তা ঋণ কতটা সহজলভ্য?

শিল্প ও উৎপাদন
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার পাওনা সময়মতো মেলে কি?

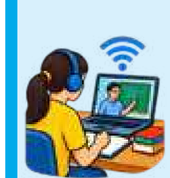

ডিজিটাল শিক্ষা
প্রত্যন্ত ছাত্রের ডিভাইস ও সংযোগ আছে কি?

কৃষি-তথ্য
তথ্য এলেও কৃষকের ঝুঁকি কমেছে কি?

স্বাস্থ্য পরিষেবা
কার্ড আছে, কার্যকর হাসপাতাল আছে কি?

চা শিল্প
শ্রমের ন্যায্যমূল্য ও মর্যাদা কতটা নিশ্চিত?

বিকশিত ভারতের হিসাব আজ মাটিতে

রণধীর চক্রবর্তী

‘বিকশিত ভারত’ আজ এক বহুল উচ্চারিত জাতীয় স্লোগান। রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে টেলিভিশনের বিতর্ক, সর্বত্রই এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু উন্নয়নের প্রকৃত মূল্যায়ন কোনও চটকদার স্লোগানে আটকে থাকে না, তা লুকিয়ে থাকে মানুষের নিবিড় দৈনন্দিন যাপনের আখ্যানে। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ চা বাগান, ফসলের খেত, প্রান্তিক বাজার আর প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলগুলোর দিকে তাকালে সেই রুক্ষ-কোমল বাস্তবতার আসল রূপটি চেনা যায়। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, মালদা, উত্তর দিনাজপুর কিংবা দার্জিলিং পাহাড় ও ডুয়ার্সের জনজীবনে উন্নয়নের ছোঁয়া যেমন লেগেছে, তেমনই বহু খতিয়ান আজও রয়ে গিয়েছে অপূর্ণ। তাই প্রশ্নটা অত্যন্ত মৌলিক, এই তথাকথিত ‘বিকশিত ভারত’ একজন সাধারণ চা শ্রমিক, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা প্রান্তিক শিক্ষার্থীর জীবনে কতটুকু অর্থবহ হয়ে উঠতে পেরেছে?

উত্তরবঙ্গের চা বাগান অর্থনীতির ভিত্তি বহু দশকের পুরোনো, কিন্তু শ্রমিকদের জীবনের কাঠামো এখনও ভঙ্গুর। বর্তমানে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ২৫০ টাকা। দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স মিলিয়ে এই শিল্পের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক যুক্ত। পুরোনো সরকারি হিসাবেও এই তিন অঞ্চলের চা বাগানে দুই লক্ষের বেশি স্থায়ী শ্রমিকের কথা উঠে এসেছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কিছুটা বেড়েছে। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ডিজিটাল লেনদেন এবং রান্নার গ্যাস সংযোগ এখন অনেকের কাছে পৌঁছেছে। তবুও বাস্তব চিত্রে ফাঁক রয়ে গিয়েছে।

চা বাগানগুলির একটি বড় অংশে স্বাস্থ্য পরিষেবা অপ্রতুল। অনেক হাসপাতাল বা ডিসপেনসারি পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও ওষুধের অভাবে ভোগে। বিভিন্ন গবেষণাতেও চা বাগান এলাকার শ্রমিকদের মধ্যে দারিদ্র্য, অপুষ্টি ও নিরক্ষরতার সমস্যা স্পষ্ট হয়েছে। ডুয়ার্সের একটি গবেষণায় নির্বাচিত চা বাগানগুলিতে সাক্ষরতার হার জেলা গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম পাওয়া গিয়েছিল। ফলে প্রজন্মগত দারিদ্র্যের চক্র অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রয়ে গিয়েছে। উন্নয়ন এসেছে, কিন্তু তা এখনও সর্বত্র নিরাপত্তা বা মর্যাদা নিশ্চিত করতে পারেনি।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আরও দৃশ্যমান, কিন্তু সমস্যাও বহুমাত্রিক। শিলিগুড়ি বা কোচবিহারের ছোট দোকান, পাইকারি ব্যবসা কিংবা পারিবারিক উদ্যোগগুলো এখন ডিজিটাল লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত। ভারতের ইউপিআই লেনদেন এখন বিপুল আকার নিয়েছে। ২০২৬ সালের মার্চে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭৩ কোটি ইউপিআই লেনদেন হয়েছে। জিএসটি ব্যবস্থার মাধ্যমে কর কাঠামো আরও সংগঠিত হয়েছে এবং অনেক ব্যবসা আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার আওতায় এসেছে।

তবুও বাস্তবতা হল, ভারতের অর্থনীতিতে বিপুল সংখ্যক এমএসএমই ইউনিট থাকলেও তাদের বড় অংশই ক্ষুদ্র বা অতি ক্ষুদ্র স্তরের। এই খাতে কর্মসংস্থানের অবদান বিপুল হলেও ঋণপ্রাপ্তির সমস্যা এখনও গভীর। ২০১৯ সালের আরবিআই-গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি এমএসএমই ক্ষেত্রে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ কোটি টাকার ঋণঘাটতির হিসাব দিয়েছিল। উত্তরবঙ্গের মতো অঞ্চলে পরিবহণ ব্যয় বেশি, বাজার দূরবর্তী এবং ক্রয়ক্ষমতা অস্থির। ফলে লাভের ব্যবধান অনেকসময় অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়। ডিজিটাল সুবিধা এসেছে, কিন্তু আর্থিক স্থিতিশীলতা এখনও অনেকের কাছে অধরা।

এই বৃহত্তর বাস্তবতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল উত্তরবঙ্গের অবকাঠামো ও সংযোগ ব্যবস্থার দ্বৈততা। গত এক দশকে সড়ক ও জাতীয় মহাসড়ক সম্প্রসারণ, নতুন সেতু নির্মাণ এবং রেল সংযোগের উন্নয়ন অবশ্যই দৃশ্যমান। শিলিগুড়ি উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার এবং গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই সংযোগ ব্যবস্থার সুফল সর্বত্র সমানভাবে পৌঁছায়নি। পাহাড়ি ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এখনও পরিবহণ ব্যয় বেশি, বাজারে পৌঁছানোর সময় দীর্ঘ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য শহরের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা রয়ে গিয়েছে। ফলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন থাকলেও, ‘অ্যাক্সেস’ ও ‘অ্যাফোর্ডেবিলিটি’-র মধ্যে একটি ফাঁক স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে।

কৃষকের জীবনেও উন্নয়ন দ্বৈত চরিত্র নিয়ে হাজির। মোবাইল ফোনে এখন আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বাজারদর এবং কৃষি পরামর্শ সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং সরাসরি ভরতুকি ব্যবস্থাও মধ্যস্বত্বভোগীর কিছু ভূমিকা কমিয়েছে। কিন্তু কৃষির মৌলিক অনিশ্চয়তা এখনও অটুট। দেশের ৮৬ শতাংশ কৃষক ছোট ও প্রান্তিক চাষি, যাদের জমি সীমিত এবং পুঁজির অভাব প্রকট।

উত্তরবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে রয়েছে সেচের সমস্যা, সার ও বীজের দামের ওঠানামা এবং বাজারে ন্যায্য মূল্য না পাওয়া। ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং জলবায়ু পরিবর্তন নতুন ঝুঁকি তৈরি করছে। ফলে কৃষকের কাছে তথ্য পৌঁছালেও, ঝুঁকি কমেনি। অনেক ক্ষেত্রে বেড়েছে।

ছাত্রদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের অসম বিকাশের ছবি দেখা যায়। স্মার্টফোন, অনলাইন ক্লাস, ইউটিউব লেকচার এবং ডিজিটাল লাইব্রেরি শিক্ষার দিগন্ত খুলে দিয়েছে। কিন্তু এই সুযোগের সমান বণ্টন নেই। উত্তরবঙ্গের অনেক প্রত্যন্ত এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগ দুর্বল, ডিভাইসের অভাবও রয়েছে। চা বাগান ও পাহাড়ি অঞ্চলের শিক্ষাগত পিছিয়ে থাকা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণাতেও উদ্বেগের ছবি উঠে এসেছে। শুধু সাক্ষরতা নয়, ভাষাগত দক্ষতা, বিশেষ করে ইংরেজি এবং মানসম্মত শিক্ষার অভাব অনেক ছাত্রকে পিছিয়ে রাখে। ফলে প্রযুক্তি থাকলেও, তার পূর্ণ ব্যবহার অনেকের কাছে অধরা থেকে যায়। স্বপ্নের পরিধি বড় হয়েছে, কিন্তু সেই স্বপ্নে পৌঁছানোর সেতু এখনও অসম্পূর্ণ।

এই বাস্তব খণ্ডচিত্রগুলোর কোলাজ আমাদের একটি অত্যন্ত জরুরি বার্তা দেয়। উন্নয়ন যে ঘটেনি তা নয়। অবকাঠামোর বুনিয়াদ শক্ত হয়েছে, ডিজিটাল বিপ্লব মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে, ব্যাংকিং পরিষেবার বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু ঠিক ততটাই প্রকট হয়ে আছে এক অলঙ্ঘ্য ব্যবধান, স্থায়ী উপার্জনের নিশ্চয়তা, ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবা, বুনিয়াদি শিক্ষার মান আর বাজারের অস্থিরতার মাঝে।

তাই ‘বিকশিত ভারত’ আসলে এক অসমাপ্ত অভিযাত্রার গল্প। একে দেখা যায় ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সে, মোবাইল স্ক্রিনের নোটিফিকেশনে, কিংবা ঝকঝকে রাস্তা আর সুগম যোগাযোগে। কিন্তু একে ছোঁয়া যায় না শ্রমিকের খাটুনির ন্যায্যমূল্যে, কৃষকের ফসলের নিরাপত্তাজনিত স্বস্তিতে, ছোট ব্যবসায়ীর নিশ্চিত লাভের অঙ্কে কিংবা সাধারণ ঘরের সন্তানের সমান শিক্ষার সুযোগে।

আসলে এই গোটা ধারণাটাকে চেনার সবচেয়ে সঠিক আয়নাটি দিল্লির বিলাসবহুল মঞ্চ বা দেওয়াল লিখনের স্লোগান নয়, বরং তা লুকিয়ে আছে উত্তরবঙ্গের কুয়াশাঘেরা চা বাগান, রোদে পোড়া কৃষিজমি আর প্রান্তিক জনপদের দৈনিক লড়াইয়ের মধ্যে। কারণ উন্নয়ন কোনও একক রাষ্ট্রীয় ইস্তাহার নয়, তা মানুষের প্রতিদিনের নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদা এবং সম্ভাবনার এক জীবন্ত সমষ্টি।

স্লোগানের আওয়াজ দিগন্তে পৌঁছেছে। কিন্তু শেষ প্রশ্নটি এখনও মাটিতেই রয়ে গিয়েছে, সেই প্রতিশ্রুতি কি সত্যিই প্রান্তিক মানুষের জীবনে স্পর্শ ফেলেছে? এই প্রশ্নের উত্তরই শেষপর্যন্ত ঠিক করবে, উন্নয়নের স্লোগান কতটা মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে।

(লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

‘বিকশিত ভারত’ শুধু জাতীয় স্লোগান নয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তার বাস্তব অর্থ খুঁজে দেখার প্রশ্ন। উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিক, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ছাত্রছাত্রীদের জীবনে উন্নয়নের সুফল পৌঁছেছে, কিন্তু অসমভাবে। ডিজিটাল লেনদেন, ব্যাংকিং, রাস্তা ও যোগাযোগের উন্নতি যেমন বাস্তব, তেমনই রয়েছে অনিশ্চিত আয়, স্বাস্থ্য পরিষেবার ঘাটতি, ঋণের সংকট, কৃষির ঝুঁকি এবং শিক্ষার অসম সুযোগ। তাই উন্নয়নের চূড়ান্ত মাপকাঠি প্রকল্প বা পরিসংখ্যান নয়, মানুষের নিরাপত্তা, মর্যাদা, আয় এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাই। উত্তরবঙ্গের মাটিতে সেই হিসাব এখনও পুরোপুরি মেলেনি। সেই অসম্পূর্ণতার ছবিই প্রশ্ন তুলছে।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।
Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পুরনিগমের সাফাইকর্মীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : সাফাইকর্মীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার দেখানোর অভিযোগ উঠল শিলিগুড়ি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির কোঅর্ডিনেটর মাধবী মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। সাফাইকর্মীরা কাজ বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। পরে বরো অফিসারদের হস্তক্ষেপে সাফাইয়ের কাজ আবার শুরু হয়ে।

শিলিগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন বলেন, 'কোঅর্ডিনেটরদের দাদাগিরির অভিযোগ শুনিনি। তবে দলের অনেকে সাফাইকর্মীদের কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকলে তা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। দলের অন্দরে আলোচনা করব।'

মাধবী শুধু ১৪ নম্বর ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর নন, তিনি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক পদেও রয়েছেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে এমন দাদাগিরি দেখানোর অভিযোগ ঘিরে দলের অন্দরেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও তাঁর দাবি, তিনি এলাকার বাসিন্দাদের কথামতো বুদ্ধদেব বসু রোডে জঞ্জাল না ফেলার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সাফাইকর্মীরা তা শোনেননি বলে অভিযোগ। মাধবীর যুক্তি ছিল, বুদ্ধদেব বসু রোডে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের সমস্ত জঞ্জাল জমা করে রাখা হয়। সেখান থেকে পরে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে রাস্তার ধারে জঞ্জাল পরে থাকার ফলে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়ায়। রাস্তা দিয়ে পড়ুয়ারা

অভিযুক্ত ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কোঅর্ডিনেটর

যেতে সমস্যায় পড়ে। জায়গাটি সাপের আখড়া হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের অনেকে মাধবীকে সেই এলাকা থেকে জঞ্জালের স্তূপ সরানোর দাবি জানিয়েছিলেন বলে দাবি। তিনি সেই কথাটি বলতে গিয়েই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গ সাফাই কর্মচারী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শিবপ্রসাদ হেলার দাবি, সাফাইকর্মীদের নানাভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে। এলাকায় সাফাই করাতে নেতারা তাঁদের মতো করে নির্দেশ দিচ্ছেন। কথা না শুনলে মিলছে কটূক্তি, খারাপ ব্যবহার। শিবপ্রসাদের বক্তব্য, 'আমরা মাধবী মুখোপাধ্যায়কে বলেছিলাম, তিনি অন্যত্র জঞ্জাল রাখার জায়গা করলেই বুদ্ধদেব বসু রোডে জঞ্জাল রাখা হবে না। সেটা তাঁরা সাফাইকর্মীদের না বলে উপরে কথা বলে করে নিতেই পারেন। আমাদের যেখানে বলা হবে আমরা তো সেখানেই ফেলব।' পরে অন্যত্র জায়গা করে দিতে না পেরে ওই জায়গাতেই জঞ্জাল রাখার আপাতত সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে দাবি। মাধবীরা পরে ২ নম্বর বরো অফিসে গিয়ে স্মারকলিপিও দিয়েছেন।

শুধু ১৪ নম্বর ওয়ার্ড নয়, আরও একাধিক ওয়ার্ডে বিজেপির ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটরদের দাদাগিরিতে অতিষ্ঠ অনেক ওয়ার্ডের সাফাইকর্মীরা। তাঁদের অনেকের অভিযোগ, অনেক নেতা তাঁদের মতো করে নির্দেশ দিচ্ছেন। ফলে কার নির্দেশে তাঁরা চলবেন সঠিক বুঝতে পারছেন না। শিবপ্রসাদের আরও দাবি, 'বিজেপির ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটররা নিজেদের কাউন্সিলার ভাবছেন। কিন্তু তাঁদের অনেকের তো কাজ করানোর অভিজ্ঞতা নেই। তাতেই ঝামেলা হচ্ছে।'

প্রয়াত প্রাক্তন কাউন্সিলার

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : শিলিগুড়ির ২১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা কংগ্রেস নেতা তপন দত্ত (৭২) প্রয়াত হলেন। দীর্ঘ রোগভোগের পর শনিবার রাতে ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ২০০৯-২০১৪, এই পাঁচ বছর তিনি সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ছিলেন।

শা'র কাছে আর্জি সীমান্ত চেতনা মঞ্চের

কাঁটাতার দাবি পড়শি দুই সীমান্তে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান রুখতে উন্মুক্ত ভারত-নেপাল ও ভারত-ভুটান সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর দাবি উঠল। গত শুক্রবার শিলিগুড়ির রানিডাঙ্গায় সশস্ত্র সীমা বলের (এসএসবি) উত্তরবঙ্গ হেডকোয়ার্টারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই দাবি জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) শাখা সংগঠন সীমান্ত চেতনা মঞ্চ।

তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে এসে শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেন নেকের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক বৈঠক করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এরইমধ্যে রানিডাঙ্গার বৈঠকে এসএসবি ও কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকদের পাশাপাশি সীমান্ত চেতনা মঞ্চের নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চের নেতাদের অভিযোগ, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সুযোগ নিচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্র এবং দেশবিরোধী শক্তি। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত ১৮৪ কিলোমিটার ভুটান এবং ১০০ কিলোমিটার নেপাল সীমান্ত হয়ে প্রায়শই জাল নোট, মাদক পাচার এবং তৃতীয় দেশের নাগরিকদের অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছে।

সূত্রের খবর, বৈঠকে সংগঠনের তরফে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানানো হয়, ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি হয়ে অনুপ্রবেশের সময় অতীতে চিন, থাইল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশের নাগরিক ধরা পড়েছে। এমনকি, নেপাল সীমান্তের কাছে অবৈধ আধার কার্ড চক্রেরও হদিস মিলেছে। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং চিকেনস নেকের নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও সুনিশ্চিত করতে এই দুই দেশের

■ ভারত-নেপাল এবং ভারত-ভুটান সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর দাবি উঠেছে

■ শুক্রবার অমিত শা'র সঙ্গে এক বৈঠকে এই দাবি জানিয়েছেন সীমান্ত চেতনা মঞ্চের নেতারা

■ এনিয়ে দিল্লিতে আলোচনার কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সীমান্তে কাঁটাতার ও আধুনিক নজরদারি প্রযুক্তি বসানোর দাবি তুলেছেন তাঁরা।

সংগঠন সূত্রে খবর, বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে এ নিয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি মনোযোগ দিয়ে প্রস্তাব শোনার পাশাপাশি জানিয়েছেন, সীমান্ত সুরক্ষায় কোনও আপস করা হবে না। শীঘ্রই বিষয়টি নিয়ে দিল্লিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ও বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, উন্মুক্ত সীমান্ত নীতি থেকে সরে এসে এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে তা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

এ নিয়ে সীমান্ত চেতনা মঞ্চের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক নেতা বলেন, 'আমরা অখণ্ড ভারতের লক্ষ্যে কাজ করছি। কিন্তু সবার আগে দেশের বর্তমান ভূখণ্ডের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। দুই প্রতিবেশী দেশকে কাজে লাগিয়ে বিদেশি শক্তি যাতে দেশকে খণ্ডিত করতে না পারে, তার জন্য এই দুই সীমান্তে কাঁটাতার বাধ্যতামূলক।' তাঁর আরও দাবি, বাংলাদেশও অখণ্ড ভারতের অংশ, তারপরও সেখানে কাঁটাতার রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও সিকিমের সঙ্গে নেপালের সীমান্ত রয়েছে। অন্যদিকে অসম, অরুণাচল প্রদেশ ও সিকিমের সঙ্গে রয়েছে ভুটান সীমান্ত। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল চিকেনস নেক সংলগ্ন নেপাল সীমান্ত। এই পথ ব্যবহার করে চিন থেকে অরুণাচল বা ভুটান হয়ে সহজেই দুষ্কৃতীরা ভারতে ঢুকতে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। ফলে বর্তমান সময়ে এই অঞ্চলে দুই দেশের সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর দাবি যথোপযুক্ত বলে মনে করছেন তাঁরাও।

৪০ বছর উদযাপন

খড়িবাড়ি ও চোপড়া, ২২ অগাস্ট : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের ৪০ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে শনিবার খড়িবাড়ি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে পড়ুয়াদের নিয়ে নানা প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হল। মঞ্চের খড়িবাড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আঁকা ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। পাশাপাশি কৃষি ফসল প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানমঞ্চের রাজ্য সহ সভাপতি ডাঃ গোপাল দে। তিনি জানান, রাজ্যের অন্য বিজ্ঞানকেন্দ্রগুলিতেও একইরকম প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান চলছে। প্রাথমিক স্তরের এই প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত পড়ুয়ারা পরবর্তীতে জেলা স্তরে অংশ নেবে। এরপর আগামী ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর কলকাতা সায়েন্স কলেজে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে, চোপড়া বিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্যোগেও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এদিন চোপড়া উচ্চবিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ছবি আঁকা, পোস্টার তৈরি, আবৃত্তি, গান, প্রশ্নোত্তর এবং তাৎক্ষণিক বক্তৃতা সহ বিভিন্ন বিভাগে প্রায় দেড়শো পড়ুয়া অংশ নেয়।

ঝুলন্ত দেহ

ফাঁসিদেওয়া, ২২ অগাস্ট : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুরের মাধবভিটায় বাড়ি থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল শনিবার। মৃতের নাম রবার্ট এক্কা (৪০)। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। তবে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পাট শুকানোর পালা... ইসলামপুরের শিবনগর কলোনিতে রাজু দাসের ক্যামেরায়।

ইসলামপুরে জুনিয়ার হাইস্কুলে সমস্যা

শিক্ষকসংকটে থমকে পঠনপাঠন

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ২২ অগাস্ট : ইসলামপুর দক্ষিণ চক্রের একাধিক জুনিয়ার হাইস্কুলে শিক্ষক সংকট চরমে উঠেছে। কোথাও একজন স্থায়ী শিক্ষকই স্কুলের যাবতীয় দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। কোথাও আবার স্থায়ী শিক্ষক না থাকায় অস্থায়ী শিক্ষক দিয়ে পঠনপাঠন চলছে। কোনও স্কুলে আবার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে গেস্ট টিচার এনে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ফলে শিক্ষক সংকটে পড়াশোনা থেকে শুরু করে স্কুলের অন্যান্য কাজও ব্যাহত হচ্ছে ।

ইসলামপুর দক্ষিণ চক্রে মোট ১৭টি জুনিয়ার হাইস্কুল রয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী কোনও স্কুলেই পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। তবে ছ'টি স্কুলের পরিস্থিতি সবচেয়ে গুরুতর। সেগুলি হল পাটাগড়া জুনিয়ার হাইস্কুল, বেলঝাড়ি জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুল, কোদালদহ জুনিয়ার হাইস্কুল, তারাবাড়ি জুনিয়ার হাইস্কুল, পাচী জুনিয়ার হাইস্কুল ও বুড়ি জাগীর জুনিয়ার হাইস্কুল।

পাটাগড়া জুনিয়ার গার্লস হাই স্কুলে পড়ুয়া ৭২ জন। স্থায়ী শিক্ষক নেই। একজন ক্যাজুয়াল এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন গেস্ট টিচার রয়েছেন। বেলঝাড়ি জুনিয়ার গার্লস হাই স্কুলে পড়ুয়া প্রায় ৬০ জন। একজন অস্থায়ী শিক্ষক রয়েছেন। কোদালদহে পড়ুয়া প্রায় ৬৭ জন। সেখানে একজন শিক্ষক থাকলেও প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে একজন গেস্ট টিচার এনে পঠনপাঠন সচল রাখার চেষ্টা চলছে। তারাবাড়ি জুনিয়ার হাইস্কুলে পড়ুয়া ১০৮ জন। স্থায়ী শিক্ষক একজন। প্রাথমিক

■ ইসলামপুর দক্ষিণ চক্রের ছ'টি জুনিয়ার স্কুলে শিক্ষক সংকট চরমে

■ কোথাও একজন শিক্ষকেই চলছে পুরো বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন ব্যবস্থা

■ শিক্ষক অনুপস্থিত হলে কোথাও স্কুল বন্ধ রাখতে হয়

বিদ্যালয় থেকে একজন গেস্ট টিচার দেওয়া হয়েছে। পাচী জুনিয়ার হাই স্কুলে পড়ুয়া ৮২ জন। স্থায়ী একজন শিক্ষক একা হাতে সব সামাল দেন। বুড়ি জাগীর জুনিয়ার হাইস্কুলে পড়ুয়া ১০৬ জন। স্থায়ী শিক্ষক একজন। স্কুল সচল রাখতে একজন কম্পিউটার শিক্ষকও রয়েছেন।

আরও বহু জুনিয়ার হাই স্কুল একই সমস্যায় রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের দিয়ে কোনওমতে স্কুল চালানো হচ্ছে। শিক্ষক সংকটে পঠনপাঠনও ব্যাহত হচ্ছে। একজন মাত্র শিক্ষক থাকা স্কুলগুলিতে সমস্যা আরও গুরুতর। তিনি অসুস্থতা বা অন্য কোনও কারণে অনুপস্থিত থাকলে সেদিন স্কুল খোলারও লোক থাকে না। ফলে সেদিন স্কুল বন্ধ রাখতে হয়। ইসলামপুর দক্ষিণ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) বলেন, 'স্কুলগুলিতে শিক্ষক সংকট রয়েছে। স্কুলগুলিতে গেস্ট টিচারের জন্য স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক)-কে আবেদন জানানো হয়েছে।'

সমস্যা মেটানোর দাবিতে শিক্ষকরা সরব হয়েছেন। কোদালদহ জুনিয়ার হাই স্কুলের শিক্ষক বললেন, 'আমি একাই স্কুলে রয়েছি। একজন গেস্ট টিচার যুক্ত হওয়ার কথা রয়েছে। তিনি এলে হয়ত কিছুটা সমস্যা মিটবে।' পাচী জুনিয়ার হাই স্কুলের শিক্ষক বললেন, 'আমি একাই স্কুলে রয়েছি। এত ছাত্রকে একার পক্ষে সামলানো অসুবিধাই হয়। একজন গেস্ট টিচারের আবেদন জানিয়েছি।' কত দ্রুত সমস্যা মেটে এখন সেদিকেই সবার নজর।

২৫ কেজি গাঁজা সহ ধৃত দুই

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশনে ডাউন তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২৫ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল রেল পুলিশ। শনিবার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) এবং এনজেপি জিআরপি-র সাদা পোশাকের পুলিশ এসি টু-টিয়ার কামরায় তল্লাশি চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত রুপালি রায় শিলিগুড়ির ভক্তিনগরের সাউডাঙ্গি হাট এলাকার এবং সোমনাথ সাহা নবদ্বীপের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, ধূপগুড়ি থেকে ট্রেনে উঠে নবদ্বীপে এই মাদক পাচারের ছক কষেছিল ধৃতরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন ওই এসি কামরায় অভিযান চালিয়ে প্রথমে অভিযুক্তদের আটক করা হয়। এরপর তাঁদের সঙ্গে থাকা দুটি ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয়

এনজেপি

আনুমানিক কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের গাঁজা। এই পাচারচক্রের নেপথ্যে আর কারা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করে এদিনই আদালতে তোলা হয়। পুলিশ ধৃতদের রিমান্ডের আবেদন জানালেও আদালত ধৃতদের ৫ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে, এদিনের ঘটনার পর পুলিশের অনুমান, নজর এড়াতে ট্রেনের এসি টু-টিয়ার কামরাকে 'সেফ প্যাসেজ' হিসেবে ব্যবহার করছে পাচারকারীরা। গত মাসেই ডাউন সরাইঘাট এক্সপ্রেসে তল্লাশি চালিয়ে ধূপগুড়ির বাসিন্দা কৈলাস রায় নামে একজনকে আটক করেছিল রেল পুলিশ। ওই ব্যক্তিও ধূপগুড়ি থেকে হাওড়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে এসি টু-টিয়ারে চেপেছিল।

আঁকাবাঁকা পথে... শনিবার রংটংয়ে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

নিমেষেই শেষ পুজোর টিকিট

জলপাইগুড়ি, ২২ অগাস্ট : এবছর দুর্গাপুজোয় কি উত্তরবঙ্গে পর্যটকদের ঢল নামতে চলেছে? ১৬ অক্টোবর ষষ্ঠী থেকে ২৫ অক্টোবর লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে পর্যটকদের রেকর্ড ভিড় হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। শনিবার সকাল ৮টায় দশমীর দিনের রেলের সংরক্ষিত কামরার টিকিট বুকিং শুরু হওয়ার মাত্র ১০ মিনিটেই শিয়ালদা, হাওড়া ও কলকাতা স্টেশন থেকে উত্তরবঙ্গগামী সমস্ত ট্রেনের টিকিট শেষ হয়ে যায়। রেল বাধ্য হয়ে 'রিগ্রেট' লিখে দেয়। এমনকি বেলা গড়াতে হাওড়া থেকে এনজেপিগামী বন্দে ভারত ও শতাব্দী এক্সপ্রেসের টিকিটও ওয়েটিং লিস্টে চলে যায়। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতাগামী ট্রেনের টিকিট কিছু ট্রেনে ওয়েটিং লিস্ট ও আরএসি থাকলেও রবিবারের মধ্যে ওয়েটিং টিকিট পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাই পুজোর এক মাস আগে উত্তরবঙ্গ ও কলকাতার মধ্যে পুজো স্পেশাল কিছু ট্রেন দেওয়া হবে বলে রেল সূত্রে জানানো হয়েছে।

এ বছর ১৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার থেকে পুজোর ছুটি শুরু হচ্ছে। এর মাঝে ২২ ও ২৩ অক্টোবর অতিরিক্ত দু'দিন ছুটি নেওয়ার পাশাপাশি লক্ষ্মীপুজোর পরদিনও

ছুটি নিতে পারলে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত একটানা ১২ দিন ছুটির সুযোগ পাবেন পর্যটকরা।

এই সুদীর্ঘ ছুটিকে কাজে লাগিয়ে অনেকেই উত্তরবঙ্গ ও সিকিমে আসার পরিকল্পনা করেছেন। শনিবার জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনের কাউন্টারে ভোর ৪টে থেকেই লম্বা লাইন পড়ে যায়।

শিক্ষক জয়ন্ত কর জানান, সপ্তমীতে তাঁর পরিবার কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি আসবে। দার্জিলিং-কালিম্পং ঘোরার পরিকল্পনা রয়েছে। সুব্রত সরকার কোনও ট্রেনেই পুজোর সময় জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতা ফেরার টিকিট পাননি।

রেল সূত্রে খবর, ১৬ অক্টোবর ষষ্ঠী থেকে ২০ অক্টোবর নবমী পর্যন্ত উত্তরবঙ্গগামী দার্জিলিং মেল, পদাতিক, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, কামরূপ, কাঞ্চনজঙ্ঘা, তিস্তা-তোর্ষা, হামসফর ও সাইরাং এক্সপ্রেস, কোনও ট্রেনেই টিকিট নেই। রেল ওয়েটিং দিতে না পেরে 'রিগ্রেট' করে দিয়েছে।

গত বছর ডুয়ার্সে বন্যা পরিস্থিতির কারণে পুজোর পর্যটন মার খেয়েছিল। তবে এবার ছবিটা অন্য। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'এবার ট্রেনের টিকিট কেটেই পর্যটকরা কটেজ বুকিং শুরু করে দিয়েছেন। আশা করছি পর্যটকদের ঢল নামবে।' পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যাল জানাচ্ছেন, দার্জিলিং, কালিম্পং ও সিকিম ভ্রমণেও ব্যাপক হোটেল বুকিং হয়েছে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে নড়েচড়ে বসেছে রেল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানান, কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে পুজো স্পেশাল ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী সপ্তাহেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

আহত এক স্বাস্থ্যকর্মী

অবৈধ ডান্সবারের বচসা গড়াল হাসপাতালে

নকশালবাড়ি, ২২ অগাস্ট : নকশালবাড়ির সাতভাইয়া এলাকায় শুক্রবার গভীর রাতে একটি অবৈধ ডান্সবারে মদ্যপদের বচসাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। তবে বিবাদ এখানেই থেমে থাকেনি, তা পৌঁছে যায় নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের জরুরি বিভাগ পর্যন্ত। এমনকি জরুরি বিভাগের সামনে সংঘর্ষ ও পাথর ছোড়ার ঘটনাও ঘটে। এতে এক কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মী আহত হন। খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ আকাশ মোদক ও মহম্মদ জাইনুল নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার তাঁদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে দুজনেই জামিন পেয়ে যান।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত ১টা নাগাদ ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের সাতভাইয়া এলাকায় একটি অবৈধ ডান্সবারে দুই পক্ষের বিবাদ শুরু হয়। হাতাহাতিতে আহত হন দয়ারামজোতের বাসিন্দা আকাশ। এরপর তিনি নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গেলে সেখানেও দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। জরুরি বিভাগের সামনে তারা একে অপরকে গালিগালাজ করতে থাকে। পরে ধস্তাধস্তিতেও জড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। এক পর্যায়ে পাথর ছোড়া শুরু হলে একটি পাথর এক স্বাস্থ্যকর্মীর আঙুলে লাগে। অল্পের জন্য তিনি বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আকাশ ও কিলারামজোতের বাসিন্দা জাইনুলকে গ্রেপ্তার করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

> অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সে মতো মামলাও রুজু হয়েছিল।
>
> নকশালবাড়ি থানার এক আধিকারিক

নকশালবাড়ি থানার এক আধিকারিক বলছেন, 'অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সে মতো মামলাও রুজু হয়েছিল। তবে আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিন মঞ্জুর করেন।' তবে হাসপাতাল চত্বরে এমন ঘটনা নিয়ে নকশালবাড়ির বিএমওএইচ ডাঃ কুন্তল ঘোষ কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের আমল থেকেই নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত সাতভাইয়া, বেঙ্গাইজোত ও স্কুলডাঙিতে ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে ঘেঁষে রেস্তোরাঁর আড়ালে তিনটি ডান্সবার চলছে। মঞ্চে লাইভ গানের অনুমতির আড়ালে সেখানে বেআইনিভাবে ১০-১২ জন মহিলাকে দিয়ে নাচের আসর বসানো হচ্ছে। সারারাত ধরে চলা মদের আসরে ভিড় জমাচ্ছেন বালি, পাথর, মাদক ও গবাদি পশু কারবারি এবং গাড়ির চালকেরা। ফলে রাত বাড়লেই এলাকায় হট্টগোল ও মদ্যপদের ঝামেলা বাধে। রাজ্যে পালাবদলের পর তিন মাস অতিক্রান্ত হলেও প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে কোনও পদক্ষেপ না করায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ জমতে শুরু করেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসনের একাংশের সঙ্গে যোগসাজশ করেই অবাধে এই অবৈধ কারবার চলছে।

গাঠিয়ায় স্নান করতে নেমে দুই স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু

নাগরাকাটা, ২২ অগাস্ট : ফের ঘাতক সেই গাঠিয়া নদী। এবারে স্নান করতে নেমে অকালে প্রাণ গেল স্কুলছাত্রী দুই বান্ধবীর। পুলিশ জানিয়েছে, দুই ছাত্রীর নাম সুশানি মুন্ডা (১৪) ও পূজা মুন্ডা (১৫)। তাদের বাড়ি গ্রাসমোড় চা বাগানের ৪ নম্বর লাইনে। এলাকাটি গাঠিয়া নদী লাগোয়া। যে নদীর সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই সখ্য, সেই গাঠিয়াই এলাকার সবার আদরের দুই মেয়ের প্রাণ এভাবে কেড়ে নেবে, তা ভাবতেই পারছেন না স্থানীয়রা। শনিবার দুপুরে ওই মর্মান্তিক ঘটনার পর গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

এর আগে ২০২২ সালের ২৯ মে ওই নদীতেই ভেসে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল গাঠিয়া চা বাগানের এক সহকারী ম্যানেজারের স্ত্রী ও কন্যার। সেই শোকের ক্ষত এখনও দগদগে। ফের দুজনের মৃত্যুর ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা তল্লাটকেই। পুলিশ জানিয়েছে, দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রাসমোড় চা বাগানের পিটি বস্তি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী সুশানি এবং চম্পাগুড়ির সেন্ট ক্যাপিটানিও গার্লস হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী পূজা একসঙ্গে নিজেদের জামাকাপড়, চটি, জুতো নদীতে ধুতে যায়। এটা ওই এলাকার অন্যদের মতো ওদেরও বরাবরের অভ্যাস। স্কুল খোলা থাকলেও তারা এদিন যায়নি। ইউনিফর্ম সহ অন্যান্য জামাকাপড় ধোয়ার পর দুজন একসঙ্গেই নদীতে স্নান করতে নামে। এদিনের অত্যধিক গরমের কারণেই সম্ভবত দুই ছাত্রী স্নান করতে নদীতে নামার সিদ্ধান্ত নেয়। হড়পাপ্রবণ ও খরস্রোতা হলেও গাঠিয়া কিন্তু এদিন শান্তই ছিল। নদীতে নেমে অল্প কিছুটা এগোনোর পরই দুই বান্ধবী একটি গর্তের মধ্যে তলিয়ে যেতে শুরু করে। সেই দৃশ্য উপস্থিত কয়েকজন দেখেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গাঠিয়া নদীর আগ্রাসন থেকে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ককে রক্ষার জন্য বর্তমানে সেখানে বাঁধ তৈরির কাজ চলছে। এজন্য আর্থমুভার দিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়। যে কারণে গর্ত তৈরি হয়ে আছে। ওই দুই কিশোরী

ফের প্রাণঘাতী নদী, বাঁধে মরণফাঁদ

নদীর পাড়ে পড়ে রয়েছে দুই ছাত্রীর জামাকাপড়।

গর্তের বিষয়টি সম্ভবত বুঝতে পারেনি। সন্তোষ ভুজেল নামে এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, 'অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। যাঁরা বাঁধ নির্মাণ করছেন, তাঁরা দুপুরবেলায় খেতে গিয়েছিলেন। ফলে লোকজনও তখন সেরকম ছিল না।'

রোহিত মুন্ডা নামে এলাকারই এক তরুণ বলেন, 'খবর পেয়েই কয়েকজন মিলে দুজনকে নদীর ওই গর্ত থেকে উদ্ধার করি।' ইতিমধ্যে সেখানে চলে আসে নাগরাকাটা থানার পুলিশও।

সুশানি ও পূজাকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানে চিকিৎসক তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। সুশানি ও পূজার অকালমৃত্যুতে এখন ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছেন দুই মা পঞ্চু এবং আরতি। পূজার বাবা অগনু প্রয়াত। এলাকার এক শিক্ষক মদন ভুজেল বলেন, 'অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ঘটনা। পরিবারটির পাশে আমরা সাধ্যমতো থাকব।'

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ জুলাই ওই নদীবক্ষে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানির পাইপলাইনের কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ হড়পা চলে আসায় তিন শ্রমিক প্রাণসংশয়ের মুখে পড়েন। সেবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ করে আর্থমুভার এনে তাঁদের উদ্ধার করা হয়।

পুজোর আগেই দুই রুটে এসি বাস পরিষেবা

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : দীর্ঘ আট বছর বন্ধ থাকার পর দুটি গুরুত্বপূর্ণ দূরপাল্লার বাস পরিষেবা ফের চালু করতে চলেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)। নিগম সূত্রে খবর, সবকিছু ঠিক থাকলে পুজোর আগে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকেই জয়গাঁ-কলকাতা রুটে ভলভো এসি স্লিপার এবং শিলিগুড়ি-আসানসোল রুটে ভলভো এসি সিটার বাস পরিষেবা চালু করা হবে। দীর্ঘদিন পর এই রুট দুটি চালুর উদ্যোগে খুশি অনেকেই।

পরিষেবা শুরুর আগে ইতিমধ্যেই জয়গাঁ থেকে কলকাতাগামী বাসের রুট খতিয়ে দেখেছেন নিগমের আধিকারিকরা। তবে পরিদর্শনে মূলত দুটি প্রতিবন্ধকতা সামনে এসেছে। এক, গজলডোবায় সেতুর প্রায় পঞ্চাশ মিটার রাস্তা অত্যন্ত বেহাল অবস্থায় রয়েছে। দুই, সেখানকার ড্রপ গেটটি বাস যাওয়ার মতো উচ্চতা পর্যন্ত ওঠানো যাচ্ছে না। নিগমের এক কর্তা জানিয়েছেন, সমস্যাগুলি সমাধানে ইতিমধ্যেই বন দপ্তর ও পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। দ্রুত এই সমস্যাগুলি মিটিয়ে ফেলার আশ্বাস দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তারা।

অন্যদিকে, দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা এই লাভজনক রুটগুলি ফের চালুর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে নিগমের বাম পরিচালিত শ্রমিক সংগঠন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তুফান ভট্টাচার্য বলেন, 'বন্ধ হয়ে যাওয়া লাভজনক রুটগুলি চালুর দাবিতে আমরা দীর্ঘদিন ধরেই সরব ছিলাম। সরকারের এই উদ্যোগ সত্যিই সাধুবাদযোগ্য।'

এর পাশাপাশি নিগম সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি নতুন 'পকেট রুট' চালুরও প্রস্তাব এসেছে। প্রতিটি রুটকেই গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন আধিকারিকরা। নিগমের এক কর্তার কথায়, 'নতুন সরকার বাসের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন কর্মী নিয়োগও করবে বলে শুনেছি। এই বিষয়টি কার্যকর হলেই প্রস্তাবিত নতুন রুটগুলি চালু করার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

বিশবাঁও জলে ময়নাগুড়ির বাস দুর্ঘটনার তদন্ত
রিপোর্ট দিতে ব্যর্থ এনবিএসটিসি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : বিচারের আশার আলো প্রায় নিভেই গেল।

২১ জুন ময়নাগুড়ির বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ছয়জনের। শিলিগুড়ির ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের পম্পা সাহা ও তাঁর শিশুপুত্রের প্রাণ গিয়েছে। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কাছে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট চেয়েছিলেন। সেই বাসটিতে লাগানো ব্ল্যাকবক্স প্রস্তুতকারী সংস্থা ও এনবিএসটিসি'র মধ্যে এই নিয়ে দীর্ঘদিন টানাপোড়েন চলেছে। কিন্তু, শেষ অবধি রিপোর্টই দিতে পারল না নিগম। অর্থাৎ, কার গাফিলতিতে সেদিনের ঘটনা ঘটেছিল, প্রযুক্তিগত ত্রুটি নাকি 'হিউম্যান এরর' ইত্যাদি কিছুই জানা সম্ভব হবে না আর।

সম্প্রতি ব্ল্যাক বক্স প্রস্তুতকারী সংস্থার একটি টিম এসেছিল শিলিগুড়িতে। তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, দুর্ঘটনার সময়ের তথ্য ব্ল্যাক বক্স থেকে বের করা যাবে না। সূত্রের খবর, দলের সদস্যরা চালককেই দায়ী করেছেন। দাবি করা হয়েছে, চালক ব্ল্যাক বক্সের সুইচ বন্ধ করে দিয়েছিলেন বা অন করেননি।

এদিকে, নিগমের আধিকারিকদের দাবি, এধরনের সুইচ সম্পর্কে তাঁদের জানাই ছিল না। এরপর সেই সংস্থার প্রতিনিধিদের নিজেদের পর্যবেক্ষণ লিখিতভাবে দিতে বলা হয়। অভিযোগ, সেদিন তাঁরা তা দেননি।

পরিবহণ সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই চলতি সপ্তাহে একটি নোট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর অবশ্য দাবি, 'পাওয়ার ক্র্যাশের কারণে তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা লিখিতভাবে বিষয়টি ওপরমহলে জানিয়েছি।'

ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবার ও ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উত্তরবঙ্গ সফরে এসে কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন। প্রতিটি পরিবারের দাবি ছিল, তারা বিচার চায়। কার গাফিলতিতে সেদিনের ঘটনা ঘটল,

- বাসের ব্ল্যাক বক্স থেকে দুর্ঘটনার সময়ের তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছিল
- সম্প্রতি ওই বক্স প্রস্তুতকারী সংস্থার দল এসেছিল শিলিগুড়িতে
- পরীক্ষানিরীক্ষার পর নাকি জানিয়ে দেওয়া হয়, সুইচ অফ ছিল ব্ল্যাক বক্সের

জানতে চায়। কিন্তু, সেই দাবি পূরণের সম্ভাবনা কার্যত শেষ হয়ে গেল।

এনবিএসটিসি'র কর্মীরা চাইছেন, আইনি পথে ব্যবস্থা নেওয়া হোক ব্ল্যাক বক্স প্রস্তুতকারী সংস্থাটির বিরুদ্ধে। শীর্ষ কর্তাদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে নিগমের অন্দরমহলে। ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে প্রশ্ন করা হলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলেন, 'ঘটনাস্থলের আশপাশে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গিয়েছে কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।'

দুর্ঘটনার কারণ জানতে জেলা শাসকের তরফে দ্রুত রিপোর্ট জমা দিতে বলার পর থেকেই শুরু হয় ব্ল্যাক বক্স নিয়ে টালবাহানা। প্রথমে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস থেকে বক্সটি খুলে অন্য বাসে লাগিয়ে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা সফল হয়নি। এরপর প্রস্তুতকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সংস্থা থেকে বক্স খুলে চিপ বের করতে বলা হয়। সেইমতো কাজ করে আরও বিপাকে পড়েন নিগমের কর্মীরা। কোন সফটওয়্যারের সাহায্যে চিপ থেকে তথ্য বের করা যাবে, সেটাই জানা ছিল না তাঁদের।

সম্প্রতি ভিনরাজ্যের ওই সংস্থার দল আসে। পরীক্ষানিরীক্ষার পর জানিয়ে দেয়, সুইচ বন্ধ থাকায় তথ্য পাওয়া যাবে না। এতেই ক্ষোভ ছড়িয়েছে নিগমের কর্মী মহলে। একজনের কথায়, 'আসলে চালক-কনডাক্টরদের ওপর দোষ চাপানো খুব সহজ। ওই ব্ল্যাক বক্স সংস্থার গাফিলতি রয়েছে। এর আগেও একাধিকবার বিভিন্ন দুর্ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে বিষয়টি সামনে এসেছে। এমনও দেখা গিয়েছে, বাসের ব্ল্যাক বক্স অন্য যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি। নাবিলে সংযুক্তিকরণেও খামতি রয়েছে।' দোষারোপ-পালটা দোষারোপের আবহে হতাশার সুর স্বজনহারাদের গলায়। শিলিগুড়ির মৃত তরুণী পম্পার বাবা বিশ্বচন্দ্র দাসের কথায়, 'আমরা চেয়েছিলাম, সত্যিটা সামনে আসুক। যেভাবেই হোক, সরকার যেন তদন্তের মাধ্যমে দোষীকে খুঁজে বের করে।'

এব্যাপারে পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের বক্তব্য, 'আমি নিগমের সঙ্গে কথা বলব। কর্মীরা দাবি করলে, সমস্ত ব্ল্যাক বক্সেরই তদন্ত করা হবে।'

উত্তেজনা

চোপড়া, ২২ অগাস্ট : ঘিরনিগাঁওয়ের জানকীগঞ্জ এলাকায় জব কার্ড পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে শনিবার উত্তেজনা ছড়াল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দুই ব্যক্তি ও স্থানীয় আরও এক ব্যক্তি গত কয়েকদিন ধরে সাধারণ মানুষকে জব কার্ড করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নেওয়ার চেষ্টা করছিল। এমনকি গ্রামের কয়েকজনের থেকে টাকা হাতিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ তৈরি হওয়ায় শনিবার গ্রামবাসীরা তিনজনকে ঘিরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। পরিস্থিতি বুঝে দুজন সেখান থেকে পালিয়ে যায়। অপর একজনকে স্থানীয়দের একাংশ বেশ কিছুক্ষণ আটকে রাখে। বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি প্রদীপ রায় বলেন, 'অনলাইনে কিছু কাজ করে দেওয়ার নামে ভুল বোঝাবুঝি থেকেই ক্ষোভ তৈরি হয়। আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।' পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এব্যাপারে কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

লেপচাদের দাবি

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানে যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন, তাতে লেপচাদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উঠেছে। এই দাবিতে শনিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র কাছে দাবি জানিয়েছে ইন্ডিজেনাস লেপচা ট্রাইবাল অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল এদিন নিউ চামটা চা বাগানের একটি রিসর্টে এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছে বলে দাবি করেছেন সংগঠনের সভাপতি। সংগঠনের নেতা রুনদেন লেপচা বলেন, 'আমরা পাহাড়ের সবচেয়ে পুরোনো জনজাতি। পাহাড় সমস্যা সমাধানে যে পদক্ষেপই করা হোক, সেখানে লেপচাদের শামিল করতে হবে।'

শান্তি বৈঠক

ইসলামপুর, ২২ অগাস্ট : আসন্ন নবি দিবস উপলক্ষ্যে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি সম্পন্ন করতে শনিবার রামগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিনিধি ও জুলুস কমিটির সদস্যদের নিয়ে শান্তি বৈঠক হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি, ইসলামপুর থানার আইসি সহ রামগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারিকরা।

নতুন কমিটি

চোপড়া, ২২ অগাস্ট : হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিমান চা বাগানে শনিবার সিটু অনুমোদিত ওয়েস্ট দিনাজপুর চা বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে নতুন ইউনিট কমিটি গঠন করা হয়। ৩৯ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মহম্মদ কায়ুম এবং সম্পাদক মনজুর আলি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিটুর জেলা সম্পাদক স্বপন গুহ নিয়োগী।

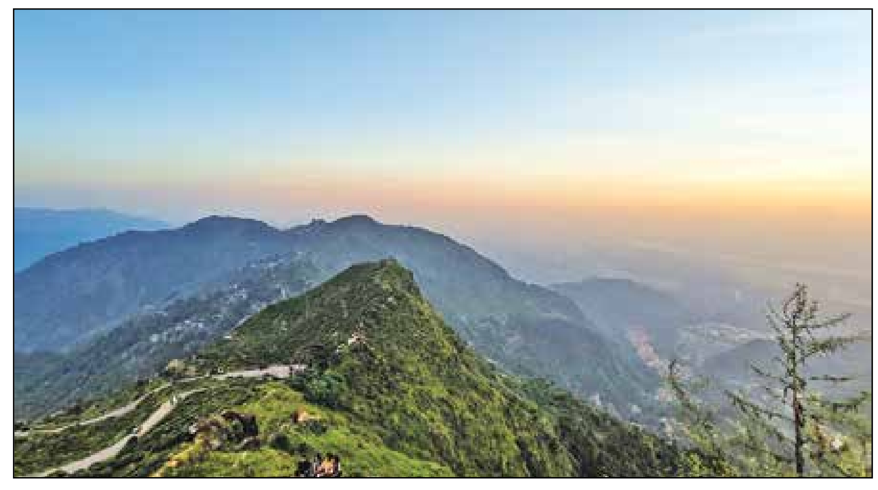

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
নিসর্গ। কার্সিয়াংয়ে গিদ্দাপাহাড় ভিউপয়েন্ট থেকে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির নৃপাশিস গুহ।

গণনায় অন ডিউটি, বিপাকে স্কুল

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : এতদিন সকালে স্কুল করে বিকেলে বা সন্ধ্যার দিকে জনগণনার কাজ করত শিক্ষকদের একাংশ। কোনও কোনও স্কুলে আবার শিক্ষকরা হাতেগোনা ক্লাস করে গণনার কাজে চলে যেতেন বলে অভিযোগ। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের একটি রায়ের পর কম শিক্ষক দিয়ে চলা স্কুলগুলি বিপাকে পড়েছে। এতদিন শিক্ষকদের জনগণনার কাজে অন ডিউটি দেওয়া হত না। আদালতের রায়ে গণনার কাজকে অন ডিউটি হিসেবে ধরার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এরপর থেকেই শিক্ষকদের অনেকে গণনার ডিউটি থাকলে আর ক্লাস করতে চাইছেন না। ফলে অনেক দিনই কিছু স্কুলে পড়াশোনা লাটে ওঠার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার স্কুল পরিদর্শক (প্রাথমিক) তরুণকুমার সরকার। তিনি বলেছেন, 'বিষয়টি মানবিকতার। প্রথম দিকে কিছু শিক্ষকের কাজে আপত্তি ছিল। পরে অনেক শিক্ষকই দুটি কাজ সমানতালে চালাচ্ছিলেন। এখন আদালতের রায় নিয়ে তো আর আমার কিছু বলার নেই। এখন গণনার ডিউটিতে থাকা শিক্ষকরা ক্লাস না করলেও কিছু বলা যাবে না।'

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় দুজন শিক্ষক দিয়ে চলা স্কুলের সংখ্যা ২৫টির বেশি। সেরকম কয়েকটি স্কুলের একজন করে শিক্ষককে গণনার ডিউটি দেওয়া হয়েছে। ৩-৪ জন শিক্ষক দিয়ে চলা প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা শতাধিক। সেরকম অনেক স্কুলের দুজন শিক্ষককে গণনার ডিউটি দেওয়া হয়েছে। ফলে এই স্কুলগুলিতে একজন শিক্ষককে দিয়ে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত চারটি ক্লাস করাতে হবে। সেরকম একটি স্কুল হল খড়িবাড়ির ফুলবরজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষক

- দুজন শিক্ষক দিয়ে চলা কয়েকটি স্কুলের একজন করে শিক্ষককে গণনার ডিউটি দেওয়া হয়েছে
- ৩-৪ জন শিক্ষক দিয়ে চলা কিছু প্রাথমিক স্কুলের দুজন শিক্ষককে গণনার ডিউটি দেওয়া হয়েছে
- ফলে অনেক স্কুলেই একজন শিক্ষককে দিয়ে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত চারটি ক্লাস করাতে হবে

মহম্মদ ইরফান বলেছেন, 'একজন শিক্ষক বাদে বাকি তিনজনকেই গণনার কাজে ডেকেছে। একজন শিক্ষককে দিয়ে কি আর চারটে ক্লাস করানো সম্ভব? তবে আদালত রায় দিলেও কোনও শিক্ষকের সদিচ্ছা থাকলে ক্লাস করাবেন।'

আবার শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়ে ২৮ জন শিক্ষিকার মধ্যে ১৪ জন গণনার ডাক পেয়েছেন। একমাত্র ক্লার্কও গণনার কাজ করছেন। আগামী মাসে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা রয়েছে। ৫০ শতাংশ শিক্ষককে দিয়ে তা সামলানো অনেকটা কষ্টকর বলে দাবি প্রধান শিক্ষিকা সুষমা পালের। তিনি বলছেন, 'শুধু ক্লাস কিংবা পরীক্ষা নয়, একটি হাইস্কুলে প্রচুর কাজ থাকে। কম শিক্ষিকাকে দিয়ে সেটা সামলানো কষ্টকর।'

নকশালবাড়ির দেশবন্ধুপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষকের মধ্যে তিনজনই গণনার কাজ করছেন। সেখানকার শিক্ষক গোপাল পাল বলছেন, 'আমরা মিলেমিশে ক্লাস করাচ্ছি ছাত্রদের কথা ভেবে। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন, আদালতের রায়ে গণনায় অন ডিউটি নিয়ে ক্লাস করাবেন না, তাহলে কয়েকদিন পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটতে পারে।'

মার্গারেট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাজার খানের পড়ুয়া। সেখানে ২৮ জনের মধ্যে ১৪ জন শিক্ষক গণনায় ডাক পেয়েছেন। সেখানে এত পড়ুয়ার ক্লাস করানোতে হাঁপিয়ে উঠছেন ৫০ শতাংশ শিক্ষক। যদিও সেখানে সকালে স্কুল হচ্ছিল। এবার ওই শিক্ষকরা ক্লাস না করালে কিছু ক্লাস বার পড়া স্বাভাবিক।

এ নিয়ে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক বলেছেন, 'আদালতের রায়কে মেনেও ক্লাস করানোয় যাতে ফাঁকি না দেওয়া হয়, শিক্ষকদের সেটা দেখতে হবে।'

এদিকে, এবিটিএ-র দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু বলেছেন, 'শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষকদের বিষয়টিও দেখা প্রয়োজন। তাঁদের অধিকার দিয়েছে আদালত।'

বালি ফেলে হচ্ছে ভরাট
সরকারি বোর্ড সরিয়ে জমি দখলের চেষ্টা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : পঞ্চায়েতের তরফে লাগানো সাইনবোর্ড খুলে ফেলে সরকারি জমি দখলের চেষ্টা করছে মাফিয়ারা। এমন খবর পেয়েই শনিবার ঘটনাস্থলে সদলবলে পৌঁছে যান ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঠাকুরনগর এলাকায় ওই সরকারি জমি দখলের চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিধায়ক বলেছেন, 'জমিটি পুরোপুরি সরকারি জমি। এখানে সরকারের তরফেই কিছু তৈরি করা হবে। কোনওভাবেই জবরদখল চলবে না।'

ইস্টার্ন বাইপাস রোড ধরে ঠাকুরনগর রেলগেট পৌঁছানোর আগে রাস্তার পাশে দীর্ঘদিন ধরে প্রায় ৮-৯ কাঠার একটি খালি জমি পড়ে রয়েছে। সেই জমিতে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বোর্ডও লাগানো ছিল। তৃণমূল জমানায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ওই খালি জায়গায় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হবে। তবে সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র আজও তৈরি হয়নি। বরং বারবার জমি দখলের চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ।

শনিবার ফের ওই জায়গা দখলের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। জানা গিয়েছে, রাস্তা থেকে খানিকটা নীচুতে ওই জমি বালি ফেলে ভরাট করার কাজ চলছিল কয়েকদিন ধরে। সরকারি বোর্ডটি খুলে তলায় চাপা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে এদিন ওই জায়গায় যান বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, 'ফাঁকা জমি দেখলেই মাফিয়ারা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা কখনই মেনে নেওয়া হবে না। ওই জায়গায় সরকারি স্তরে কিছু তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

শিখা ওই জায়গায় ফের সরকারি বোর্ড বসানো এবং গেটে নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রশাসনকে। তবে কে বা কারা জমি দখলের চেষ্টা করছে, তাদের নাম-পরিচয় এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, '১-২ দিন ধরে জমিতে বালি ফেলা হচ্ছিল।'

আবার অনেকের দাবি, এই পুরো জমিটি সরকারি নয়। সব মিলিয়ে একাধিক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে স্থানীয়দের কাছে।

এ নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার স্পষ্ট বলেছেন, 'জায়গাটি সরকারি। আজ ওই জায়গায় কাজ চলছে শুনেছি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, সরকারি কোনও কাজ হচ্ছে না। তারপরই বিষয়টি ওপরমহলে জানাই।' তবে এ নিয়ে এখনও পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

> ফাঁকা জমি দেখলেই মাফিয়ারা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা কখনোই মেনে নেওয়া হবে না। ওই জায়গায় সরকারি স্তরে কিছু তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে।
>
> **শিখা চট্টোপাধ্যায়**
> *বিধায়ক, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি*

আলিপুরদুয়ারের স্কুল-কলেজে 'টাইগার ক্লাব'

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২২ অগাস্ট : আলিপুরদুয়ারের স্কুলগুলিতে কন্যাশ্রী কিংবা কনজিউমার ক্লাবের সক্রিয় উপস্থিতি দীর্ঘদিনের। বিভিন্ন সামাজিক ও সচেতনতামূলক কাজে যুক্ত থাকে এই ক্লাবগুলি। তবে এবার জঙ্গল, বন্যপ্রাণ এবং সার্বিক পরিবেশ রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দিতে অভিনব উদ্যোগ নিল বক্সা টাইগার রিজার্ভ (বিটিআর) কর্তৃপক্ষ। জেলার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে তৈরি হতে চলেছে 'টাইগার ক্লাব'। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পরিবেশ সচেতনতার মূলস্রোতে শামিল করাই এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

প্রথম দফায় জেলার বাছাই করা ১০০টি স্কুলে এই ক্লাব তৈরি করা হবে। পরবর্তী ধাপে বিভিন্ন কলেজেও ছড়িয়ে দেওয়া হবে এই কর্মসূচি। বিটিআর-এর জঙ্গলে ফের বাঘ পুনর্বাসনের জোর প্রস্তুতি চলছে। আগামী ২ অক্টোবর সেখানে বাঘ ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তার প্রাক্কালে জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলির পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাঘ সংরক্ষণ ও বনাঞ্চল সুরক্ষার বার্তা পৌঁছে দিতে কোমর বাঁধছে বন দপ্তর।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের এক বনকর্তা এই প্রসঙ্গে বলেন, 'এই ক্লাবগুলি সারা বছর ধরে কাজ করবে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে পরিবেশ নিয়ে সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি। স্কুল ও কলেজের ছেলেমেয়েরাই আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। তারা যদি পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ রক্ষায় সচেতন হয়, তবে সমাজের অন্যান্য স্তরেও সেই বার্তা দ্রুত পৌঁছে যাবে।'

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই আগ্রহী স্কুলগুলির তালিকা চূড়ান্ত করে যোগাযোগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কীভাবে এই ক্লাব পরিচালিত হবে, সেই রূপরেখাও ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ক্লাবে সদস্য সংখ্যা হবে ১৫ থেকে ২০ জন। হাইস্কুলগুলির ক্ষেত্রে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা সদস্য হতে পারবে। কলেজের ক্ষেত্রে প্রথম সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীদের জন্যই ক্লাবের দরজা খোলা থাকবে। সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একজন করে শিক্ষককে 'নোডাল টিচার' হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হবে।

শুধু নামেই ক্লাব নয়, পড়ুয়াদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও পাঠ দিতে প্রতি মাসে অন্তত একদিন স্কুল ও কলেজে যাবেন বন আধিকারিকরা। স্কুলগুলিতে মূলত রেঞ্জ অফিসার এবং বিট অফিসাররা ক্লাস নেবেন। প্রয়োজনে সেখানে যাবেন এডিএফও-রাও। আবার কলেজের ক্ষেত্রে ক্লাস নিতে যাবেন ফিল্ড ডিরেক্টর (এফডি), ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর (ডিএফডি) এবং এডিএফও পদমর্যাদার শীর্ষ কর্তারা। বনকর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরাও এই ক্লাবের মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচারে অংশ নেবেন। সব মিলিয়ে, ক্লাসরুম থেকে বনাঞ্চল রক্ষার এই পাঠ কতটা ফলপ্রসূ হয়, এখন সেদিকেই নজর পরিবেশপ্রেমীদের।

আতঙ্কে বাজি ফাটিয়ে বাগানে ঢুকছেন শ্রমিকরা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২২ অগাস্ট : চা পাতা তুলতে যাওয়ার আগে বাজি ফাটিয়ে তবেই দলবেঁধে বাগানে ঢুকছেন শ্রমিকরা। চিতাবাঘের আতঙ্কেই এমনটা করছেন তাঁরা। চিতাবাঘ নিয়ে গত সোমবার থেকেই নিশ্চিন্তপুর চা বাগানের শ্রমিকরা বেশ আতঙ্কে রয়েছেন। শ্রমিকদের কেউ কেউ আবার প্লাস্টিকের বোতলে পাথর ঢুকিয়ে শব্দ করতে করতে পাতা তুলছেন, যাতে সেই শব্দ শুনে চিতাবাঘ দূরে চলে যায়।

গত সোমবার নিশ্চিন্তপুর চা বাগানে কাজ করার সময় চিতাবাঘের হামলায় গুরুতর আহত হন সজনী কুজুর নামে এক শ্রমিক। তাঁকে তড়িঘড়ি মাটিগাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও আতঙ্ক এতটুকু কমেনি বাগান এলাকায়। শ্রমিকদের দাবি, বন দপ্তর খাঁচা বসিয়ে চিতাবাঘ ধরলে তবেই আমরা নিশ্চিন্তে পাতা তুলতে পারব। তবে বন বিভাগ এখনও খাঁচা না বসানোয় ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের একাংশ। জোসিন্তা কুজুর নামে এক শ্রমিকের কথায়, 'পাতা তোলার সময় মাঝেমাঝেই চিতাবাঘ দেখি। বছরখানেক আগেও একজনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল একটা চিতাবাঘ। আমরা কাছেই

ছিলাম। আমাদের চিৎকারে পালিয়ে যায়। সোমবারের ঘটনার পর খুবই ভয় করছে।'

শ্রমিকদের অভিযোগ, সোমবার পাতা তোলার সময় চিতাবাঘের আক্রমণে আহত হওয়ার পর বনকর্মীরা এসে প্রাথমিক তদন্ত করে চলে গিয়েছেন। কিন্তু চিতাবাঘ ধরার জন্য কোনও খাঁচা বসানোর ব্যবস্থা করেননি। ফলে প্রতিদিন পাতা তোলার আগে বাজি ও পটকা ফাটিয়ে চিতাবাঘ তাড়ানোর চেষ্টা করছেন শ্রমিকরা। হাতে প্লাস্টিকের বোতলে পাথর ভরে বিশেষ ধরনের শব্দ তৈরি করা হচ্ছে, যাতে ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকা চিতাবাঘ দূরে চলে যায়।

নান্দি মুন্ডা নামে আরেক শ্রমিক বলেছেন, '১৫ দিন আগে বাগানে হাতি ঢুকেছিল। এবারে চিতাবাঘ। বাগানের পরিস্থিতি করার শ্রমিকরা এখানে মাঝেমাঝেই চিতাবাঘ দেখেন। ফরেস্টের লোক এসেছিল। বলেছে, পাতা তোলার আগে বাজি ফাটাতে। আমরা বাজি ফাটাচ্ছি। বোতলে পাথর ভরে শব্দ করছি। যদি পালিয়ে যায়।'

বন বিভাগের সুকনা রেঞ্জের এক আধিকারিক বলেছেন, 'এক শ্রমিক চিতাবাঘের আক্রমণে আহত হয়েছিলেন। তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। আহত হওয়ায় বন বিভাগের নিয়ম অনুসারে ক্ষতিপূরণের ফর্ম ফিলআপ করানো হয়েছে। খাঁচা বসানোর জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। অনুমতি মিললে খাঁচা বসানো হবে।'

হাসপাতালের কাছে চিতাবাঘ

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : দার্জিলিং জেলা সদর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় চিতাবাঘের দর্শন ঘিরে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। শুক্রবার রাতের একটি সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়েছে, যেখানে হাসপাতালের পিছনে একটি চিতাবাঘকে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। যদিও এমন খবর নেই বলে হাসপাতালের তরফে দাবি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতালের ঠিক নীচেই বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং তার নীচে জঙ্গল। সেখান থেকে এর আগেও চিতাবাঘ বেরিয়েছিল। শহরের একাধিক ওয়ার্ডের রাস্তাতেও মাঝেমধ্যে চিতাবাঘ দেখা যায়।

ইসলামপুর পুরসভাকে নোটিশ দমকলের

ইসলামপুর ও শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : ইসলামপুর দমকল দপ্তর শনিবার পুরসভার অতিথিনিবাস এবং হলঘরে অভিযান চালায়। অভিযান চালানো হয় শহরের বেশ কিছু হোটেল এবং লজেও। অগ্নি-নিরাপত্তা শংসাপত্র দেখাতে না পারায় ইসলামপুরের নিউটাউন রোডের একটি হোটেলকে নোটিশ ধরায় দমকল দপ্তর। বাস টার্মিনাস সংলগ্ন আরেক হোটেলও লাইসেন্স দেখাতে পারে না। সেই হোটেলটি নতুন হওয়ায় দ্রুত লাইসেন্স করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি, বাস টার্মিনাসের পুর অতিথিনিবাস ও পুরসভা ভবনে অগ্নি-নিরাপত্তা পরিকাঠামো ও লাইসেন্স না থাকায় ইসলামপুর পুরসভাকে নোটিশ করা হয়।

সম্প্রতি তারাপীঠের একটি এবং কলকাতার একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে অনেকে মারা যান। তারপর থেকেই সরকার রাজ্যের সমস্ত হোটেল, লজ ও গেস্টহাউসে অগ্নি-নিরাপত্তা শংসাপত্র বা ফায়ার সেফটি লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করেছে। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবিষয়ে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই কারণেই ইসলামপুরের বিভিন্ন হোটেলে এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে দমকল দপ্তর।

ইসলামপুর দমকল বিভাগের স্টেশন অফিসার শম্ভুনাথ ঘোষ বলেন,

অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখছেন দমকলকর্মীরা। ইসলামপুরে।

'এদিনের অভিযানে দুটি হোটেল ফায়ার সেফটি লাইসেন্স দেখাতে পারেনি। একটি হোটেলকে নোটিশ করা হয়েছে। আরেকটি হোটেল যেহেতু নতুন তাই সেই হোটেলটিকে শীঘ্র লাইসেন্স তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। সার্টিফিকেট দেখাতে না পারায় পুরসভাকে নোটিশ করা হয়েছে।'

এবিষয়ে ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'দমকলের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া হবে। ওরা যা নির্দেশ দেবে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।'

যেই হোটেলকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে তার মালিক মনজয় পাল বলেন, 'আমার কাছে সমস্ত কাগজ আছে। তবে ফায়ার সেফটির জন্য পাম্পের কাজ চলছে। আমি আধিকারিকদের বিষয়টি জানাব।'

এদিন জলপাইগুড়ি দমকল দপ্তরের তরফে এনজেপি এলাকার বিভিন্ন হোটেলে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে, এই এলাকার একাধিক হোটেলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত একাধিক খামতি নজরে এসেছে। ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার অমলেশ বড়ুয়া বলেন, 'হোটেলে ঢোকা-বেরোনোর জায়গা, জানালা, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখা হয়েছে। কিছু কিছু হোটেলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় খামতি দেখা গিয়েছে। সেগুলোকে আমরা নোটিশ করেছি।'

রাহুলের লক্ষ্য, শিক্ষা ও পরীক্ষাব্যবস্থার সংস্কার

কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে রিপোর্ট তলব

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : বিজেপির 'ওয়ান ডে, ওয়ান ইউনিভার্সিটি' কর্মসূচির পাল্টা রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষা সংস্কারকে সামনে রেখে নিজেদের হাতে থাকা রাজ্যগুলির জন্য নির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরির উদ্যোগ নিল কংগ্রেস। দলের মুখ্যমন্ত্রীদের আগামী এক মাসের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সেই রিপোর্ট কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের কাছেও জমা দেওয়ার কথা।

কংগ্রেস সূত্রের খবর, শিক্ষাক্ষেত্রে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সংস্কারের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের দিকগুলিও এই রিপোর্টে তুলে ধরতে বলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার এবং দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা শূন্যপদ পূরণের রূপরেখা। পাশাপাশি জাতপাতের ভিত্তিতে বৈষম্য মোকাবিলায় 'রোহিত ভেমুলা আইন' এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস-সহ পরীক্ষায় অনিয়ম রুখতে রাজ্যস্তরে পৃথক আইন প্রণয়নের সম্ভাবনাও রিপোর্টে উল্লেখ করতে বলা হয়েছে। কংগ্রেসের রাজনৈতিক মূল্যায়ন, পড়ুয়া ও তরুণদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার বর্তমানে কিছুটা 'ব্যাকফুটে'। সেই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের প্রশ্নে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই আরও জোরদার করতে চাইছে দল। কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করছে, শুধুমাত্র সরকারের সমালোচনা নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে বিকল্প নীতি ও বাস্তবায়নযোগ্য রোডম্যাপও সামনে রাখা প্রয়োজন।

- শিক্ষা ও পরীক্ষা সংস্কারে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলির জন্য তৈরি হবে রোড ম্যাপ
- এই সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি
- বিজেপির ওয়ান ডে, ওয়ান ইউনিভার্সিটির পালটা কৌশল হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। সূত্রের খবর, বৈঠকে দলের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা কানহাইয়া কুমার, পড়ুয়া ও তরুণদের উত্থাপিত বিভিন্ন দাবির কথা তুলে ধরেন। তার মধ্যে শিক্ষাবর্ষের নির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার এবং নিয়োগের জন্য পৃথক ক্যালেন্ডারের দাবিও ছিল। এরপরই মুখ্যমন্ত্রীদের এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট তৈরি করে খাড়গের কাছে জমা দিতে বলেন রাহুল। শিক্ষার বেসরকারিকরণ নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীদের নির্দিষ্ট পদক্ষেপের কথা জানাতে বলা হয়েছে। রাহুলের বক্তব্য, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষাতেই সীমাবদ্ধ নেই, বেসরকারি ইক্যুইটি সংস্থাগুলিও এখন স্কুলশিক্ষায় বিনিয়োগ করছে। এই পরিস্থিতিতে স্কুলগুলিকে বেসরকারিকরণের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং বেসরকারিকরণ নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকারগুলি কী পদক্ষেপ নিতে পারে, তা রিপোর্টে স্পষ্ট করার কথা বলেছেন তিনি। সম্প্রতি জেন জেডের মন পেতে মোদি সরকার ঠিক করেছে, প্রতিদিন একজন করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেশের একটি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন। সেখানে পড়ুয়াদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন, তাঁদের উদ্বেগ ও সমস্যার কথা শুনবেন এবং দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করবেন। তার জবাবে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের প্রতি রাহুল গান্ধির এই নির্দেশিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

পিতৃতন্ত্র নিপাত যাক... 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ' মহিলা স্পেশাল মহা র‍্যালিতে রাহুল গান্ধি। শনিবার পুনেতে।

জেন-জেডের মনের নাগাল পেতে একাধিক উদ্যোগ টিম নবীনের

বন্দে মাতরমে আপস নয়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : বন্দে মাতরম নিয়ে কোনওপ্রকার আপসের রাস্তায় হাঁটতে নারাজ বিজেপি। বরং কংগ্রেস যেভাবে জাতীয় গানের দুটি স্তবক গাওয়ার ব্যাপারে জোরালো সওয়াল করেছে তার বিরুদ্ধে এবার প্রচারে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গেরুয়া শিবির। শনিবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের সভাপতিত্বে দলের সদ্য ঘোষিত ৬৫ জন পদাধিকারীর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকের পর শনিবাসরীয় সন্ধ্যায় বিজেপির নতুন পদাধিকারীদের সঙ্গে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে দলীয় দপ্তরে স্বাগত জানান বিজেপি সভাপতি। একসঙ্গে ছবিও তোলেন সবাই। এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, মহাত্মা গান্ধির বাণী তুলে ধরে দেশজুড়ে প্রচারে নামা হবে। রাজনৈতিক সুবিধা বা তোষণের রাজনীতির জন্য জাতীয় গানের সঙ্গে কোনওপ্রকার আপস করা হবে না। বন্দে মাতরমের গৌরবময় ঐতিহ্য তুলে ধরে দেশের প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে বিজেপির তরফে।

নীতিন নবীন জানিয়েছেন, 'বন্দে মাতরম-এর ইতিহাস, অর্থ, জাতীয় গুরুত্ব এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে তার ভূমিকা দেশজুড়ে মানুষের কাছে তুলে ধরতে দল একটি দেশব্যাপী প্রচার চালাবে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে এই প্রচারের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে নতুন প্রজন্ম বন্দে মাতরম-এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে পারে। বন্দে মাতরমের পাশাপাশি জেন জেডের মন জয়েও একাধিক উদ্যোগ গ্রহণের কথা শোনা গিয়েছে বিজেপির বৈঠকে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জেন-জেডের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়াতে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। দলে রয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন স্বয়ং, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক স্মৃতি ইরানি ও বিনোদ তাওড়ে, গুজরাতের মন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি এবং ছত্তীসগঢ়ের মন্ত্রী ওপি চৌধুরী-সহ আরও কয়েকজন নেতা।

বিজেপির নতুন পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার নয়াদিল্লিতে।

তরুণ প্রজন্মের ভাবনা, সমস্যা, প্রত্যাশা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সরাসরি জানাই হবে এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। তরুণদের বিজেপি নেতাদের কাছে সরাসরি প্রশ্ন করার এবং নিজেদের মতামত জানানোরও কিভাবে সুযোগ দেওয়া যায় আলোচনা হয়েছে তা নিয়েও। এই উদ্যোগের আওতায় 'যুবা সংবাদ' কর্মসূচির মাধ্যমে ১৪ থেকে ২৫ বছর বয়সি তরুণদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। আলোচনা ও সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের চিন্তাভাবনা ও সমস্যাগুলি বোঝার চেষ্টা করবে দল। আগামী মাস থেকেই এই ধরনের জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করার প্রস্তুতি চলছে বলে দলীয় সূত্রে খবর।

২০২৭ সালে উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর ও গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। এই সাত রাজ্যে ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সি ভোটারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য রকমের। উত্তরপ্রদেশে ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী ভোটারের সংখ্যা প্রায় ২১ শতাংশ, গুজরাটে ২৩ শতাংশ, পাঞ্জাবে ২১ শতাংশ, উত্তরাখণ্ডে ২২ শতাংশ, হিমাচলে ২২ শতাংশ, মণিপুরে ২৪ শতাংশ এবং গোয়াতে প্রায় ২০ শতাংশ। ফলে তরুণ ভোটারদের মন জয় করতে পারলে একাধিক আসনে নির্বাচনী ফলাফলে তার প্রভাব পড়তে পারে, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

তবে বিজেপির সাংগঠনিক পরিকল্পনা শুধু নির্বাচন ও তরুণ ভোটারদের ঘিরে নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনজীবনে ২৫ বছর পূর্তিকে সামনে রেখে দেশজুড়ে 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এরও প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়ে জানিয়েছেন, 'প্রতি বছর ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে দল দেশজুড়ে সেবা পক্ষ পালন করে। এবার তার পরিধি আরও বাড়িয়ে মাসব্যাপী সেবা সংকল্প অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

শ্বশুরবাড়ির বেধড়ক মারে প্রাণ গেল ইঞ্জিনিয়ারের

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : ঘরোয়া বিবাদের করুণ পরিণতি। শ্বশুরবাড়ির লোকদের হাতে মার খেয়ে প্রাণ হারালেন দিল্লির এক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। মৃতের নাম বিনয় গুপ্তা (৩১)। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির দ্বারকা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রের খবর, স্ত্রীর সঙ্গে বচসার জেরে বিনয়কে বেধড়ক মারধর করেন শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা। গুরুতর আহত অবস্থায় বিনয়কে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের অভিযোগ, বিনয় ও তাঁর স্ত্রী শিবানীর মধ্যে প্রায়ই ঝামেলা হত। ঘটনার দিন শিবানী তাঁর পরিবারের সদস্যদের ডেকে পাঠান। বিনয়ের দাদা বিশাল গুপ্তার দাবি, 'আমাদের জানানো হয়েছিল শিবানীর কাকা ও দুই ভাই গোলমাল মেটাতে আসছে। কিন্তু তারা এসেই বিনয়ের ওপর হামলা চালায়। নির্মমভাবে মারধর করতে শুরু করে।'

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বিনয়কে ঘর থেকে টেনে এনে লাঠি ও লোহার রড দিয়ে মারা হয়। বাধা দিতে গেলে বিনয়ের পরিবারের অন্য সদস্যদেরও হুমকি দেওয়া হয়। এই ঘটনায় পুলিশ শিবানীর কাকা ও দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

হাফিজকে সমন পাঠাচ্ছে এনআইএ

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হামলার মূল ষড়যন্ত্রকারী তথা লস্কর-ই-তৈবার মাথা হাফিজ সঈদকে সমন পাঠাচ্ছে এনআইএ। জম্মুর বিশেষ এনআইএ আদালতের এই নির্দেশিকা বিদেশমন্ত্রকের মাধ্যমে কূটনৈতিক চ্যানেলে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রককে পাঠানো হবে। ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল পহলগামের হামলায় ২৫ জন পর্যটক সহ ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এই হামলায় পর্যটকদের ধর্মীয় পরিচয় দেখে বেছে বেছে নিশানা করা হয়েছিল। মামলায় ইতিমধ্যেই পাকিস্তানি জঙ্গি হাফিজের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করেছে বিশেষ আদালত।

গত জুলাই মাসে অতিরিক্ত চার্জশিটে লস্কর এবং তার ছায়া সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ)-এর প্রধান হিসাবে হাফিজের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করে এনআইএ। এর আগে গত বছরের ডিসেম্বরে ১,৫৯৭ পাতার মূল চার্জশিটে পাকিস্তানি হ্যান্ডলার সাজিদ জাট এবং স্থানীয় দুই সহায়তাকারীর নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। তদন্তকারীদের দাবি, পাকিস্তান থেকে ভারতে জঙ্গি হামলার ষড়যন্ত্রে হাফিজের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। সম্পূর্ণ আইনি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরও হাফিজ যদি আদালতে হাজির হতে ব্যর্থ হয়, তবে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ৩৫৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী তার অনুপস্থিতিতেই বিচারপ্রক্রিয়া চালানো হবে। বর্তমানে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও প্রত্যর্পণ চুক্তি নেই। পাকিস্তান দাবি করে যে, লাহোরের বাসিন্দা হাফিজ তাদের হেপাজতে বন্দি রয়েছে। যদিও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির অভিযোগ, আন্তর্জাতিক স্তরের শাস্তিমূলক পদক্ষেপ থেকে হাফিজকে আড়াল করার চেষ্টা করছে পাকিস্তান।

অন্যদিকে, ২০০৮ সালের ২৬/১১ মুম্বই হামলার মামলাতেও হাফিজ সহ পলাতক পাকিস্তানি অভিযুক্তদের অনুপস্থিতিতে বিচার শুরু করার তোড়জোড় চলছে। এই মর্মে ইন্টারপোলের মাধ্যমে নোটিশ পাঠাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে আবেদন করেছে মুম্বই পুলিশ। বিশেষ সরকারি আইনজীবী উজ্জ্বল নিকম বিশেষ আদালতকে জানিয়েছেন, 'পাকিস্তানে বসবাসকারী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে আদালতের নির্দেশ জারি করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে চিঠি লিখেছি।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই অনুরোধের প্রাপ্তিস্বীকার করে বিষয়টির অগ্রগতি জানাতে সময় চেয়েছে।

পাট চাষে ব্যস্ত চাষিরা। শনিবার অসমের নগাঁওয়ে।

নরেন্দ্র মোদির শাসনের ২৫ বছর, বাংলায় মহোৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাংবিধানিক জীবনের ২৫ বছর, তাই 'সেবা সংকল্প মহোৎসব' সফল করতে প্রতিটি জেলায় বিশেষ কর্মসূচি, বঙ্গ বিজেপিকে বড় করে আয়োজনের পরামর্শ কেন্দ্রের।

দলের নতুন পদাধিকারীদের নিয়ে শনিবারের বৈঠকে এই কর্মসূচির প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হয়েছে। মূল কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'মোদি@২৫ সেবা সংকল্প মহোৎসব'। দলের সাংগঠনিক কাঠামোকে কাজে লাগিয়ে দেশের প্রতিটি প্রান্তে এই কর্মসূচি পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি।

শনিবারের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী, রাজ্য নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক বঙ্গ বিজেপি নেতা। সূত্রের খবর, বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়। বিশেষ করে, রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর 'মোদি ২৫' কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গকে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে ব্যাপক আকারে অনুষ্ঠান করার পরামর্শ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

দলীয় সূত্রের দাবি, এবারই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। সেই কারণে মোদির সাংবিধানিক জীবনের ২৫ বছর পূর্তিকে বাংলায় আরও বিশেষভাবে পালন করার বার্তা দেওয়া হয়েছে। শুধু আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই উপলক্ষকে পৌঁছে দিতে সাংগঠনিক স্তরে একাধিক কর্মসূচি নেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। দেশজুড়ে কর্মসূচি সফল করতে প্রতিটি রাজ্যে সাত সদস্যের একটি করে দল গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির।

শিখ বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : সদ্যপ্রয়াত কংগ্রেস নেতা তথা শিখবিরোধী হিংসাকাণ্ডের অন্যতম দোষী সজ্জন কুমারকে হিরো এবং রোল মডেল বলায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বাড়ির বাইরে শনিবার বিক্ষোভ দেখাল একাধিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার। দিল্লি শিখ গুরুদোয়ারা ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি হরমিত সিং কালকা এবং সাধারণ সম্পাদক জগদীপ সিং খালোনের নেতৃত্বে একদল প্রতিবাদী রাহুলের ৫ সুনেহরি বাগ রোডের বাংলোর বাইরে বিক্ষোভ দেখান। এই ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

রাহুলের বাড়ির বাইরে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। বিক্ষোভকারীদের সাফ কথা, 'সজ্জন কুমারের মৃত্যুর পর কংগ্রেসের কিছু নেতা তাঁকে যেভাবে আমাদের নায়ক বলে আখ্যা দিয়েছেন তা অত্যন্ত আপত্তিকর। রাহুল গান্ধিকে এর ব্যাখ্যা দিতে হবে।'

মননের ইস্তফার দাবি কাউন্সিলে

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : নালসার কাণ্ডের জেরে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার (বিসিআই) অন্দরে অস্বস্তিতে চেয়ারম্যান মননকুমার মিশ্র। আগ বাড়িয়ে নালসারের স্নাতকদের আইনজীবী হিসেবে নথিভুক্ত করা হবে না বলায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত প্রথমে তাঁকে ধমকেছিলেন। এবার বিসিআইয়ের কো-চেয়ারম্যান তথা বরিষ্ঠ আইনজীবী ওয়াইআর সদাশিব রেড্ডি মনন কুমার মিশ্রের পদত্যাগ দাবি করে চিঠি দিয়েছেন। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ মননকুমার মিশ্র অবশ্য তাঁর ইস্তফার দাবি খারিজ করে দিয়েছেন। এর আগে ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকেও মননের ইস্তফার দাবি তুলেছিলেন।

রেড্ডি স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন, দেশের আইনজীবী সমাজ আরও ভালো পরিষেবা পাওয়ার যোগ্য। এই চিঠি পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে মননকুমার মিশ্রকে চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে। রেড্ডি লিখেছেন, 'আপনার প্রতি আমার ব্যক্তিগত কোনও বিদ্বেষ নেই। আপনি এই চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় সংস্থাটি আর আগের অবস্থায় ফিরতে পারবে না।'

পাশাপাশি মনন কুমার মিশ্রের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম ও স্বজনপোষণের মারাত্মক অভিযোগও তুলেছেন রেড্ডি। তাঁর দাবি, বিসিআই-এর প্রায় ১৫০ কোটি টাকার তহবিল তছরুপ করা হয়েছে। সংস্থায় অবৈধভাবে পরিজনদের নিয়োগ এবং নালসার পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে বেআইনি পদক্ষেপ নেওয়ার অভিযোগও সামনে এনেছেন তিনি।

ঝাড়খণ্ডের বুকে আদিমতম প্রাণের স্পন্দন

৩৫০ কোটি বছরের প্রাচীন পাথরে যুগান্তকারী প্রমাণ

জামশেদপুর, ২২ অগাস্ট : সময়টা ২০১২ সাল। ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দক্ষিণে ভিতরদারি গ্রামের এবড়োখেবড়ো রুক্ষ প্রান্তর ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন ভারতের এক তরুণী জিওলজিস্ট ত্রিশ্রোতা চৌধুরী। হঠাৎ তাঁর নজর কাড়ল এক অদ্ভুত দর্শন পাথর। সিলিকা-সমৃদ্ধ সেই প্রাচীন পাথরের গায়ে সাদা-কালো ডোরাকাটা দাগ। কালো অংশগুলো কি নিছকই খনিজ, নাকি কোটি কোটি বছর আগেকার কোনও আদিম প্রাণের রেখে যাওয়া কার্বনের ছাপ? সেই এক মুহূর্তের কৌতূহল থেকেই শুরু হয়েছিল এক দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক অভিযান। দীর্ঘ বারো বছরের অক্লান্ত গবেষণার পর আজ সেই কৌতূহলই জন্ম দিল এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের। সম্প্রতি আমেরিকার একটি অত্যন্ত নামজাদা বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ত্রিশ্রোতা ও তাঁর সহ-গবেষকদের একটি গবেষণাপত্র। সেখানে দাবি করা হয়েছে, জামশেদপুরের কাছে পাওয়া ওই পাথরটির বয়স প্রায় তিনশো পঞ্চাশ কোটি বছর এবং এর পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে পৃথিবীর বুকে আদিমতম প্রাণের সরাসরি রাসায়নিক প্রমাণ।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, চার্ট নামক ওই পাথরের গায়ে থাকা অতি ক্ষুদ্র কালো দাগগুলো আসলে আণুবীক্ষণিক জীবাণুদের তৈরি একপ্রকার পাতলা চাদরের জীবাশ্ম। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বিজ্ঞানী ত্রিশ্রোতা চৌধুরী জানান, এই পাথরে সংরক্ষিত রাসায়নিক গঠন প্রমাণ করে, সাড়ে তিনশো কোটি বছর আগেও পৃথিবীতে এমন প্রাণের অস্তিত্ব ছিল যারা কার্বন ডাইঅক্সাইডকে অত্যন্ত সুচারুভাবে জৈব পদার্থে রূপান্তরিত করতে জানত। পৃথিবীর জন্ম আজ থেকে প্রায় চারশো ষাট কোটি বছর আগে হলেও ঠিক কবে প্রথম প্রাণের উন্মেষ ঘটেছিল, তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। গত একদশকে কানাডার কুইবেক, গ্রিনল্যান্ড বা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় প্রাণের আদিমতম প্রমাণ মেলার দাবি উঠেছে। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞেরই মতে, নিরন্তর ভৌগোলিক পরিবর্তনের ফলে জৈবিক আর অজৈবিক কার্বনের পার্থক্য করাটা ওই পুরোনো পাথরগুলোতে বেশ কঠিন। ঠিক এখানেই বাজিমাত করেছে ঝাড়খণ্ডের সিংভূম এলাকা। ২০১৪ সাল থেকে বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন এই ভূখণ্ডে কাজ শুরু করেন ত্রিশ্রোতা। ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অত্যাধুনিক লেজার প্রযুক্তির সাহায্যে পাথরের কার্বন প্রোফাইল ও আণবিক গঠন বিশ্লেষণ করেন তিনি। তাতেই জৈবিক কার্বনের অস্তিত্ব একেবারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ওমানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক রজত মজুমদার জানান, তাঁদের গবেষণার সবচেয়ে বড় সাফল্য হল তাঁরা পাথরের নমুনাগুলোর বয়স সরাসরি নির্ধারণ করতে পেরেছেন। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকাতেও এমন পাথর মিলেছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলোর বয়স সরাসরি মাপা যায়নি, আশপাশের পাথর দেখে অনুমান করতে হয়েছে। বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের ধারণা, আদিম যুগে সমুদ্রের তলদেশে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের কাছেই প্রথম প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। সেই প্রচণ্ড তাপ ও খনিজ-সমৃদ্ধ পরিবেশই প্রাণের বিকাশের রসদ জুগিয়েছিল।

সিংভূমের প্রাচীন পাথরগুলোতেও সেই জলের তলার আগ্নেয় পরিবেশের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। অর্থাৎ, জামশেদপুরের অদূরে ভিতরদারির ওই রুক্ষ প্রান্তর একদিন হয়তো পৃথিবীর বুকে প্রাণের প্রথম আঁতুড়ঘর ছিল। আর এক বাঙালি বিজ্ঞানীর হাত ধরেই সেই সাড়ে তিনশো কোটি বছর আগের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস আজ দিনের আলো দেখল।

'স্ত্রী আয় করলেও সন্তানের প্রতি বাবার দায়িত্ব কমে না'

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : স্ত্রী নিজে সচ্ছল বা চাকরিজীবী হলেও সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণে বাবার আর্থিক দায় কোনওভাবেই কমে না। এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি নির্দেশ খারিজ করে বৃহস্পতিবার এই গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার

রায় সুপ্রিম কোর্টের

ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব পাটিগণিতের নিয়মে ভাগ করা যায় না।

২০০৬ সালে পেশায় চিকিৎসক সুজাতা কুমারী ও ডক্টর রাহুল কুমারের বিয়ে হয়। দাম্পত্য কলহ ও অশান্তির জেরে নয় ও আট বছরের দুই নাবালিকা কন্যাকে নিয়ে স্বামীর বাড়ি ছাড়েন সুজাতা। এরপর সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। ফ্যামিলি কোর্ট দুই মেয়ের জন্য প্রতি মাসে মোট ৬০ হাজার টাকা অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোশের নির্দেশ দেয়। কিন্তু স্ত্রী নিজে মাসে দেড় লক্ষ টাকা আয় করেন এই যুক্তিতে এলাহাবাদ হাইকোর্ট সেই খোরপোশের অঙ্ক কমিয়ে ৩০ হাজার টাকা করে দেয়। সেই নির্দেশই বৃহস্পতিবার বাতিল করে শীর্ষ আদালত।

স্বামীর নিজস্ব মাসিক আয় ২ লক্ষ টাকা উল্লেখ করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতা বলেন, 'স্ত্রী উপার্জন করেন বলেই বাবার আর্থিক দায় অর্ধেক হয়ে যায় না। সন্তানরা মায়ের কাছে থাকে। মা চাকরি করার পাশাপাশি তাদের দৈনন্দিন যত্ন নেন ও বড় করে তোলেন। মায়ের

এই অবদান টাকা দিয়ে মাপা যায় না, এটিই আসলে বড় অবদান।' ফ্যামিলি কোর্টের ৬০ হাজার টাকার নির্দেশ পুনর্বহাল রেখে আদালত স্পষ্ট জানায়, দুই স্কুলপড়ুয়া মেয়ের শিক্ষা ও প্রতিপালনের জন্য এই টাকা কোনওভাবেই বেশি নয়।

জলযুদ্ধ... উত্তর ফিলিপিন্সের হাপাও নদীতে। শনিবার।

আইনপ্রণেতারাই যখন কাঠগড়ায়

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : যাঁরা দেশের আইন গড়েন, তাঁরাই কি সবচেয়ে বেশি আইন ভাঙেন? আর ভাঙলেও আইনের দীর্ঘসূত্রিতার সুযোগ নিয়ে অনায়াসেই পার পেয়ে যান? সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়া একটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট অন্তত সেই রূঢ় বাস্তবের দিকেই আঙুল তুলছে। রিপোর্ট বলছে, গোটা দেশে বর্তমান ও প্রাক্তন সাংসদ-বিধায়কদের বিরুদ্ধে বর্তমানে চার হাজার একশো বিরানব্বইটি ফৌজদারি মামলা বিচারের অপেক্ষায় ঝুলে রয়েছে। এর মধ্যে পাঁচশো উনিশটি মামলার বয়স একদশকেরও বেশি।

সাংসদ ও বিধায়কদের বিরুদ্ধে ঝুলে থাকা অপরাধমূলক মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলায় শীর্ষ আদালত নিযুক্ত সহায়তাকারী এবং প্রবীণ আইনজীবী বিজয় হানসারিয়া সম্প্রতি তাঁর বাইশতম রিপোর্টটি জমা দিয়েছেন। বিভিন্ন হাইকোর্ট এবং তাদের ওয়েবসাইটের তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই এই চাঞ্চল্যকর পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

রিপোর্টের সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য হল, দেশের আঠাশটি রাজ্যের মধ্যে চোদ্দোটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই ফৌজদারি মামলা চলছে। এই তালিকায় সবার ওপরে রয়েছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি, যাঁর বিরুদ্ধে উননব্বইটি মামলা রয়েছে। এরপরই রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, যাঁর বিরুদ্ধে উনত্রিশটি মামলা ঝুলছে। তালিকায় নাম রয়েছে কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কেরলের মুখ্যমন্ত্রীদেরও। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, সাতশো চুয়ান্নটি মামলা পাঁচ থেকে দশ বছর ধরে এবং পাঁচশো বাষট্টিটি মামলা তিন থেকে পাঁচ বছর ধরে ঝুলে আছে। এক হাজার পঁচানব্বইটি মামলা তিন বছরের কম সময় ধরে চলছে। সাতশোটি মামলা এখনও তদন্তের স্তরেই আটকে আছে এবং তিনশো ষাটটি মামলায় তিন বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও পুলিশ এখনও চার্জশিট জমা দিতে পারেনি। সবচেয়ে বেশি বকেয়া মামলা রয়েছে উত্তরপ্রদেশে। এরপরই রয়েছে কেরল, বিহার, মহারাষ্ট্র এবং ওডিশা।

চার হাজারের বেশি মামলা

২০১৭ সালে শীর্ষ আদালত সাংসদ-বিধায়কদের মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য দশটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বারোটি বিশেষ আদালত গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু প্রবীণ আইনজীবী তাঁর রিপোর্টে জানাচ্ছেন, আদালতের কড়া নির্দেশ সত্ত্বেও বাস্তব অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। বিশেষ আদালতগুলোতে সাধারণ মামলার প্রবল চাপ, বারবার শুনানি পিছনোর আবেদন, অভিযুক্ত প্রভাবশালী নেতাদের গরহাজিরা এবং হাইকোর্টগুলোর যথাযথ নজরদারির অভাবেই বিচারপ্রক্রিয়া কার্যত প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। আগামী ১৮ অগাস্ট তিন বিচারপতির বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। সেখানে বিজয় হানসারিয়া সুপারিশ করেছেন, বকেয়া মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিশেষ আদালতগুলো যেন শুধুমাত্র জনপ্রতিনিধিদের মামলাই শোনে। তিন বছরের বেশি পুরোনো মামলাগুলোর রোজ শুনানি হওয়া প্রয়োজন। অভিযুক্ত নেতা পরপর দু'দিন হাজিরা না দিলে অবিলম্বে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারিরও কড়া সুপারিশ করা হয়েছে এই রিপোর্টে। এখন দেখার, রাজনীতিকে অপরাধমুক্ত করতে সুপ্রিম কোর্ট এই রিপোর্টের ভিত্তিতে আগামী দিনে ঠিক কতটা কঠোর অবস্থান নেয়।

হেমন্ত সরকার বিশ্বাসঘাতক, ফুঁসছেন পড়ুয়ারা

রাঁচি, ২২ অগাস্ট : চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনের জেরে প্রথমে নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল তারপর তাতে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশে জট ক্রমশ পাকছে ঝাড়খণ্ডে। শনিবার প্রতিবাদী পড়ুয়ারা হেমন্ত সোরেন সরকারের বিরুদ্ধে 'বিশ্বাসঘাতকতা'র অভিযোগ তুলেছেন। তাঁদের দাবি, পরীক্ষার্থীদের অন্যতম প্রধান দাবি মেনে একাধিক পরীক্ষা বাতিল করা হলেও, উচ্চ আদালতে সেই সিদ্ধান্তের পক্ষে জোরাও আইনি সওয়াল করতে ব্যর্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। বিজেপি আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে ছাত্র স্বার্থ নিয়ে দুমুখো নীতি গ্রহণের অভিযোগ এনেছে। অন্যদিকে, শাসকদল জেএমএমের দাবি, বিজেপি নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য পড়ুয়াদের ব্যবহার করছে।

নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে টানা ২৬ দিনের আন্দোলনের পর জেএমএম-নেতৃত্বাধীন সরকার ২২টি পরীক্ষা বাতিল এবং ২৩টি পরীক্ষার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। এর ফলে আন্দোলন সাময়িক শান্ত হলেও, সফল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন করে অসন্তোষ তৈরি হয়। চাকরি হারানোর ভয়ে তাঁদের অনেকেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। তাতে সরকারের পরীক্ষা বাতিলের একাধিক বিজ্ঞপ্তির ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে হাইকোর্ট।

হাই কোর্টের এই স্থগিতাদেশের পরেই পরীক্ষার্থীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া 'জেপিএসসি-জেএসএসসি রিফর্মস মঞ্চ'-এর সদস্যরা শুক্রবার রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দিকে একটি প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেন। হাজারিবাগ ও গিরিডিতেও অনুরূপ বিক্ষোভের খবর পাওয়া গেছে। নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম এবং হাইকোর্টে সরকারের দুর্বল অবস্থানের মাধ্যমে প্রতারণার প্রতিবাদে বিক্ষোভকারীরা অ্যালবার্ট এক্কা চকে জড়ো হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির কুশপুতুল দাহ করেন। বিরোধী দলনেতা বাবুলাল মারান্ডি ছাত্রদের ওপর পুলিশি বলপ্রয়োগের তীব্র নিন্দা করেন। রাঁচি, হাজারিবাগ ও গিরিডিতে ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জকে দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা দেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন।

সংরক্ষণ হটাও দাবিতে যন্তরমন্তরে গ্রেপ্তার ৫০

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ প্রথার অবসান এবং অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে সরকারি সুযোগ-সুবিধা চালুর দাবিতে উত্তাল হল দিল্লির যন্তরমন্তর। 'সংরক্ষণ হটাও আন্দোলন'-এর ডাকে শুক্রবারের বিক্ষোভ সমাবেশে অনুমতি না থাকায় পুলিশ ৫০ জনেরও বেশি বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। মূলত ইনস্টাগ্রামের ৫৬ লক্ষ অনুগামীর সমর্থনে বলীয়ান হয়ে রাজপথে নামে এই বিশাল জমায়েত। আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবি ৫টি। প্রথমত, জাতপাত নয়, শিক্ষা ও বৃত্তির ভিত্তি হোক পরিবারের আর্থিক অবস্থা। অখিল ভারতীয় ক্ষত্রিয় মহাসভার এক বিক্ষোভকারী বলেন, 'আমাদের একমাত্র দাবি, সরকারি সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক অবস্থাই যেন শেষ কথা হয়।'

দ্বিতীয়ত, সংরক্ষণের ক্রিমি লেয়ার নীতি কার্যকর করা এবং কোটার ভিতরে কোটা চালু করা। ইউটিউবার অজিত ভারতী বলেন, 'সরকার কেন ক্রিমি লেয়ার নীতি প্রয়োগ করবে না? এটা অত্যন্ত অদ্ভুত যে সরকার হাতে গোনা কয়েকজন দলিত নেতার কাছে মাথা নত করছে।'

তৃতীয়ত, সংরক্ষণের প্রভাব নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ। চতুর্থত, আইআইটি ও আইআইএম-এর মতো উচ্চশিক্ষায় যোগ্যতার ন্যূনতম নম্বরের মানদণ্ড বা 'মেরিট' রক্ষা করা। তিনি বলেন, 'মেধাকে জলাঞ্জলি দিয়ে আপনি কখনই একটি উন্নত ভারতের স্বপ্ন বিক্রি করতে পারেন না!'

পঞ্চমত, অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণির (ইডব্লিউএস) সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ করা। একই সঙ্গে এসসি-এসটি আইনের অপব্যবহার রোধ ও ইউজিসি রোস্টার বাতিলের দাবিও ওঠে।

বিক্ষোভকারী অভিনব রাইয়ের প্রশ্ন, 'আমরা একই স্কুলে পড়ি, একই ক্লাসরুমে বসি। তাহলে ৮৫ শতাংশ নম্বর পেয়েও আমি কেন প্রত্যাখ্যাত হব, আর অন্য কেউ ৪৫ শতাংশ পেয়ে সুযোগ পাবে?' শুক্রবার দিনভর উত্তেজনা ও বচসা চলার পর সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে দিল্লি পুলিশ।

রাজস্থানের ৬১১ সরকারি স্কুল ভবনহীন

জয়পুর, ২২ অগাস্ট : একদিকে দেশের শিক্ষাঙ্গন বাঁচাতে 'স্কুল ঠিক করো' অভিযানের সূচনা, অন্যদিকে রাজস্থান সরকারের পেশ করা অস্বস্তিকর পরিসংখ্যান। বিজেপিশাসিত রাজ্যের ৬১১টি সরকারি স্কুলের নিজস্ব কোনও ভবনই নেই! রাজস্থান বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা তিকারাম জুল্লির প্রশ্নের লিখিত জবাবে রাজ্য বিজেপির সরকার এই পরিকাঠামোগত ব্যর্থতার তথ্য তুলে ধরেছে। সরকার পরিবর্তনের তিন বছর পার, বিদ্যালয়গুলির এমন কঙ্কালসার চেহারার জন্য অবশ্য পূর্বসূরি কংগ্রেস সরকারকেই কাঠগড়ায় তুলেছে বর্তমান শাসকদল।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, রাজস্থানের প্রায় ৬৪,৪৮৪টি সরকারি স্কুলের মধ্যে ৬১১টি ভবনের অভাবে ভুগছে, যার মধ্যে ১০টি বালিকা বিদ্যালয়। শুধুমাত্র রাজধানী জয়পুরেই এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৮। নিজস্ব ভবন থাকা সত্ত্বেও দু'হাজারের বেশি স্কুলে শৌচালয় নেই এবং এক হাজারের বেশি স্কুলে মেলেনা পানীয় জল। শৌচালয়হীন স্কুলের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে বাঁসওয়ারা (১৮৮টি), দুঙ্গারপুর (১২৮টি) এবং উদয়পুর (৯৮টি)। জরাজীর্ণ পরিকাঠামো মেরামতে ৫০০ কোটি এবং ভবনহীন স্কুলের জন্য ৪৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের আশ্বাস দিয়ে রাজস্থান সরকার জানিয়েছে, পরিস্থিতি দ্রুত বদলানো হচ্ছে।

মায়ে-পোয়ে... দিল্লিতে শনিবার।

কর্মসংস্থান প্রকল্প মৌলিক অধিকার নয়

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : সাবেক ১০০ দিনের কাজ (মনরেগা) বা বর্তমানের ১২৫ দিনের কাজ (জিরামজি)-এর মতো গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হলেও, তাকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়। শুক্রবার এক জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে এই রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ। ২০২০ সালে সমাজকর্মী অরুণা রায়, নিখিল দে ও ললিত মাথুর বকেয়া মজুরি ও ন্যূনতম মজুরির দাবিতে এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন।

শুনানিতে প্রধান বিচারপতি মামলাকারীদের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণকে বলেন, 'আপনার বোঝা উচিত যে, সংবিধানও কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়নি। আসলে এটি পার্ট ৪-এর অধীনে কেবল একটি গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা মাত্র।' তিনি আরও বলেন, 'এটি গ্রামীণ এলাকায় চমৎকার কাজ করেছে এবং সারা দেশে বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে এটি কোনও খয়রাতি ছিল না, আবার শোষণও ছিল না।'

পিওকে-র বিক্ষোভের খবর 'ফাঁস'

পাকিস্তানি 'সন্ত্রাসবাদী তালিকায়' সাংবাদিক

ইসলামাবাদ, ২২ অগাস্ট : পাকিস্তানের দখলে থাকা কাশ্মীরে (পিওকে) গণবিক্ষোভ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের খবর করায় দানিশ এরশাদ নামে এক প্রবীণ সাংবাদিককে সন্ত্রাসবাদীদের নজরদারি তালিকায় (ফোরথ শিডিউল) অন্তর্ভুক্ত করেছে পাক সরকার। কোনও বিচার বা নির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই তাঁকে তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে।

ইসলামাবাদে বসবাসকারী এই সাংবাদিক গত একদশক ধরে পাক-অধ্যুষিত কাশ্মীর ও গিলগিট-বালটিস্তানের রাজনীতি নিয়ে খবর করছেন। সম্প্রতি পিওকে-তে সেনাবাহিনীর হাতে নিহত সাধারণ নাগরিকদের পরিবারের সাক্ষাৎকার এবং স্থানীয় যৌথ আওয়ামী অ্যাকশন

কমিটির (জেকে-জেএএসি) আন্দোলন নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন তিনি। এরপরই তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়। এর ফলে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার এবং গতিবিধির ক্ষেত্রে কড়া বিধিনিষেধ জারি হয়েছে। সমাজমাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তির কথা জানতে পেরে দানিশ বলেন, 'আদালতের আদেশ ছাড়া কারও নাম সন্ত্রাসবাদী তালিকায় তোলা রাষ্ট্রের ভাবমূর্তির ওপরই বড় প্রশ্ন তুলে দেয়।'

পাকিস্তানি সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা এই ঘটনাকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত বলে নিন্দা জানিয়েছেন। বিবিসির সাংবাদিক রুহান আহমেদ একে একটি 'বিবেকবান কণ্ঠ স্তব্ধ করার চেষ্টা' বলে আখ্যা দেন। সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের নেতৃত্বে পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠী ইদানীং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মুখে পড়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে পিওকে-তে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করতেই দমনপীড়ন চালানো হচ্ছে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

টেমসের তীরে 'গঙ্গা আরতি'

লন্ডন, ২২ অগাস্ট : বারাণসী-হরিদ্বারের চেনা আধ্যাত্মিক আবহ এবার মিলবে টেমসের তীরেও। লন্ডনের গ্রিনিচ শহরের ওল্ড রয়্যাল নেভাল কলেজে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হতে চলেছে ঐতিহাসিক 'গঙ্গা আরতি'। 'চিন্ময় মিশন ইউকে' এবং 'টোটালি টেমস'-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবে সর্বসাধারণের প্রবেশ অবাধ, তবে দর্শকদের আগে থেকে নাম নথিভুক্ত

করতে হবে। বিকেল ৪টে থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে সন্ধ্যায় রয়্যাল স্টেপসের ঘাটে সূর্যাস্তের সঙ্গে মিলিয়ে ৭টা ১৫ মিনিটে শঙ্খধ্বনি ও প্রদীপের আলোয় আরতি সম্পন্ন হবে। ধর্মীয় আচার ছাড়া অনুষ্ঠানে থাকছে ভারতীয় খাবার, সঙ্গীত, নৃত্য ও বিনোদন। পরিবেশ সুরক্ষায় টেমসের জলে কোনও ফুল বা পূজার সামগ্রী ভাসানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মার্কিন শুল্কের বদলা 'ডলারে ডলারে'

ওয়াশিংটন ও টরন্টো, ২২ অগাস্ট : বাণিজ্য আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর কানাডার পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওয়াশিংটনের এই পদক্ষেপের জবাবে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। তিনি ঘোষণা করেছেন, আমেরিকা যত ডলারের শুল্ক চাপাবে, কানাডাও 'ডলারে ডলারে' সমপরিমাণ পালটা শুল্ক আরোপ করে তার জবাব দেবে।

দীর্ঘদিন ধরে চলা আলোচনার চূড়ান্ত পর্বে আমেরিকা নতুন কিছু শর্ত যুক্ত করায় এই চুক্তি ভেস্তে গিয়েছে। আমেরিকার প্রস্তাবিত শর্তাবলিকে 'অন্যায্য ও অর্থনৈতিকভাবে অযৌক্তিক' বলে উল্লেখ করে ওয়াশিংটন থেকে কানাডার মধ্যস্থতাকারীদের ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছেন কার্নি। তাঁর সাফ কথা, 'আমেরিকার প্রস্তাবিত শর্তাবলিতে শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনগুলি ছিল অন্যায্য ও অর্থনৈতিকভাবে অযৌক্তিক, যা যে কোনও চুক্তির নির্ভরযোগ্যতাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দেবে। আমাদের শ্রমিক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচাতে ডলারে ডলারে বদলা নেওয়া হবে।' অন্যদিকে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রির দাবি করেছেন, ওয়াশিংটন ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম ও অটোমোবাইল ক্ষেত্রে শুল্ক কমানোর আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও কানাডা আগে রাজি হওয়ার শর্ত থেকেও পিছিয়ে গিয়েছে।

আমেরিকার এই সিদ্ধান্তের ফলে কানাডা থেকে রপ্তানি হওয়া নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ হারে নতুন শুল্ক কার্যকর হচ্ছে। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে এই শুল্কের প্রভাব কিছু নির্দিষ্ট উপাদানের ওপর পড়বে, তবে অর্থনৈতিক প্রভাবের চেয়েও দু-দেশের দীর্ঘদিনের ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্কের ওপর এর প্রতিক্রিয়া হবে আরও সুদূরপ্রসারী।

কার্নির বার্তা, আমেরিকার ওপর অতিরিক্ত অর্থনৈতিক নির্ভরতা কমিয়ে কানাডাকে এখন থেকে বিশ্ববাজারে নিজেদের বাণিজ্য আরও বহুমুখী করতে হবে। একইসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত কানাডীয় ব্যবসা ও শ্রমিকদের নিরাপত্তায় আগামী দিনে সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।

> **হুঁশিয়ারি কানাডার**
>
> আমেরিকার প্রস্তাবিত শর্তাবলিতে শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনগুলি ছিল অন্যায্য ও অর্থনৈতিকভাবে অযৌক্তিক, যা যে কোনও চুক্তির নির্ভরযোগ্যতাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দেবে।
>
> মার্ক কার্নি

২০৩৫-এ অপ্রাসঙ্গিক হবে 'তেজস'!

মন্তব্য বায়ুসেনার প্রাক্তন উপপ্রধানের

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি যুদ্ধবিমান 'তেজস'-এর ভবিষ্যৎ এবং কাজের গতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ভারতীয় বায়ুসেনার সদ্য প্রাক্তন উপপ্রধান এয়ার মার্শাল নাগেশ কাপুর। তাঁর বক্তব্য, ২০৩০-এর দশকে তেজস এমকে-২ যখন পুরোদমে বায়ুসেনার স্কোয়াড্রনে যোগ দেবে, ততদিনে আধুনিক রণকৌশলের নিরিখে তা অনেকটাই পিছিয়ে পড়তে পারে। ২০৩৫ সালের যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে চতুর্থ প্রজন্মের এই যুদ্ধবিমানের কার্যকারী ভূমিকা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি।

চিন ও পাকিস্তানের আকাশপথের সামরিক প্রস্তুতি ভারতের চিন্তা বাড়ানোর প্রধান কারণ। একদিকে মার্কিন এফ-২২ বা চিনের জে-২০-র মতো পঞ্চম প্রজন্মের বিমানে রাডার এড়ানোর স্টেলথ প্রযুক্তি এবং সেন্সর ফিউশন ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে। বেজিং এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ড্রোন উইংম্যান পরিচালিত ষষ্ঠ প্রজন্মের প্রযুক্তির দিকে দ্রুত পা বাড়াচ্ছে। পাকিস্তানও ঝুলিতে পুরতে চলেছে পঞ্চম প্রজন্মের ফাইটার জেট। এই পরিস্থিতিতে ভারত এখনও চতুর্থ প্রজন্মের কাঠামোতেই আটকে। তবে এয়ার মার্শাল কাপুরের মতে, সুবিশাল ভারতীয় ভূখণ্ডের সব প্রান্তে আধুনিকতম বিমান মোতায়েন করা সম্ভব নয়, ফলে সেই ফাঁকটুকু ভরাট করতে তেজস এমকে-২ কিছুটা কাজে আসতে পারে।

তবে মূল সমস্যা তৈরি করছে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল)-এর কাজের মন্থর গতি। বায়ুসেনার জরুরি সময়ের চাহিদার

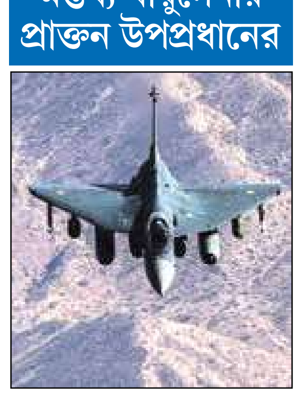

সঙ্গে সংস্থাটির উৎপাদন প্রক্রিয়ার কোনও মিল নেই বলে তোপ দেগেছেন প্রাক্তন উপপ্রধান। আমেরিকার জেনারেল ইলেকট্রিক থেকে সময়মতো ইঞ্জিন না মেলা এবং এইচএএল-এর গাফিলতিতে এখনও একটিও তেজস এমকে-১এ হাতে পায়নি বায়ুসেনা। এমকে-২ সংস্করণের প্রথম পরীক্ষামূলক উড়ান পিছিয়ে ২০২৭ সালে গিয়ে ঠেকেছে।

এর বিকল্প রাস্তার পরামর্শ দিয়েছেন নাগেশ কাপুর। তাঁর মতে, এককভাবে সময় নষ্ট না করে ইউরোপীয় কনসোর্টিয়ামের ষষ্ঠ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান প্রজেক্ট এফসিএএস বা জিসিপি-তে ভারতের অংশীদার হওয়া উচিত। পাশাপাশি, ভারতের প্রথম দেশীয় স্টেলথ ফাইটার 'আমকা' প্রজেক্ট থেকে এইচএএল-কে সরিয়ে বেসরকারি সংস্থাকে যুক্ত করার কথা বলেছেন।

'আমাকে জেল থেকে বের করো'

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে জারি হওয়া আন্তর্জাতিক আর্থিক নিষেধাজ্ঞা এড়াতে ব্যবহৃত রাশিয়ার তথাকথিত 'ভূতুড়ে নৌবহরের' (ঘোস্ট ফ্লিট) এক ভারতীয় ক্যাপ্টেনকে গ্রেপ্তার করেছে ব্রিটেন। আটক ওই ভারতীয় ক্যাপ্টেনের স্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাঁর স্বামীর দ্রুত মুক্তির জন্য সাহায্য চেয়েছেন।

গ্রেপ্তার হওয়া ক্যাপ্টেনের স্ত্রী কান্নাভেজা গলায় জানান, জেল থেকে তাঁর স্বামী ফোন করে খুব অসহায়ভাবে বলেছেন, 'দয়া করে আমাকে এই জেল থেকে বের করার ব্যবস্থা করো।' তাঁর পরিবারের দাবি, তিনি একজন পেশাদার নাবিক হিসেবে জাহাজে কর্মরত ছিলেন মাত্র। আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ বা নিষেধাজ্ঞার আইনি জটিলতা সম্পর্কে তাঁর বিস্তারিত কোনও ধারণা ছিল না। সম্পূর্ণ নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বিদেশের মাটিতে বন্দি হতে হয়েছে।

অনুমতিহীন তেল পরিবহণ এবং রাশিয়ার ওপর আরোপিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগে ব্রিটিশ উপকূল রক্ষীবাহিনী সম্প্রতি ওই ট্যাংকারটিকে আটক করে। বর্তমানে ক্যাপ্টেনকে ব্রিটিশ নিরাপত্তাবাহিনীর হেপাজতে রাখা হয়েছে। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এবং নাবিক সংগঠনগুলি জানিয়েছে, শুধু পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাধারণ নাবিকদের এভাবে রাজনৈতিক জটিলতার শিকার বানানো অনুচিত। ভারতীয় মেরিটাইম এজেন্সির মাধ্যমে বিষয়টি দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

এআই-এর দুনিয়ায় সুপারপাওয়ার হতে মরিয়া ড্রাগন

বেজিং, ২২ অগাস্ট : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যখন প্রথম পা ফেলছিল, তখন চিনা গবেষকদের এক নিরীহ পরীক্ষায় বেরিয়ে এসেছিল এক অদ্ভুত কাণ্ড! মার্কিন চ্যাটবটকে চিনা ভাষায় প্রশ্ন করায় সে এনবিএ-র জনপ্রিয় পুরুষ বাস্কেটবল তারকা ইয়াও মিংকে বলে বসল চিনের প্রথম মহিলা বাস্কেটবল খেলোয়াড়! এমনকি, চিনা সাহিত্যের দু'টি অত্যন্ত প্রাচীন ও ক্লাসিক উপন্যাস, যা কি না দু'শো বছরের ব্যবধানে লেখা, সে দুটোকেও একেবারে গুলিয়ে একাকার করে দিল ওই এআই।

গবেষকরা আরও দেখলেন, চ্যাটজিপিটি চিন সম্পর্কে শুধু যে পক্ষপাতদুষ্ট মন্তব্য করছে তা-ই নয়, রাজনৈতিক প্রশ্নের সোজাসাপটা উত্তরও দিয়ে দিচ্ছে। এই ঘটনাগুলি হয়তো অনেকের কাছে নিছকই হাস্যকর প্রযুক্তিগত ত্রুটি মনে হতে পারে। কিন্তু চিনের শাসকদল কমিউনিস্ট পার্টির কাছে এটি একটি মস্ত বড় লাল সংকেত! আসলে বিশ্বের সিংহভাগ এআই প্রশিক্ষণ নিচ্ছে মূলত ইংরেজি ডেটা আর পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে। তাই মানবাধিকার হোক বা তাইওয়ান ইস্যু— এআইয়ের মগজে ঘুরপাক খাচ্ছে শুধুই পশ্চিমী দুনিয়ার শেখানো বুলি।

এই বাস্তবতাকে নিজেদের

মতাদর্শের জন্য এক ভয়ংকর কৌশলগত ঝুঁকি হিসেবে দেখছে বেজিং। তাই এবার বিশ্বজুড়ে এআই সিস্টেমকে একেবারে নিজেদের ছাঁচে গড়ে তুলতে আটঘাট বেঁধে মাঠে নেমেছে জিনপিংয়ের দেশ। জাতীয় ডেটা প্রশাসনের হাত ধরে ২০২৮ সালের মধ্যে ডেটার সুপারপাওয়ার হওয়ার এক মেগা ব্লু-প্রিন্ট বা খসড়া প্রকাশ করেছে তারা। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, শিল্প উৎপাদন থেকে শুরু করে স্বয়ংক্রিয় গাড়ি— দুই ডজনেরও বেশি কৌশলগত ক্ষেত্রে 'উচ্চমানের চিনা ডেটাসেট' তৈরি করে গোটা বিশ্বের জন্য তা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে তারা। গত মাসে সাংহাইয়ের এআই সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশগুলিকেও এই ডেটা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বেজিং।

বিশেষজ্ঞদের মতে, চিনের লক্ষ্য মূলত দু'টো। প্রথমত, আমেরিকাকে টেক্কা দিয়ে এআই প্রযুক্তিতে নিজেদের একাধিপত্য কায়েম করা। আর দ্বিতীয়ত, ডেটার মাধ্যমে গ্লোবাল সাউথকে নিজেদের ডিজিটাল কক্ষপথে টেনে আনা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আগামী দিনে কী জানবে, কী মনে রাখবে আর কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথিবীকে দেখবে— প্রযুক্তির সেই স্নায়ুযুদ্ধের রাশ এখন পুরোপুরি নিজের হাতে নিতে মরিয়া ড্রাগন।

শিশু কিশোর আসর
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৩ অগাস্ট ২০২৬ 11

শান্ত স্বভাবের জন্য উপহাসের পাত্র হলেও ভেড়া পৃথিবীর নিরীহ প্রাণীর তালিকায় শীর্ষে রয়েছে।

দেবী দুর্গার টিমের যে ঠাকুরকে আমার ভালো লাগে

লেখালেখি

ওপরে দেওয়া বিষয় নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে স্কুলের নাম, ক্লাস আর তোমার ঠিকানা। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

চিলাপাতার রক্তরহস্য

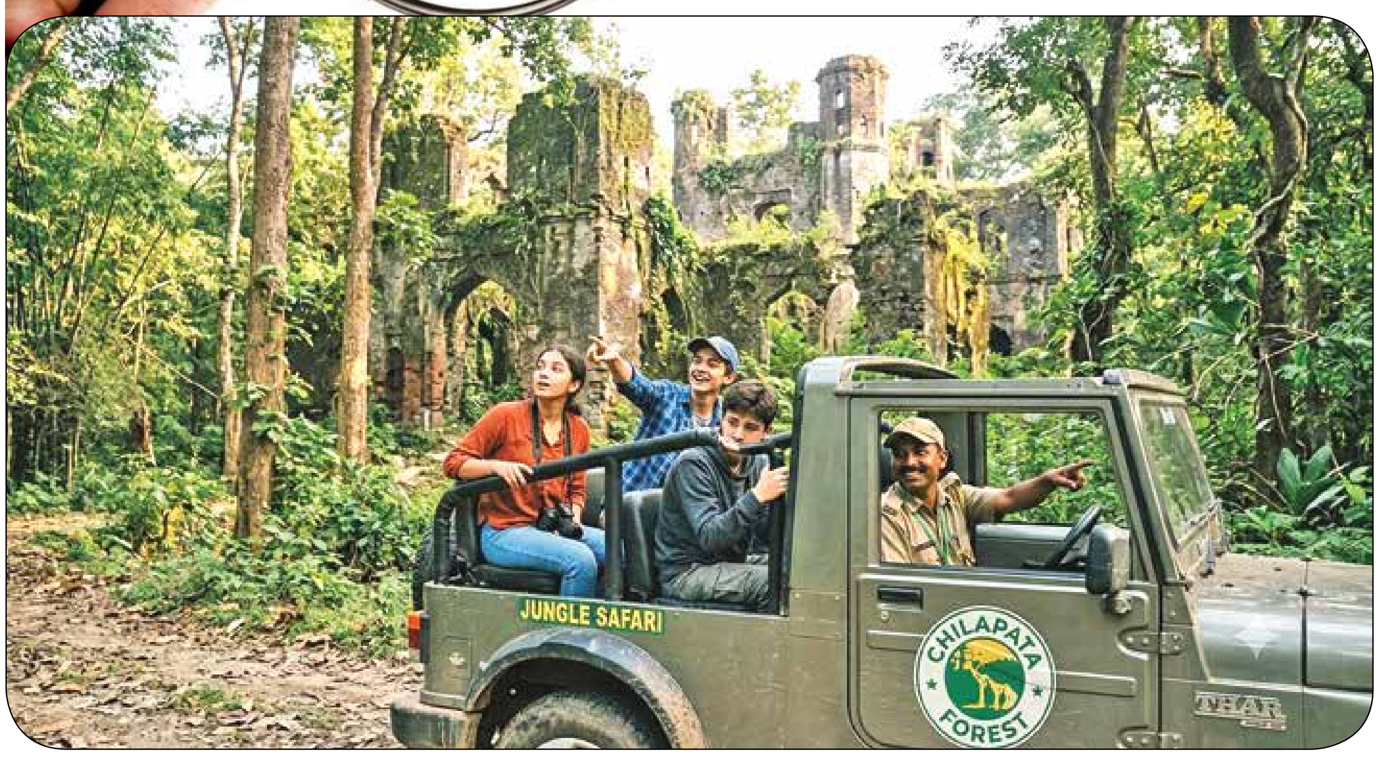

অমিতাভ সাহা

ডুয়ার্সের চিলাপাতা জঙ্গল অজানা রহস্যের খনি। গহিন অরণ্যের গাছগুলো এত ঘন যে দিনেরবেলাতেও সূর্যের আলো মাটিতে ঠিকমতো পৌঁছায় না। স্যাঁতসেঁতে আদিম গন্ধ আর অদ্ভুত নিস্তব্ধতার এই জঙ্গলেই লুকিয়ে আছে পঞ্চম শতাব্দীর প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ— নলরাজার গড়। আর এই রহস্যময় পরিবেশেই শুরু হল শৌনক, দিয়া আর অর্কের নতুন রোমাঞ্চকর অভিযান। শৌনক আগাগোড়াই বিজ্ঞানের পোকা, দিয়া ইতিহাসের ছাত্রী ও রহস্যপ্রেমী, আর অর্ক দলের সবচেয়ে ভীতু সদস্য।

'তোরা কি জানিস এই জঙ্গলে এমন একটা গাছ আছে, যার ডাল কাটলে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোয়?'— বন দপ্তরের জিপে বসে জঙ্গল সাফারির সময় গাইড মোহনলালের কথাটা শুনে অর্ক ভয়ে ঢোঁক গিলল। শৌনক ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'গাছের গা থেকে রক্ত বেরোবে কেন?'

মোহনলাল স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে রহস্যময় গলায় বলল, 'স্থানীয়রা বলে ওটা নলরাজার অভিশাপ। ভিনদেশি শত্রুরা যখন রাজাকে ধোঁকা দিয়ে খুন করে, তখন রাজার রক্ত এই মাটিতে মিশে গিয়েছিল। সেই মাটি ফুঁড়েই জন্ম নিয়েছে রামগুয়া গাছ। এই জঙ্গলের গভীরে ওই গাছের গায়ে আজও রাজার রক্ত বইছে।' দিয়া তার নোটবুক থেকে মুখ তুলে হাসল, 'গল্পটা বেশ রোমাঞ্চকর। কিন্তু এর আসল বৈজ্ঞানিক কারণ হল, রামগুয়া গাছের রসে এক ধরনের বিশেষ লাল আঠা থাকে, যা বাতাসে অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে অক্সিডাইজড হয়ে একদম রক্তের মতো লাল হয়ে যায়। তাই না শৌনক?' শৌনক সায় দিল। অর্ক কাঁপা গলায় বলল, 'বৈজ্ঞানিক কারণ যাই হোক, আমার ভাই ওসব রক্ত-টক্ত দেখার কোনও শখ নেই। আমরা সন্ধের আগে রিসোর্টে ফিরব তো?'

ঠিক সেই মুহূর্তে জিপটা একটা বাঁক নিতেই রাস্তার মাঝখানে একটা ভারী চামড়ার ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে মোহনলাল কষে ব্রেক চাপল। শৌনক দ্রুত জিপ থেকে নেমে ব্যাগটা তুলে নিল। ব্যাগের ভেতরে পাওয়া গেল একটা পুরোনো হলদেটে মানচিত্র, একটা জার্মান কম্পাস আর একটা অদ্ভুত দেখতে পিতলের চাবি। মানচিত্রটা চিলপাতা জঙ্গলের আর তাতে লাল কালি দিয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গা গোল করে দাগানো— নলরাজার গড়। মোহনলালের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 'বাবু, ব্যাগটা ওখানেই ফেলে দিন। জঙ্গলে ইদানীং ছায়ামূর্তির উপদ্রব বেড়েছে। এই মানচিত্র নিশ্চয়ই কোনও গুপ্তধনের লোভে আসা চোরাকারবারির।' শৌনক ব্যাগটা ব্যাকপ্যাকে ঢুকিয়ে নিয়ে মুচকি হাসল। 'কোনও বড়সড়ো রহস্য এই জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। আর সেই রহস্যের সমাধান না করে আমরা ফিরছি না।'

(২)

সেদিন রাতে ফরেস্ট রিসোর্টে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন শৌনক আর দিয়া অর্ককে জোর করে ঘুম থেকে ওঠাল।

'মানচিত্রে নলরাজার গড়ের নীচে একটা গুপ্ত কুঠুরির কথা বলা আছে। আমার মনে হয়, দু'দিন আগে বক্সা মিউজিয়াম থেকে যে প্রাচীন কষ্টিপাথরের মূর্তিটা চুরি হয়েছিল, সেটা পাচারকারীরা ওই গড়ের ভেতরেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।' দিয়া জোর দিয়ে বলল।

তিনজনে কালো জ্যাকেট আর মাফলার জড়িয়ে হাতে টর্চ আর সুইস নাইফ নিয়ে নিঃশব্দে জঙ্গলে ঢুকল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, শুধু ঝিঁঝিঁ পোকা আর অজানা নিশাচর পাখির ডাক। প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটার পর দেখতে পেল, সামনেই চাঁদের আলোয় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শত শত বছরের পুরোনো নলরাজার গড়। গড়ের প্রবেশপথের দু'-পাশে দুটো বিশাল গাছ পাহারাদারের মতো দাঁড়িয়ে আছে। শৌনক টর্চের আলো ফেলতেই তিনজনে শিউরে উঠল। গাছের গুঁড়ি থেকে টকটকে লাল রঙের তরল পদার্থের ধারা চুঁইয়ে চুঁইয়ে মাটিতে পড়ছে। অন্ধকারে জমাট বাঁধা রক্তের মতোই দেখাচ্ছে। 'আমি বলেছিলাম না, জায়গাটা অভিশপ্ত! চল, ফিরে যাই।'— অর্ক প্রায় কেঁদে ফেলল।

'ভয় পাস না। কেউ হয়তো ইচ্ছে করে গাছের গাটা একটু আগে কুপিয়ে দিয়ে গিয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ ভয় পেয়ে এদিকে না আসে।'— শৌনক গড়টার ভেতরে ঢুকল।

গড়ের ভেতরটা স্যাঁতসেঁতে আর অদ্ভুত গুমোট গন্ধে ভর্তি। মানচিত্রে লেখা ছিল— 'যেখানে জোড়া সাপের মাথা এক হয়, সেখানেই পথ'। তারা একটা বিশাল পাথরের দেওয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল।

শৌনক দেখল, দুটো সাপের মূর্তি খোদাই করা আছে আর তাদের মাথা দুটো একটা ছোট গর্তের কাছে এসে মিলেছে। শৌনক পিতলের চাবিটা ওই গর্তে ঢুকিয়ে ঘোরাতেই পাথরের দেয়ালটা ঘড়ঘড় শব্দ করে একপাশে সরে গিয়ে একটা অন্ধকার সিঁড়ি উন্মুক্ত করে দিল। সিঁড়িগুলো সোজা মাটির নীচে নেমে গিয়েছে। সাবধানে নীচে নামতেই তারা দেখল পাতালঘরটা মশাল দিয়ে আলোকিত। ঘরের মাঝখানে পাথরের বেদির ওপর রাখা বক্সা মিউজিয়াম থেকে চুরি যাওয়া সেই অমূল্য কষ্টিপাথরের মূর্তি— প্রাচীন সূর্যদেবতার মূর্তি; আর তার পাশেই রাখা কিছু অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র।

'আমরা মূর্তিটা পেয়ে গিয়েছি!'— শৌনক এগোতে যাবে, এমন সময় পিছন থেকে কর্কশ গলা ভেসে এল, 'হাত তুলবে না, ছোকরা!'

চমকে পেছনে ঘুরতেই দেখল, পাতালঘরের দরজায় তিনজন তাগড়াই লোক দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানের লোকটার মুখে গভীর কাটা দাগ, হাতে রিভলবার।

'তোমরা কারা?'— শৌনক রুখে দাঁড়াল। লোকটা ক্রুর হাসি হেসে বলল, 'আমার নাম কালভৈরব। ডুয়ার্সের জঙ্গল দিয়ে যত প্রাচীন মূর্তি পাচার হয়, সব আমার হাত দিয়ে যায়। দুপুরে জঙ্গলের রাস্তায় আমার ব্যাগ পড়ে গিয়েছিল। জানতাম কেউ ওটা কুড়িয়ে এদিকে আসবে। এই মূর্তিটার দাম দশ কোটি টাকা। আজ রাতেই আমার পার্টি আসবে। তোমরা যখন এত কষ্ট করে এসেছই, তখন তোমাদের এই পাতালঘরেই পাকাপাকিভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিই।'

অর্ক ভয়ে দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে গেল। শৌনক বুঝল, বুদ্ধির জোরে মাত করতে হবে। সে আড়চোখে ছাদের দিকে তাকাল। পুরোনো ইটের ছাদ বেশ কিছু জায়গায় ফাটল ধরা। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সুইস নাইফ আর একটা ছোট কেমিক্যাল স্মোক-বোমা বের করল।

'অর্ক, দিয়া... চোখ বন্ধ করো!'— শৌনক চিৎকার করে স্মোক-বোমাটা সজোরে মেঝের ওপর আছড়ে ফেলল। বিকট শব্দ করে পুরো পাতালঘর ঘন, সাদা আর ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় ভরে গেল।

'আঃ, আমার চোখ!'— কালভৈরব অন্ধের মতো রিভলবার চালিয়ে দিল। গুলিটা ছাদের দুর্বল অংশে লেগে হুড়মুড় করে বেশ কিছু ইট আর মাটি খসে পড়ল কালভৈরবের দলের ওপর। 'দৌড়ো!'— শৌনক দিয়া আর অর্কের হাত ধরে ধোঁয়ার মধ্যে দিয়েই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল।

(৩)

গড় থেকে বেরিয়ে জঙ্গল চিরে তিন বন্ধু প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করল। হঠাৎ জঙ্গল কেঁপে উঠল। অনেক দূর থেকে মেঘ ডাকার মতো আওয়াজ ক্রমশ কাছে আসছে। মাটি কাঁপছে। গাছের ডাল ভাঙার মড়মড় শব্দ।

'হাতির পাল! কালভৈরবের গুলির শব্দে ওরা হয়তো ভয় পেয়ে এদিকেই তেড়ে আসছে। আমাদের ওই বড় শিমুল গাছটার ওপরে উঠতে হবে।'— শৌনকের চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

তিনজনে মিলে দ্রুত গাছের একটা চওড়া ডালে উঠে বসল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পনেরো-কুড়িটি বুনো হাতির বিশাল পাল সব কিছু ভেঙেচুরে ছুটে এল। পেছন থেকে কালভৈরব আর তার দলবল ভয়ে চিৎকার করে আবার সেই পাতালঘরের দিকেই ছুট লাগাল এবং প্রাণ বাঁচাতে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। হাতির প্রবল ধাক্কায় ওপরের দেওয়াল ভেঙে পাথর পড়ে পাতালঘরের দরজা পাকাপাকিভাবে জ্যাম হয়ে গেল।

গাছের ডালে বসে তিন বন্ধু হাঁফ ছাড়ল। শৌনক কালভৈরবের ব্যাগে পাওয়া স্যাটেলাইট ফোন দিয়ে পুলিশকে ফোন করল। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার আর পুলিশ সার্চলাইট নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছাল। পাথর সরিয়ে পুলিশ ভেতরে ঢুকে কালভৈরবের গ্যাংকে গ্রেপ্তার করল। সগৌরবে উদ্ধার হল কষ্টিপাথরের মূর্তি।

আলিপুরদুয়ার থানার ওসি সাহেব তিন বন্ধুর পিঠ চাপড়ে সাহসিকতার প্রশংসা করলেন।

রিসোর্টে ফেরার পথে জিপে বসে অর্ক বুক ফুলিয়ে বলল, 'কী বলেছিলাম? আমি থাকতে তোদের কোনও ভয় আছে?'

দিয়া আর শৌনক হো হো করে হেসে উঠল। চিলপাতার জঙ্গল তখন ভোরের আলোয় এক প্রশান্ত সবুজ স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। রক্তরহস্য আর অভিশাপের মেঘ কেটে গিয়ে প্রকৃতির আপন নিয়মেই আবার সেজে উঠেছে অরণ্য।

আমাদের লেখালেখি

ঝুলনের স্বপ্ন

তিনতলাতে ফ্ল্যাটের ঘরে কাচের জানলা জুড়ে,
শহরটাকে একলা দেখি, মন যে পালায় দূরে।
ইটের খাঁচায় বন্দি সকাল, নেই তো খোলা মাঠ,
ঘরের কোণে একলা বসে শুধুই ভারী পাঠ।
গ্রামের বাড়ি খুড়তুতো ভাই, আমার প্রিয় শানু,
ফোন করে সে হেসে বলে, 'আয় না রে ভাই ভানু।'
আমবাগানে জামগাছেতে শক্ত দড়ি বাঁধা,
যত খুশি দোল খাবি, নেই তো কোনো বাধা।
ছুটির দিনে ছুটে গেলাম সবুজ ঘাসের টানে,
শানু আমায় হাত ধরে দোলনার কাছে আনে।
দোলায় চেপে বসতেই ভাই দিল জোরে ঠেলা,
নিমেষেতে শেষ হয়ে যায় বন্দিদশার বেলা।
উড়ছি যেন পাখির মতো ডানা মেলে সুখে,
নরম বাতাস উড়িয়ে চুল ছুঁয়ে যাচ্ছে মুখে।
একবার যাই মেঘের কাছে, আবার মাটির তলে,
সবুজ পাতা জড়িয়ে ধরে মুক্ত হাসির ছলে।
ফ্ল্যাটের খোপে লুকিয়ে থাকা স্বপ্ন হলো সত্যি,
গাছের দোলায় দুলছি আমি, দুঃখ নেই একরত্তি।

– **ঈশিকা সিংহ**, দ্বাদশ শ্রেণি

রঙিন স্মৃতি

দোলনায় চড়ার সেই ছোটবেলার দিনগুলোতে পার্কে গেলে সবার আগে আমার নজর কাড়ত একটি সুন্দর দোলনা। বাতাস খাওয়ার সেই আনন্দ আজও আমার মনে এক আলাদা শিহরণ জাগায়। যখনই দোলনাটি ওপরের দিকে উঠত, মনে হত আমি যেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছি। আর যখন নীচের দিকে নামত, তখন ঠান্ডা বাতাসে বুক জুড়িয়ে যেত। দোলনায় ওঠার সময় একটু ভয় লাগলেও, সেই ভয় পেরিয়ে এক অদ্ভুত আনন্দ পেতাম। আমার বন্ধুরা চারপাশ থেকে চেঁচিয়ে বলত, 'আরেকটু জোরে তোল, আরেকটু জোরে'। সেই দিনগুলোতে কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না, কেবল ছিল মুক্ত বিহঙ্গের মতো ওড়ার আনন্দ। আজও যখন কোনও ছোট বাচ্চাকে দোলনায় চড়তে দেখি, আমার সেই সোনালি দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। ব্যস্ততার এই জীবনে সেই সরল আনন্দগুলো সত্যিই খুব মিস করি। দোলনায় চড়ার সেই মিষ্টি স্মৃতি আমার হৃদয়ের এক কোণে চিরদিন সজীব হয়ে থাকবে।

– **বিহু দাস**, দশম শ্রেণি

দড়ির দোলনা

ছোটবেলার অসংখ্য মধুর স্মৃতির মধ্যে দোলনায় চাপার স্মৃতি আজও আমার মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমাদের বাড়ির পেছনের বাগানে একটি পুরোনো আমগাছের শক্ত ডালে মোটা দড়ি দিয়ে দোলনা বাঁধা ছিল। বিকেল হলেই আমি ও আমার সমবয়সি ভাইবোনেরা সবাই মিলে সেই দোলনায় চড়ার জন্য ভিড় জমাতাম। দোলনায় বসে যখন দ্রুতবেগে হাওয়ায় ভাসতাম, তখন মনে হত যেন আমি ডানা মেলে পাখির মতো আকাশে উড়ছি। দোলনাটা যখন অনেক উপরে উঠত, তখন যেমন ভয় লাগত, ঠিক তেমনি এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর আনন্দও হত। মাঝে মাঝে বড়রা এসে আমাদের পেছন থেকে জোরে জোরে দোল দিয়ে যেতেন, আর আমরা আনন্দে চিৎকার করে উঠতাম। সেই দোলনায় বসে কাটানো পড়ন্ত বিকেলের সেই মুহূর্তগুলো ছিল চরম প্রশান্তির এবং সমস্ত চিন্তামুক্ত। দোলনায় দুলতে দুলতে বাগানের চারপাশের সবুজ প্রকৃতি ও বিকেলের আকাশ দেখতে আমার ভীষণ ভালো লাগত। দোলনায় চাপার সেই নিখাদ আনন্দ আর শৈশবের সোনালি দিনগুলোর স্মৃতি আমি জীবনে কোনওদিন ভুলতে পারব না।

– **শিউলি বর্মন**, দশম শ্রেণি

পাঠশালা

B মানে বাড়ি

আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগের কথা। তখন ভূমধ্যসাগরের তীরে বাস করত ফিনিশীয় বণিক জাতি। ওরা জাহাজে করে নানা দেশে মসলা, কাপড় ও কাচ বিক্রি করত। হিসাব লিখে রাখার জন্য তাদের নানা রকম চিহ্নের দরকার পড়ত। তখন মানুষ আঁকা ছবির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করত। ফিনিশীয়রা তাদের ভাষায় মাটির ঘরকে বলত 'বেত'। তারা একটি ঘরের দেওয়াল বা মেঝে বোঝাতে চারকোনা ও মুখের দিকে সামান্য খোলা একটি প্রতীক আঁকল। এই চিহ্নের উচ্চারণ ঠিক করা হল ব বা b।

ফিনিশীয়দের থেকে বর্ণমালার এই কৌশল ধার করল প্রাচীন গ্রিসের মানুষেরা। তারা 'বেত' নামটিকে নিজেদের মতো করে বদলে নাম রাখল বিটা (Beta)।

ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম বর্ণ 'আলফা' আর দ্বিতীয় বর্ণ 'বিটা' জোড়া দিয়েই তৈরি হয়েছে Alphabet (অ্যালফাবেট) শব্দটি। গ্রিকরা চিহ্নের চেহারাও পালটাল। ফিনিশীয়দের কোণাকৃতি দাগটিকে তারা ডানদিকে ঘুরিয়ে দুটি পেট বা খাঁজ তৈরি করে দিল—যা দেখতে অনেকটা আজকের -এর মতো হল।

গ্রিস থেকে এই বর্ণমালা পাড়ি জমাল ইতালির প্রাচীন ইট্রুস্কান সভ্যতায়। রোমানরা সরাসরি গ্রিকদের থেকে নয়, বরং ইট্রুস্কানদের লেখার অনুকরণে লাতিন বর্ণমালা তৈরি করে।

রোমানরা ছিল জ্যামিতি ও স্থাপত্যে ভীষণ পারদর্শী। তারা পাথরের স্তম্ভে বা মন্দিরের গায়ে যখন রাজকীয় চিঠি খোদাই করত, তখন অক্ষরগুলোকে

ফিনিশীয় লিপি।

দেখতে খুব আকর্ষণীয় ও সুষম করে তুলত।

অনেকের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে, বড় 'B'-এর যেখানে দুটো গোল পেট, সেখানে ছোট হাতের 'b'-এর কেবল নীচের পেটটা রইল কেন? আসল রহস্য হলো, 'b' কিন্তু বড় 'B'-এর খুদে রূপ নয়। এর পেছনে রয়েছে প্রাচীন লিপিকারদের দ্রুত লেখার তাগিদ।

মধ্যযুগে ইউরোপের বিভিন্ন আশ্রম ও রাজদরবারে সন্ন্যাসী ও লেখকেরা যখন পাখির পালকের কলম দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোটা মোটা বই হাতে লিখতেন, তখন বারবার কলম তুলে 'B'-এর দুটো গোলক আঁকা ভীষণ ক্লান্তিকর ছিল। তাই তারা দ্রুত হাত চালিয়ে একটানে লিখতে গিয়ে ওপরের গোলকটি আলগা করে স্রেফ একটি সোজা দাগ বানিয়ে ফেললেন এবং নীচের গোলকটিকে অক্ষত রাখলেন। পরবর্তীকালে অষ্টম-নবম শতকে সম্রাট শার্লমেনের আমলে 'ক্যারোলিঞ্জিয়ান মাইনাসকিউল' লিপিতে এই সুন্দর ও স্পষ্ট ছোট হাতের 'b'-কে সরকারি মান্যতা দেওয়া হয়।

পৃথিবীর কত রাজা এল আর গেল, কত বড় বড় সাম্রাজ্য ধুলোয় মিশে গেল, কিন্তু একটি নিয়ম কখনও পালটায়নি।

ফিনিশীয় লিপিতে বেত ছিল দ্বিতীয় বর্ণ। গ্রিক বর্ণমালায় 'Beta' ছিল দ্বিতীয় বর্ণ। রোমান বা লাতিন বর্ণমালায় 'B' ছিল দ্বিতীয় বর্ণ। আর আজ ইংরেজি বইয়ে A-এর পরেই B হল দ্বিতীয় বর্ণ। চার হাজার বছর ধরে অক্ষরের এই আসন কেউ টলাতে পারেনি।

আঁকিবুকি

অনুরুদ্ধ সরকার, অষ্টম শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি।

রায়া মজুমদার, ষষ্ঠ শ্রেণি, টিআইজিপিএস আলিপুরদুয়ার।

তীর্থদীপ মৈত্র, দশম শ্রেণি, নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল রানিডাঙ্গা

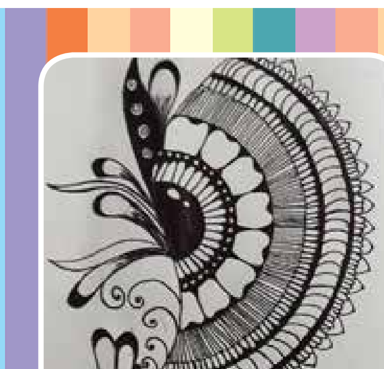

সৃয়াঙশী দাস, সপ্তম শ্রেণি কুশমন্ডি উচ্চ বিদ্যালয়।

পোর্টফোলিওতে ভারসাম্য আনবে আর্বিট্রেজ ফান্ড

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি এই মুহূর্তে লগ্নির অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম। ফান্ডে লগ্নি করলেই নিশ্চিত মুনাফা এমন ধারণা পোষণ করেন অনেকেই। যা একেবারেই সঠিক নয়। মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নিতে ভালো রিটার্ন পেতে যেমন সঠিক ফান্ড নির্বাচন জরুরি, তেমনই মিউচুয়াল ফান্ডের একটি আদর্শ পোর্টফোলিও তৈরি করাও জরুরি। আর সেই আদর্শ পোর্টফোলিওর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্তই হল ভারসাম্য। পোর্টফোলিওতে যেমন ইকুইটি, ডেট ফান্ড থাকবে, তেমনই ইটিএফ, আর্বিট্রেজ ফান্ডও রাখতে হবে। রিটার্ন এবং ঝুঁকির সঠিক ভারসাম্যই ভবিষ্যতের জন্য বড় সম্পদ পেতে সাহায্য করবে। কম ঝুঁকি, নিশ্চিত রিটার্ন ও ভারসাম্য আনতে আস্থা রাখা যেতে পারে আর্বিট্রেজ ফান্ডে।

আর্বিট্রেজ ফান্ড কী?

আর্বিট্রেজ ফান্ড মূলত একটি হাইব্রিড মিউচুয়াল ফান্ড। এই ফান্ডের তহবিল দিয়ে ইকুইটি, ডেট এবং মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টে ট্রেড করা হয়। একই সম্পদের বিভিন্ন মার্কেটে যে দামের পার্থক্য হয়, সেই পার্থক্য কাজে লাগিয়ে মুনাফা করা হয়। একটি উদাহরণে বিষয়টি পরিষ্কার হবে-

স্পট মার্কেটে কোনও সম্পত্তির দাম সেই মুহূর্তের ভিত্তিতে অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ফিউচার মার্কেটে ভবিষ্যতের কোনও দিনের জন্য দাম নির্ধারণ করেন। বর্তমান চাহিদার ওপর ভিত্তি করে স্পট মার্কেটের দাম নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে ফিউচার মার্কেটে ওই সম্পত্তির দাম ভবিষ্যতের চাহিদার ওপর নির্ভর করে। তাই দামের পার্থক্য সর্বদাই থাকে। এই দামের পার্থক্যই আর্বিট্রেজ ফান্ডের মুনাফার মূল ভিত্তি।

বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবির নির্দেশিকা অনুযায়ী আর্বিট্রেজ ফান্ডকে অবশ্যই তাদের তহবিলের ন্যূনতম ৬৫ শতাংশ ইকুইটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয়।

এসটিটি ও আর্বিট্রেজ ফান্ড

২০২৬-২৭-এর বাজেটে সিকিওরিটিজ ট্রানজাকশন ট্যাক্স (এসটিটি) বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়। চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে ইকুইটি ফিউচারের ওপর এসটিটি ০.০২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ০.০৫ শতাংশ করা হয়েছে।

অন্যদিকে ইকুইটি অপশনের ক্ষেত্রে কেনা এবং বিক্রি উভয় ক্ষেত্রেই ০.১ এবং ০.১২৫ শতাংশের পরিবর্তে ০.১৫ শতাংশ এসটিটি করা হয়েছে। তবে ইকুইটি ক্যাশ মার্কেটের জন্য এসটিটি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বর্তমানে ইকুইটি ডেলিভারি লেনদেনের জন্য ০.১ শতাংশ এসটিটি এবং দৈনন্দিন কেনা-বেচার জন্য ০.০২৫ শতাংশ এসটিটি দিতে হয়।

এসটিটি মূলত ডেরিভেটিভ মার্কেটেই বাড়ানো হয়েছে। যার প্রভাব পড়েছে আর্বিট্রেজ ফান্ডের মুনাফায়। আগের থেকে মুনাফা কমলেও আর্বিট্রেজের অন্যান্য সুবিধাগুলি বহাল থাকায় এখনও আস্থা রাখা যেতে পারে এই ফান্ডে। বিভিন্ন মহলের দাবি মেনে আগামীদিনে এসটিটি কমানোও হতে পারে। তখন ফের মুনাফার অঙ্ক বাড়তে পারে।

আর্বিট্রেজ ফান্ডের সুবিধা

■ এই ধরনের ফান্ড মূলত হেজিংয়ের ওপর নির্ভর করে মুনাফা করে। তাই বাজারের ওঠানামা বড় প্রভাব ফেলতে পারে না। আর্বিট্রেজ ফান্ডে লগ্নি তাই কম ঝুঁকিপূর্ণ।

■ মিউচুয়াল ফান্ডে মুনাফার অন্যতম শর্তই হল দীর্ঘমেয়াদে লগ্নি। আর্বিট্রেজ ফান্ডে ১ থেকে ৩ বছর মেয়াদের লগ্নিতেও ভালো মুনাফা করা সম্ভব।

■ আর্বিট্রেজ ফান্ডগুলিতে পর্যাপ্ত ইকুইটি এক্সপোজার থাকে। তাই কর প্রদানের ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়।

■ এই ফান্ড সহজে কেনাবেচা করা যায়, অর্থাৎ লিক্যুইডিটি বেশি হয়।

■ রক্ষণশীল বিনিয়োগকারীদের জন্য এই ফান্ড উপযুক্ত।

■ পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনে আর্বিট্রেজ ফান্ড।

আর্বিট্রেজ ফান্ডের সীমাবদ্ধতা

■ ক্যাশ এবং ফিউচার মার্কেটের মধ্যে মূল্যের পার্থক্যই এই ফান্ডের মুনাফার অন্যতম ভিত্তি। বাজার ওঠানামা কম করলে এই পার্থক্য কমে যায় ফলে রিটার্নও কম হয়।

■ এই ফান্ডে লগ্নির খরচ সাধারণত বেশি হয়।

■ এই ফান্ডে রিটার্ন প্রায় নিশ্চিত হলেও ইকুইটি ফান্ডের মতো বড় অঙ্কের রিটার্ন দিতে পারে না।

■ ফান্ড ম্যানেজারের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে ফান্ডের রিটার্ন।

কারা বিনিয়োগ করবেন

■ যাঁরা একেবারে স্বল্প মেয়াদের জন্য লগ্নি করতে চাইছেন, তাঁদের জন্য আর্বিট্রেজ ফান্ড ভালো বিকল্প হতে পারে।

■ যাঁরা ঝুঁকি নিতে চাইছেন না, তাঁদের জন্যও আর্বিট্রেজ ফান্ড আদর্শ হতে পারে।

■ যেসব লগ্নিকারী পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য এবং ভারসাম্য আনতে চাইছেন, তাঁরাও আর্বিট্রেজ ফান্ডে লগ্নির কথা ভাবতে পারেন।

লগ্নির আগে বিবেচ্য

■ প্রথমেই আপনার লগ্নির মেয়াদ, আর্থিক লক্ষ্য ইত্যাদি বিষয়গুলি পর্যালোচনা করতে হবে। তারপর লগ্নিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

■ সাধারণত ঝুঁকি কম হলেও ডেট ফান্ডে ক্রেডিট ঝুঁকি থাকে। বাজার মন্দা হলেও মুনাফায় প্রভাব পড়ে।

■ দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নি করতে চাইলে আর্বিট্রেজ ফান্ড এড়িয়ে চলতে হবে। স্বল্প মেয়াদে লগ্নির জন্যই এই ফান্ড আদর্শ।

■ এসআইপি বা সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান নয়, এই ফান্ডে এককালীন লগ্নি করা উচিত।

■ ফান্ডের সব নথি খতিয়ে দেখে তারপর লগ্নি করা যেতে পারে।

■ আর্বিট্রেজ ফান্ডের তহবিল ইকুইটি এবং ডেট উভয় ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে। আপনার রিটার্ন এবং লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য কি না বিচার করতে হবে।

■ ফান্ডের খরচ খতিয়ে দেখতে হবে।

■ মোট তহবিলের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ সর্বাধিক বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

কয়েকটি সেরা আর্বিট্রেজ ফান্ড

ফান্ড	১ বছরে রিটার্ন
১) কোয়ান্ট আর্বিট্রেজ ফান্ড	৬.৯ শতাংশ
২) হোয়াইট ওক ক্যাপিটাল আর্বিট্রেজ ফান্ড	৬.৩৪ শতাংশ
৩) ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া আর্বিট্রেজ ফান্ড	৬.২৩ শতাংশ
৪) কোটাক আর্বিট্রেজ ফান্ড	৬.০৭ শতাংশ
৫) আইসিআইসিআই আর্বিট্রেজ ফান্ড	৬.০৫ শতাংশ
৬) এইচএসবিসি আর্বিট্রেজ ফান্ড	৬.০৩ শতাংশ
৭) ইউনিয়ন আর্বিট্রেজ ফান্ড	৬.০৩ শতাংশ
৮) এলআইসিএমএফ আর্বিট্রেজ ফান্ড	৬.০৩ শতাংশ

সতর্কীকরণ : মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ অত্যন্ত ঝুঁকি পূর্ণ। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

টানা পতনের পর ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ৭৮৫৪০.৮৩ এবং নিফটি ২৪২৫২.০০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। টানা কয়েক দিন পতনের পর বৃহস্পতিবার ঘুরে দাঁড়িয়েছিল শেয়ার বাজার। শুক্রবার ধাক্কা খেলেও শেয়ার বাজারের অন্ধকার কেটে যাওয়ার পথ তৈরি হয়েছে। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে আগামী সপ্তাহে ঊর্ধ্বমুখী থাকতে পারে শেয়ার বাজার। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। লগ্নি করতে হবে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য। দৈনন্দিন কেনাবেচা থেকে বিরত থাকতে হবে। যে কোনও ভুল পদক্ষেপ বড় লোকসানের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

শেয়ার বাজারের এই ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে সাম্প্রতিক সংশোধনের পর শেয়ার কেনার উৎসাহ। কম দামে কেনার এই সুযোগ নিয়েছেন লগ্নিকারীরা। এর পাশাপাশি বিদেশি পোর্টফোলিও ইনভেস্টররাও সপ্তাহের শেষ দিকে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করেছেন। এর জেরে সূচক ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন ডলারের দাম কমে যাওয়া এবং বন্ড ইল্ডের দাম কমায় তা ভারতীয় শেয়ার বাজারে লগ্নিতে উৎসাহ দিয়েছে।

প্রথম কোয়ার্টারের ফল প্রকাশ শেষ হয়েছে। বেশ কয়েকটি সংস্থার ভালো ফল শেয়ার বাজারের পতনে বাধা দিয়েছে। আগামী দিনে বিদেশি লগ্নি ফের এই দেশে ফিরলে আরও বড় উত্থানের সাক্ষী হতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

সূচকের উত্থানে বাধা দিতে পারে ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা, অশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধির হার ইত্যাদি। ইরান সংকট এখনও মেটেনি। আগামী দিনে এই বিষয়গুলি শেয়ার বাজারের ওপর বড় প্রভাব ফেলবে। বর্ষার ঘাটতি থাকলেও শেষলগ্নে ভালো বর্ষা সেই ঘাটতি অনেকটাই পূরণ করতে পারে। ফলে শস্যোৎপাদন নিয়ে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। শস্যোৎপাদন ভালো হলে মূল্যবৃদ্ধির হার অনেকটাই কমতে পারে। আগামী দিনে সুদের হার কমার সম্ভাবনাও বাড়বে। যা শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

টানা সংশোধনের পর সোনা-রুপোর দাম ফের ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। দাম কমলে এই দুই মূল্যবান ধাতু অল্প অল্প করে কেনা যেতে পারে।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **এসবিআই** : বর্তমান মূল্য-১০৪৮.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৩৫/৭৯৮, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৯৭০-১০২৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৬৮০১৪, টার্গেট-১২৫০।

■ **ডিএলএফ** : বর্তমান মূল্য-৬৭৮.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৯৫/৪৮৯, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৬২০-৬৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৬৭৮৫০, টার্গেট-৮০০।

■ **উইপ্রো** : বর্তমান মূল্য-১৮০.৭৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৭৩/১৬৯, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৭০-১৭৬, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭৯০৬৪, টার্গেট-২৩৫।

■ **অশোক লেল্যান্ড** : বর্তমান মূল্য-১৭৩.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২১৫/১২৬, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১৬০-১৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০১৬১৭, টার্গেট-২২০।

■ **টাটা পাওয়ার** : বর্তমান মূল্য-৩৭৪.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৬৫/৩৪২, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৩৫০-৩৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৯৬০১, টার্গেট-৪৮৬।

■ **রিলায়েন্স** : বর্তমান মূল্য-১৩১৬.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬১২/১২৫০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১২৫০-১৩০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭৮০৮৮২, টার্গেট-১৫৫০।

■ **এইচডিএফসি ব্যাংক** : বর্তমান মূল্য-৭২৬.৯৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০২০/৭১৫, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৭০০-৭২৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১২০৩১১, টার্গেট-৮৯০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

‘ক্ল্যারিটি’ আইনের আশায় উত্থান ক্রিপ্টো বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা এবং বিশ্ববাজারের টানাপোড়েনে বর্তমানে ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থা ও শেয়ার বাজার এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ২০২৬ সালে এখনও পর্যন্ত নিফটি ৭ শতাংশের বেশি পতন দেখে ফেলেছে। এর পিছনে মূল কারণ বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের (এফআইআই) ক্রমাগত শেয়ার বিক্রি করা। বিগত কয়েক মাসে ভারতীয় বাজার থেকে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা তুলে নিয়ে তারা আমেরিকা, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর সংস্থায় বিনিয়োগ করছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হরমুজ প্রণালী ঘিরে ইরান ও আমেরিকার দ্বন্দ্ব না থামায় ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৯৩ ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতি আর কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হলে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ানো ছাড়া উপায় থাকবে না, যা ভারতে মুদ্রাস্ফীতিকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

অন্যদিকে, ব্যাংক অফ জাপান সুদের হার বাড়ালে ‘ইয়েন ক্যারি ট্রেড’ ব্যাহত হবে, যার ফলে ভারত থেকে আরও বেশি বিদেশি পুঁজি বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এমন অবস্থায় ভারতের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল দুর্বল টাকাকে সামাল দেওয়া, তেলের বিকল্প সাপ্লাই চেইন গড়ে তোলা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই)-কে দেশে ফিরিয়ে আনতে আকর্ষণ করা।

তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে সরাসরি তেলের ওপর নির্ভরশীল ক্ষেত্রগুলি, যেমন—পেইন্টস, টায়ার, পেট্রোকেমিক্যালস, প্লাস্টিক এবং অটোমোবাইল সেক্টর দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কায় রিয়েল এস্টেট, ব্যাংকিং এবং নন-ব্যাংকিং ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানিগুলির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তবে বাজারে চিনি সরবরাহের ঘাটতির আশঙ্কায় চিনি কোম্পানিগুলির শেয়ার হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বিগত এক সপ্তাহে বাজাজ হিন্দুস্থান ৩৩.৭ শতাংশ, বলরামপুর চিনি ১৬.৭২ শতাংশ, ব্যানারি আমন ১৬.৫১ শতাংশ, শ্রী রেণুকা ১৪.৫৩ শতাংশ এবং ত্রিবেণী ইঞ্জিনিয়ারিং ১০.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং খোলা বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণে সরকার ইতিমধ্যেই ১ মিলিয়ন টন চিনি আমদানির অনুমতি দিয়েছে।

> ট্রাম্প প্রশাসন দেশে ‘ক্ল্যারিটি’ আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং সেখানে ক্রিপ্টোকে সিকিউরিটিজ মর্যাদা দেওয়া হতে পারে—এই আশায় বিনিয়োগকারীরা ক্রিপ্টোতে নতুন করে বিনিয়োগ করতে ঝাঁপাচ্ছেন।

শেয়ার বাজারের এই অস্থিতিশীলতার মাঝেই বিকল্প বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে সোনা, রুপো এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির দামে অভূতপূর্ব উত্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একদিকে ডলার দুর্বল হওয়া এবং মার্কিন বন্ড ইল্ড ক্রমাগত হ্রাস পাওয়া, অন্যদিকে ভূরাজনৈতিক সংকট ও বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির ক্রমাগত সোনা কিনে মজুত করায় মূল্যবান ধাতুর বাজার আকাশছোঁয়া। সোনা বিগত এক মাসে ১১.৫৪ শতাংশ এবং এক বছরে ৩৬.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, আর রুপোর দাম এক মাসে ১৫.৪৬ শতাংশ এবং এক বছরে ৭৭.২৪ শতাংশ বেড়েছে।

অন্যদিকে, অক্টোবর ২০২৫-এর পর থেকে টানা পতনের পর ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারেও শক্তিশালী উত্থান দেখা দিয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন দেশে ‘ক্ল্যারিটি’ আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং সেখানে ক্রিপ্টোকে সিকিউরিটিজ মর্যাদা দেওয়া হতে পারে—এই আশায় বিনিয়োগকারীরা নতুন করে বাজারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এর প্রভাবে সাম্প্রতিক দিনগুলিতে বিটকয়েন ২২.৭ শতাংশ, ইথেরিয়াম ২৯.৬ শতাংশ, রিপল ৫১.৮ শতাংশ, চেইনলিঙ্ক ২৪.৭ শতাংশ, সোলানা ২৫ শতাংশ এবং আভালান্স ১৪.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

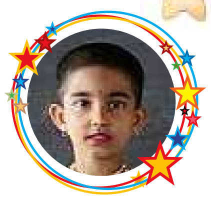

বারোঘরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী রাজর্ষি তালুকদার পড়াশোনার পাশাপাশি নৃত্যে পারদর্শী।

রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে আগুন

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : শনিবার ভরদুপুরে অগ্নিকাণ্ড বাঘা যতীন পার্ক সংলগ্ন একটি রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে দোকানে ক্ষয়ক্ষতি তেমন হয়নি। শর্টসার্কিটের জেরেই অগ্নিকাণ্ড ঘটে বলে প্রাথমিক অনুমান।

জানা গিয়েছে, বাঘা যতীন পার্ক সংলগ্ন দুটি খাবারের দোকানের রান্নাবান্না অন্য একটি দোকানঘরে। সেটাতেই আগুন ধরে যায়। বিকট আওয়াজে আঁতকে ওঠেন স্থানীয়রা। বিদ্যুতের মিটার থেকে আগুনের ফুলকি বেরোতে শুরু করে। ছুটে যান স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। অভিযোগ, দোকানটিতে অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা ছিল না। একাধিক গ্যাস সিলিন্ডার মজুত করে রাখা ছিল পাশের খাবারের দোকানগুলিতে। ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত।

যদিও ওই দোকানের মালিক বাপি পাল বলেন, 'আমাদের কাছে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ছিল। যেহেতু আগুন বিদ্যুতের মিটার থেকে বেরোতে শুরু করে, তাই আমরা ঘাবড়ে গিয়ে ব্যবহার করিনি।' তবে যে বহুতলে দোকানটি রয়েছে, ওই বহুতলের ব্যবসায়ীরা প্রশাসনিক নজরদারির দাবি তুলেছেন।

বাউলগানের সুরে অনশন

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : পুনর্বাসনের দাবিতে শনিবার রামনগর বস্তিতে বাউলগানের সুরে অনশন কর্মসূচি পালন করে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ও শিলিগুড়ি যৌথ মঞ্চ। সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে গীতা পাঠ করেন। অনশনে অংশ নেন পুরুষ ও মহিলা মিলে মোট ৩০ জন। উপস্থিত ছিলেন যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক তপনোদয় সরকার। প্রথম থেকেই পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদের বিরোধিতা করছে সিপিএম। শনিবার দলের তরফে ২০ নম্বর ওয়ার্ডের চিত্তরঞ্জন কলোনির বাসিন্দাদের নিয়ে সভা করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মেয়র

অশোক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি। আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।' অশোক ছাড়াও ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির জেলা সম্পাদক কাজল পাল, শরদিন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ। এছাড়া বিজেপির বেআইনি দখলদারি নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করার দাবি এবং শহরে নাগরিক পরিষেবা দিতে পুরনিগমের ব্যর্থতাকে তুলে ধরে সিপিএমের ডাবগ্রাম ৩ নম্বর এরিয়া কমিটি ৪০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে হায়দরপাড়া বাজার অটোস্ট্যান্ড পর্যন্ত মিছিল করে।

পড়ুয়াদের রংতুলিতে ভয়, ক্ষোভের ছবি

শিলিগুড়িতে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় রংতুলির আঁচড়ে নারী নিরাপত্তার অভাব ও ভয়কে তুলে ধরল স্কুল পড়ুয়ারা। নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং আরজি করের 'অভয়া'-র সুবিচারের দাবি ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলে সমাজের এক রূঢ় বাস্তবকে সামনে আনল তারা।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : দুই হাতে মুখ চাপা এক মেয়ের। চোখের কোণে জল। চারপাশ থেকে এগিয়ে আসছে একাধিক হাত। সেই হাতগুলো ভরসার নয়, ভয়ের।

টেবিলে আঁকাটি জমা দেওয়ার পর বিচারকরা জিজ্ঞাসা করেন, 'এই ধরনের ছবির মাধ্যমে কী বোঝাতে চাইছ?' প্রশ্ন শুনেই পাথরঘাটার একটি স্কুলের নবম শ্রেণির ওই পড়ুয়া পালটা প্রশ্ন করে বসে, 'আমরা কি এখনও কোথাও শান্তি মতো ঘুরতে পারি? স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারি? কিছুদিন আগেই বান্ধবীদের সঙ্গে একটি জায়গায় ঘুরতে গিয়েছিলাম। কয়েকজন ছেলে আমাদের দিকে কুরুচিকর দৃষ্টিতে তাকানোয় এক বান্ধবী প্রতিবাদ করে। তখন ওই ছেলেগুলো আমাদের দিকে তেড়ে এসেছিল।'

চোখ ছলছল করে ওঠে ওই পড়ুয়ার। সে বলে, ''প্রতিযোগিতায় বসার পর বিষয় হিসেবে 'নারী নিরাপত্তা'-র কথা শুনে ওই দৃশ্যটাই আমার মনে পড়ে গেল।''

ওই কিশোরীর থেকে কিছুটা দূরেই ছিল হিলকার্ট রোড সংলগ্ন একটি স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির এক পড়ুয়া। প্রতিযোগিতা চলাকালীন ঘুরে ঘুরে দেখার ফাঁকে তার আঁকার কাগজের দিকে তাকাতেই থমকে যেতে হল। সেখানে ফুটে উঠেছে, রাস্তা ধরে এক ছাত্রী হেঁটে যাচ্ছে। তার পিছনে দুই তরুণ। রাস্তার একপাশে একাধিক 'অশুভ হাত'।

আঁকা রাস্তার অন্য পাশে লেখা, 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'। ছবির মাধ্যমেই সমাজের একটি রূঢ় বাস্তব তুলে ধরার চেষ্টা করেছে সে। হঠাৎ এই ধরনের ছবি কেন? উত্তরে ওই পড়ুয়া নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানায়। সে বলে, 'একাধিকবার স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় ছেলেরা পিছু নিয়েছে। আমার বান্ধবীদের সঙ্গেও এমনটা হয়েছে। এখনও আমরা স্বাধীনভাবে চলতে পারি না। সেই আতঙ্কটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।'

শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একটি আইনি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এরপর এদিন দুপুরে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের পড়ুয়াদের নিয়ে নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

প্রথমেই ছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। বিষয় আগে থেকে জানানো হয়নি। প্রতিযোগিতায়

- বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় নারী নিরাপত্তার অভাব ও ভয়ের কথা তুলে ধরল পড়ুয়ারা
- রাস্তায় ইভটিজিং থেকে শুরু করে মেয়েদের নিত্যদিনের লড়াইয়ের ছবি উঠে এল ক্যানভাসে
- নির্যাতনে মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তৈরি একাধিক মর্মস্পর্শী চিত্র দাগ কাটল দর্শকদের মনে

অংশগ্রহণের পর বিষয়টি শোনার পর পড়ুয়ারা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, সোশ্যাল মিডিয়া এবং পরিচিতদের কাছ থেকে শোনা নানা ঘটনার কথা ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলে। তাদের এই রংতুলির প্রতিবাদ বিচারক থেকে শুরু করে পুলিশকর্মী ও আধিকারিকদের মনে গভীর দাগ কাটে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মেয়েদের পোশাক নিয়ে নানা কটাক্ষ মনে গভীর দাগ কেটেছে স্টেশন ফিডার রোডের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া বন্যা শ্রীবাস্তবের। বন্যার কথায়, 'আমি বাড়িতে কখনও পোশাক নিয়ে কোনও বাধার মুখে পড়িনি। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছি, মেয়েদের পোশাক নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এটা খুব খারাপ লাগে।'

নারী নিরাপত্তার এই আবহে 'অভয়া'-র কথা উঠবে না, তা কি হয়। এদিন দশম শ্রেণির শুভজিৎ বর্মন এবং স্নিগ্ধা মণ্ডলের আঁকা ছবি জুড়েই ছিল সেই প্রতিচ্ছবি। স্নিগ্ধা বলে, 'অভয়া যাতে সুবিচার পায়, সেটাই আমাদের একমাত্র আশা।'

এরই মধ্যে চোখ আটকে যায় রানিডাঙ্গার একটি স্কুলের দশম শ্রেণির পড়ুয়া অনীশা অধিকারীর আঁকা একটি ছবিতে। কাগজটিকে চার ভাগ করে সে এঁকেছে সমাজের নানা দিক। একপাশে সিসিটিভির পাশ দিয়ে এক তরুণী হেঁটে যাচ্ছে, আকাশ থেকে দেখছে আর এক তরুণী। অন্য পাশে একটি হাসপাতাল। নীচের দু'পাশের একপাশে দাঁড়িয়ে মহিলা পুলিশ ও

আইনি প্রদর্শনীতে নারী নিরাপত্তা নিয়ে বসে আঁকো। শনিবার কাওয়াখালি ময়দানে।

চিকিৎসক, আর অন্য পাশে বিচারের প্রতীক। অনীশা বলে, 'নির্যাতনের কারণে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের উৎসর্গ করেই আমার এই ছবিটা।'

এদিন বসে আঁকো প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণকারী সবাইকে শংসাপত্র দেওয়া হয়। কয়েকজনকে বিশেষ পুরস্কারেও সম্মানিত করা হয়। এদিন পড়ুয়াদের জন্য 'নেশামুক্তি' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছিল। বিকেলের দিকে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর পথনাটিকার মাধ্যমে নতুন আইনের নানা দিক সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়।

বিদ্যুতের খুঁটি সরানো নিয়ে বচসা, বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : শিলিগুড়ি শহরের সেবক রোডে হাইড্রা দিয়ে বিদ্যুতের খুঁটি সরানোকে কেন্দ্র করে বিদ্যুৎকর্মী ও ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী কর্মীদের বচসায় তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। খুঁটি সরানোর সময় ইন্টারনেটের তার কেটে দেওয়ার অভিযোগে শনিবার দুপুরে কাজ বন্ধ করতে আসেন সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। খুঁটি উপড়ে ফেলার কাজে বাধা দেওয়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে শুরু হয় প্রবল তর্কাতর্কি। এক পর্যায়ে ইন্টারনেট কর্মীরা রাস্তা অবরোধের চেষ্টা করলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে ইন্টারনেট কর্মীদের ভক্তিনগর থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। সেখানে থানার আইসি মহেশ্বর মাঝির সঙ্গে তাঁদের বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আইসি-র পরামর্শ অনুযায়ী সোমবার বিদ্যুৎ দপ্তর ও পুরনিগমের কর্তাদের কাছে ইন্টারনেটের তারের বিকল্প ব্যবস্থার দাবি জানাতে যাবেন কর্মীরা। আপাতত খুঁটি তোলার কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।

ইন্টারনেট ব্যবসায়ীদের দাবি, বছর দুয়েক আগে মাটির তলায় তার পাতার কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই তাঁরা চরম বিপাকে পড়ছেন।

সেবক রোডে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার ও বিদ্যুৎকর্মীদের মধ্যে ঝামেলা।

এ বিষয়ে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দিয়ে একটি ইন্টারনেট কোম্পানির ডিরেক্টর অতনু সান্যাল বলেন, 'বিদ্যুতের খুঁটিগুলির মাধ্যমে আমাদের ইন্টারনেটের তার গিয়েছে। বছরদুয়েক ধরে বিদ্যুতের তার মাটির নীচ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এবারে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই বিদ্যুতের খুঁটি তুলে দেওয়া হচ্ছে। ওইসময় আমাদের তার কেটে দেওয়া হচ্ছে।' চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে ওই ডিরেক্টরের প্রশ্ন, 'আমরা তাহলে কোথা থেকে ইন্টারনেটের তার নিয়ে যাব। মাটির তলা দিয়েও তার নিয়ে যাওয়ার জায়গা দেওয়া হচ্ছে না।'

এদিন একের পর এক বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে দেওয়ার সময় তার কাটার খবর ছড়াতেই সেবক রোডে ইন্টারনেট কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। তবে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরবর্তীতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। সেবক রোডের ওই অংশে আপাতত খুঁটি তোলার কাজ সম্পূর্ণ স্থগিত রয়েছে।

আজ শহরে

- রক্তসংকট মেটাতে শিলিগুড়ি বান্ধব সংঘের উদ্যোগে ক্লাব প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবির সকাল ১১টা থেকে।

উদ্যোক্তাদের সম্মান

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব রাজীব সিনহার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে উত্তরবঙ্গের উদ্যোক্তাদের সম্মান জানানো হল। শনিবার মাল্লাগুড়িতে একটি হোটেলে এই অনুষ্ঠান হয়। কী করে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়া সম্ভব সে বিষয়ে সেখানে নতুন উদ্যোগপতিদের পরামর্শ দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যত্র কীভাবে অনেকে বড় উদ্যোগপতি হতে পেরেছেন সে বিষয়ে অনেকের সামনে উদাহরণ তুলে ধরা হয়।

মন্দিরে চুরি

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : পর্যটনমন্ত্রীর ওয়ার্ডে হনুমান মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে অনেকদিনের পুরোনো হনুমান মন্দিরে সকালে স্থানীয়রা পুজো দিতে এসে দেখেন মন্দিরের মূল দরজা ভাঙা। এরপর ভেতরে ঢুকতেই তাঁদের নজরে আসে প্রণামি বাক্স সহ পুজোর একাধিক সামগ্রী চুরি হয়ে গিয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে মন্দির কমিটির তরফে শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

প্রতারণায় গ্রেপ্তার তরুণ

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন এবং পরে বিয়েতে অস্বীকার করার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম চঞ্চল পাটোয়ারি। তিনি ভূপেন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা।

মাটিগাড়া থানা এলাকার এক মহিলা শুক্রবার রাতে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর বক্তব্য, প্রায় এক বছর আগে চঞ্চলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এরপর দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে সেই বন্ধুত্ব প্রেমের সম্পর্কে পরিণত হয়। গত প্রায় এক বছর ধরে তাঁরা একাধিকবার একসঙ্গে ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কও গড়ে ওঠে। ওই মহিলা বারবার বিয়ের প্রসঙ্গ তুললেও চঞ্চল আপত্তি জানায়। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে চঞ্চলকে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। অভিযোগকারিণী মহিলা পূর্বে বিবাহিত এবং তাঁর একটি সন্তানও রয়েছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

সভা

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : দ্য হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের দ্বিবার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী এবং জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। নতুন এগজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করা হয়। সংগঠনের নতুন সভাপতি হয়েছেন সুপ্রতিম বাসু, সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন তন্ময় গোস্বামী।

খুদেদের নাচে, গানে সমাবর্তন

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : খুদেদের নাচ, গান ও আবৃত্তিতে মন ভরল দর্শকদের। হাকিমপাড়ায় অবস্থিত শিলিগুড়ি পাঠভবন স্কুলের তিনদিনব্যাপী সমাবর্তন অনুষ্ঠান দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত হয়। 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে' গানের সঙ্গে নাচে সিনিয়ার কেজির ছাত্রীরা। খুদেদের গলায় 'ওরে গৃহবাসী' গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যান দর্শকরা।

স্কুলের পড়ুয়াদের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্ব আয়োজিত হয়। গান ও নাটক থেকে শুরু করে ফ্যাশন শোয়ে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল দেখার মতো। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যেও বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীরুপা চৌধুরী বলেন, 'ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিকচর্চায় যাতে আগ্রহী হতে পারে, সেদিকেও স্কুলের তরফে নজর রাখা হয়। প্রত্যেক পড়ুয়া খুব সুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে।'

সমাবর্তনে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের সভাপতি অধ্যাপক জ্যোতিরঞ্জন চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পাঠভবন এডুকেশন সোসাইটির সদস্য ডাঃ বিকাশকুসুম মণ্ডল এবং আরেকজন সদস্য অমলকুমার সাহা চৌধুরী।

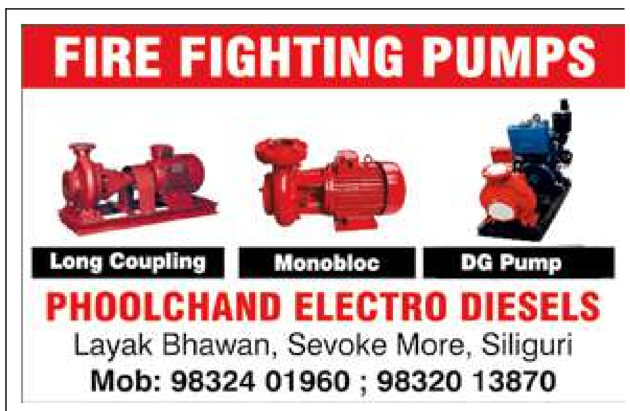

বিজ্ঞানকেন্দ্রে মহাকাশ-ঝাঁকি

জাতীয় মহাকাশ দিবস উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে নবরূপে পথ চলা শুরু করল আধুনিক ও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত মিনি প্ল্যানেটোরিয়াম। শনিবার এই নবনির্মিত তারামণ্ডলের উদ্বোধনের সাক্ষী থাকল বহু স্কুল পড়ুয়া। দূষণে ঢাকা শহরের বুকে এমন অভিনব মহাকাশ-সফর দর্শনার্থীদের দারুণভাবে মুগ্ধ করেছে।

ক্রতু-পুলহর রেখা ছুঁল ধ্রুবতারাকে

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : হ্যারি পটারের নাম শোনেননি, এমন মানুষ খুব কম আছেন। শনিবার উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে গিয়ে 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দি গবলেট অফ ফায়ার' সিনেমাটির কথা মনে পড়ল। ন্যাশনাল স্পেস ডে বা জাতীয় মহাকাশ দিবস উপলক্ষ্যে উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে এদিন নতুন রূপে তারামণ্ডলের উদ্বোধন হল। 'গবলেট অফ ফায়ার' সিনেমায় হ্যারি এবং তাঁর বন্ধুরা যখন 'কুইডিচ' বিশ্বকাপ দেখতে যান, যে তাঁবুতে তাঁদের থাকতে দেওয়া হয়, সেটিকে বাইরে থেকে দেখলে খুবই ছোট মনে হয়। কিন্তু তাঁবুর ভেতরে এক আশ্চর্য জাদুজগৎ বিরাজমান। মিনি ইনফ্ল্যাটেবল প্ল্যানেটোরিয়ামের ভেতর ঢুকতেই মনে হল এক অন্য জগতে ঢুকে পড়েছি। শিলিগুড়ির বুকে যেন নেমে এসেছে একটুকরো মহাকাশ।

নতুন রূপে তারামণ্ডলের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে অনেক স্কুলপড়ুয়াকে এদিন বিজ্ঞানকেন্দ্রে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে বসে আকাশ দেখতে দেখতে মনে ফিরে এসেছিল বিস্ময়।

উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের সেন্টার হেড তথা সিনিয়ার কিউরেটর ঋতব্রত বিশ্বাস বলেন, 'সেই ১৯৯৭ সাল থেকেই এখানে তারামণ্ডল রয়েছে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছিলাম, মিনি ইনফ্ল্যাটেবল প্ল্যানেটোরিয়ামটি বাতানুকূল না হওয়ায় মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। তাছাড়া ওই তারামণ্ডলে বসার জায়গাও খুব কম ছিল। তাই আমরা তারামণ্ডল সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিই। ২৩ অগাস্ট ন্যাশনাল স্পেস ডে। তাই এদিন নবরূপে এই তারামণ্ডলের উদ্বোধন করা হল। এদিন এবং রবিবার স্পেস ডে উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।' এই মহাকাশ সফরের পথপ্রদর্শন করেন বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। প্রথমদিকে তারার ছবি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না। বিশ্বজিৎবাবু বলেন, 'আসলে আমরা তো এখন শহরে আছি, তাই দূষণের জন্য ভালো করে তারা দেখা যাচ্ছে না। চলো আমরা পাহাড়ে যাই।' আস্তে আস্তে প্ল্যানেটোরিয়ামে স্পষ্ট হয় তারার ছবি। বিশ্বজিৎবাবু আমাদের দেখান, কীভাবে সপ্তর্ষিমণ্ডলের ক্রতু এবং পুলহ নক্ষত্র থেকে কাল্পনিক রেখা টেনে ধ্রুবতারা খুঁজে বের করে দিকনির্ণয় করতে হয়। ক্যাসিওপিয়া তারামণ্ডল থেকে কাল্পনিক রেখা টেনেও কীভাবে ধ্রুবতারা চেনা যায়, সেটাও দেখান তিনি।

বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুলের নবম শ্রেণির হৈমন্তী দেবনাথ বলছিল, 'এরকম শো আমি এর আগে দেখিনি। ইউটিউবে এ ধরনের ভিডিও দেখলেও, সামনে থেকে দেখার মজাই আলাদা।' একই কথা শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের পড়ুয়া রূপঙ্কর অধিকারী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিকাশচন্দ্র পাল বলেন, '২০২৩ সালের ২৩ অগাস্ট চন্দ্রযান-৩ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করেছিল। সেই জন্যই এই দিনটিকে ন্যাশনাল স্পেস ডে হিসেবে উদযাপন করা হয়। ১৯৯৭ সালে যখন এখানে তারামণ্ডল চালু হয়, সেই অনুষ্ঠানেও আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রায় ৩০ বছর পর নবরূপে তারামণ্ডল উদ্বোধনের দিন উপস্থিত থাকতে পেরে আমি খুব খুশি।' উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার তারাপদ প্রামাণিক। অনুষ্ঠান শেষে এক পড়ুয়া অপরজনকে বলে, 'টিফিনের লোভে এসেছিলাম। কিন্তু অনেক কিছু শিখে বাড়ি ফিরছি। মা-বাবাকে নিয়ে আবার আসব।' এই কথোপকথনে বিজ্ঞানকেন্দ্রের এই উদ্যোগের সার্থকতা স্পষ্ট হয়।বহুদিন আগে নারায়ণ সান্যাল 'আবার যদি ইচ্ছা কর...'-তে প্রতিদিন অন্তত একবার আকাশের নীচে দাঁড়ানোর উপদেশ দিয়েছিলেন। ওই বইয়ের এক চরিত্র বলেছিল, 'উনসে বিশাল, উনসে বড়া অওর কৌন হ্যায়।' দূষণের চোটে এখন আকাশ দেখাই দায়। এই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের এই উদ্যোগ সময়োপযোগী এবং প্রশংসনীয়।

পৃথিবীর পাঠশালা

মাটির নীচের অদ্ভুত শহর

অস্ট্রেলিয়ার কুবের পেডি শহরটি বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে জনশূন্য এক ধু-ধু মরুভূমি। কিন্তু আসল শহরটি রয়েছে মাটির অনেক নীচে। চরম রোদ এবং গরমের হাত থেকে বাঁচতে এখানকার অধিকাংশ মানুষ পুরোনো খনির ভেতর নিজেদের বাড়ি, হোটেল, স্কুল এবং গির্জা বানিয়েছেন। মাটির নীচে হওয়ায় এখানকার তাপমাত্রা সারা বছর মনোরম থাকে। ওপাল নামের দামি পাথরের খনি থেকে তৈরি হওয়া এই শহরটি আজ পর্যটকদের কাছে দারুণ আকর্ষণীয়।

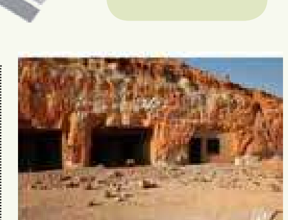

হারিয়ে যাওয়া আস্ত উপনিবেশ

ষোলো শতকের শেষে আমেরিকায় ব্রিটিশরা রোয়ানোকে নামের একটি ছোট দ্বীপে প্রথম উপনিবেশ তৈরি করেছিল। কয়েক বছর পর ইংল্যান্ড থেকে একটি জাহাজ সেখানে গিয়ে দেখে পুরো গ্রামটি সম্পূর্ণ জনশূন্য। কোনও মৃতদেহ, লড়াইয়ের চিহ্ন বা ধ্বংসস্তূপ কিছুই ছিল না। শুধু একটি গাছের গায়ে ক্রোটোয়ান নামের একটি শব্দ খোদাই করা ছিল। একশোর বেশি মানুষ নারী-শিশু সমেত কোথায় উধাও হয়ে গেল, তা আজও আমেরিকার ইতিহাসের অন্যতম অমীমাংসিত রহস্য।

জলের ওপর দিয়ে দৌড়

দক্ষিণ আমেরিকার ব্যাসিলিস্ক টিকটিকিকে অনেকেই যিশুখ্রিস্টের টিকটিকি বলে ডাকেন। কারণ বিপদে পড়লে এরা আক্ষরিক অর্থেই জলের ওপর দিয়ে দুই পায়ে হেঁটে বা দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারে। এদের পেছনের পায়ের পাতা চওড়া হয় এবং এরা এত দ্রুত পা চালায় যে জলের পৃষ্ঠটান ভেঙে ভেতরে ডুবে যাওয়ার আগেই এরা অনেকটা পথ পার হয়ে যায়। শিকারি প্রাণীদের বোকা বানানোর জন্য প্রকৃতির এই অদ্ভুত ক্ষমতা সত্যিই চমকপ্রদ।

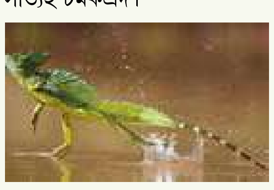

চাঁদে হাঁটার আসল টেপ

মানুষ যেদিন প্রথম চাঁদের বুকে পা রেখেছিল, সেই ঐতিহাসিক ঘটনার আসল ভিডিও টেপগুলো কিন্তু এখন আর নাসার কাছে নেই। কয়েক দশক আগে নাসা ভুলবশত খরচের হাত থেকে বাঁচতে পুরোনো টেপগুলোর ওপর অন্য ডেটা রেকর্ড করে ফেলেছিল। পরে তারা ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু ততদিনে চাঁদে হাঁটার সেই অরিজিনাল হাই-ডেফিনিশন রেকর্ডিং চিরতরে মুছে গিয়েছে। আজ আমরা টিভিতে চাঁদের যে ঝাপসা ছবি দেখি, তা আসলে সেই দিন সরাসরি সম্প্রচার হওয়া টিভির রেকর্ডিং মাত্র।

আন্দোলনে বিজেপিই

প্রথম পাতার পর

উপভোক্তাদের হয়রান করা হচ্ছে। এর দায় পুরসভার। গত শুক্রবার আমরা মহিলাদের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছি। দ্রুত সমস্যা না মিটলে পুরসভা অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেব। পাশাপাশি ইসলামপুর মহকুমার অন্যান্য ব্লকেও আন্দোলন জোরদার হবে।'

যোগ্যদের টাকা না পাওয়ার কথা স্বীকার করলেও বিজেপির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে কানাইয়া উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'যোগ্য উপভোক্তাদের অবশ্যই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া উচিত।' কানাইয়া বলেন, 'পুরসভার ভূমিকা সঠিক আছে। সরকারি নির্দেশ মেনেই সিস্টেম কাজ করছে। আমরা ৯৫ শতাংশ আবেদনকারীর অনুমোদন দিয়েছি।'

স্বামীর মাত্র সাত হাজার টাকা মাসিক আয়ে পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গৃহবধূ জ্যোৎস্না ঘোষের সংসার চলে। এক মাস আগে তাঁর হাত ভেঙে যাওয়ায় অস্ত্রোপচারের জন্য প্রায় ৪৫ হাজার টাকা খরচ হয়। কানের সোনার দুল বিক্রি করে জ্যোৎস্না সেই খরচ জোগাড় করেন। অথচ অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের টাকা এখনও পাননি। জ্যোৎস্না বলেন, 'আমার মতো মানুষ টাকা পেল না। অথচ যাঁরা বিত্তশালী তাঁদের স্ত্রীরা প্রকল্পের টাকা পেয়েছেন। জানি না আমার টাকা আদৌ ঢুকবে কি না। আসলে অসহায়দের জন্য কেউ নেই।'

শহরের গৃহবধূ অর্চনা সরকারের অভিজ্ঞতাও অভিন্ন। তাঁর কথায়, 'প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে অনেকটাই স্বস্তি পেয়েছিলাম। তারপরই সব বন্ধ হয়ে গেল। স্বামীর ছবি তোলার ব্যবসা রয়েছে। কিন্তু সেই ব্যবসা তো আর আগের মতো নেই। অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের টাকা পেলে মেয়ের পড়াশোনার খরচ জোগাতে অনেকটাই সুরাহা হত।' আর এক গৃহবধূ অরুণা পালের কথায়, 'স্বামী ঠিকাদারের অধীনে কাজ করেন। সামান্য মাইনে। অথচ আমার কপালে প্রকল্পের টাকা জোটেনি। অথচ যাঁদের না পেলেও চলত তারা দিব্যি প্রকল্পের টাকা পেয়ে আনন্দ করছেন।'

পুরসভার একটি বা দুটি ওয়ার্ড নয়, কার্যত ১৭টি ওয়ার্ডেই এই ধরনের বৈষম্যের ছবি রয়েছে। একাধিক কাউন্সিলারও বিষয়টি স্বীকার করেছেন। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার অসিত সেন বলেন, 'আমার ওয়ার্ডে বিত্তশালীদের একাংশ প্রকল্পের টাকা পেয়েছেন, অথচ প্রকৃত উপভোক্তারা বঞ্চিত হয়েছেন এমনটা জানি। কেন এমনটা হল তা আমরা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছি।' ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি গুরুদাস সাহা বলেন, 'সরকারি অনুদান সকলেই পাক তা নিয়ে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বিত্তশালীরা পেয়ে যাচ্ছেন অথচ প্রকৃত গরিব উপভোক্তারা বঞ্চিত হচ্ছেন এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। সরকারের কাছে আর্জি থাকবে প্রকৃত উপভোক্তারা যেন বঞ্চিত না হন।' নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রভাবশালী এক কাউন্সিলার বলেন, 'যাঁরা বিত্তশালী হয়েও অনলাইনে তথ্য লুকিয়েছেন তাঁরা টাকা পেয়েছেন। আর যাঁরা সঠিক তথ্য জমা দিয়েছেন নিয়মের বেড়াজালে তাঁদের টাকা পাওয়া থমকে গিয়েছে।'

অন্যদিকে পুর চেয়ারম্যানের কথায়, 'টাকা তো পুরসভা দেবে না, সরকার দেবে। তবে যারা প্রকৃতই গরিব ও যোগ্য উপভোক্তা তাদের প্রকল্পের টাকা পাওয়া উচিত।' অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্প নিয়ে কানাইয়া বনাম বিজেপির এই রাজনৈতিক চাপানউতোর কোনদিকে গড়ায়, এখন সেদিকেই ইসলামপুর তাকিয়ে।

শতায়ুর সাজা মকুব শীর্ষ আদালতে

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : দীর্ঘ ৩৮ বছর পর অবশেষে এক টুকরো মুক্ত আকাশ ফিরে পেলেন মালদার ১০৫ বছরের রসিকচন্দ্র মণ্ডল। বার্ধক্য এবং গুরুতর শারীরিক অসুস্থতা বিবেচনা করে শুক্রবার তাঁর যাবজ্জীবন সাজার বাকি মেয়াদ মকুব করল সুপ্রিম কোর্ট। ২০২৪ সালে পাওয়া তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদকে এদিন স্থায়ী ও চূড়ান্ত করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ রসিকচন্দ্রের মুক্তির নির্দেশ দিয়ে মামলাটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে। বেঞ্চের অন্য দুই সদস্য ছিলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনা। রায় দেওয়ার সময় প্রধান বিচারপতি সাফ জানান, 'সাজার মেয়াদ পুরোপুরি শেষ না হলেও তাঁকে আর হেপাজতে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না।' ১০০ বছর পার করার পরও এই বৃদ্ধ যেভাবে নিজের মামলার বিষয়ে আইনজীবীদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন বিচারপতিরা।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে ১৯৮৮ সালে নিজের ভাই সুরেশ মণ্ডলকে খুনের অভিযোগ ওঠে মালদার বাসিন্দা রসিকচন্দ্রের বিরুদ্ধে। ১৯৯৪ সালে ৭৪ বছর বয়সে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে

> সাজার মেয়াদ পুরোপুরি শেষ না হলেও তাঁকে আর হেপাজতে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না।
>
> –সূর্য কান্ত
> প্রধান বিচারপতি

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। দীর্ঘ সময় কারাবাসের পর ২০১৮ সালে কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর আপিল খারিজ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সুপ্রিম কোর্টেও তাঁর সাজা বহাল থাকে। কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ২০২০ সালে, ৯৯ বছর বয়সে আগাম মুক্তির আবেদন নিয়ে পুনরায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন রসিকচন্দ্র। ২০২৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত জেল খাটার পর অবশেষে অন্তর্বর্তী জামিনে মুক্তি পান তিনি। শুক্রবার শীর্ষ আদালতের চূড়ান্ত রায়ে তাঁর দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের অবসান ঘটল।

খতিয়ান নেই, সার মিলছে না

ফালাকাটা, ২২ অগাস্ট : আদিবাসী অধ্যুষিত প্রান্তিক জেলা আলিপুরদুয়ার। এখানে চা বাগানের পাশাপাশি বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষাবাদই হল মূল জীবিকা। বংশপরম্পরায় বহু আদিবাসী বছরের পর বছর ধরে চিরাচরিত প্রথায় চাষাবাদ করে আসছেন। এর পাশাপাশি কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বহু বাঙালিও। কিন্তু প্রান্তিক এলাকার এই কৃষকদের একটা বড় অংশের কাছেই নিজস্ব জমির দলিল বা খতিয়ান নেই। তাছাড়া অনেকেই নদীর চর, চা বাগান লাগোয়া বা বনভূমি সংলগ্ন খাসজমিতে চাষাবাদ করেন। স্বাভাবিকভাবেই সেই খাসজমির কোনও বৈধ কাগজ তাঁদের কাছে নেই। এমনকি, বহু দরিদ্র কৃষকের হাতে স্মার্টফোনও নেই।

অথচ সম্প্রতি রাজ্য কৃষি দপ্তর সার কেনার ক্ষেত্রে 'পাইলট প্রোজেক্ট' হিসেবে উত্তরবঙ্গের মধ্যে একমাত্র আলিপুরদুয়ার জেলাকেই বেছে নিয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, জমির খতিয়ান ও স্মার্টফোন ছাড়া কৃষকরা এখন আর সার কিনতে পারছেন না। মাঠে এখন আমন ধান রয়েছে। শুরু হয়েছে বেগুন, ফুলকপির মতো শীতকালীন সবজির চাষ। কিন্তু প্রয়োজনমতো সার কিনতে না পেরে হাজার হাজার কৃষক চরম বিপাকে পড়েছেন। সার ব্যবসায়ীরাও জানিয়েছেন, তাঁদের বিক্রি আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। তাই প্রান্তিক কৃষকদের বাস্তব পরিস্থিতির কথা না ভেবে রাজ্য কৃষি দপ্তর কেন এরকম অবৈজ্ঞানিক পাইলট প্রোজেক্ট গ্রহণ করল, তা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে নিয়মের সরলীকরণ না হলে আমন ধান ও শীতকালীন সবজির চাষ ব্যাপকভাবে মার খেতে পারে। শুরু হতে পারে নতুন করে ঘুরপথে সারের কালোবাজারি। কারণ, পাশের কোচবিহার জেলায় এই নিয়ম নেই। ফলে আলিপুরদুয়ারের অনেক কৃষকই চড়া দামে সার কেনার জন্য কোচবিহারে ভিড় করতে পারেন।

আলিপুরদুয়ার জেলা কৃষি উপ-অধিকর্তা (প্রশাসন) গোপাল সাহার কথায়, 'এখনই এ নিয়ে বিস্তারিত বলতে পারব না। আমাদের প্রোগ্রাম সবে শুরু হয়েছে। আগামীদিনে যা যা সমস্যা আসবে, তা মেটানো হবে।' কৃষি দপ্তর জানাচ্ছে, মূলত সারের কালোবাজারি রুখতেই নদিয়া ও আলিপুরদুয়ারে পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রোজেক্ট চালু হয়েছে। একে বলা হচ্ছে 'ন্যায্যমূল্যে সার বিক্রির ফ্রেমওয়ার্ক'। নিয়ম অনুযায়ী, একজন কৃষক যদি দু'বিঘা জমিতে বেগুনের চাষ করেন, তবে তাঁকে সেই পরিমাণ জমির খতিয়ানের তথ্য দিয়ে স্মার্টফোনে নির্দিষ্ট পোর্টালে রাসায়নিক সার বুক করতে হবে। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মতভাবে দু'বিঘা জমির বেগুন চাষে ঠিক যে পরিমাণ সার লাগবে, সেটাই ন্যায্যমূল্যে আশপাশের খুচরো বিক্রেতার কাছ থেকে কৃষক কিনতে পারবেন। তার বেশি সার তিনি পাবেন না। এই প্রক্রিয়ায় কৃষকরা যেমন ন্যায্যমূল্যে সার পাবেন, তেমনই জমিতে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত সারের ব্যবহারও কমবে।

তবে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের মতে, উদ্দেশ্য ভালো হলেও এই জেলায় পরিকাঠামোগত অনেক সমস্যা রয়েছে। যেমন, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শিলতোর্ষা নদীর চরে বেগুন চাষ করেছেন সনাতন মুন্ডা।

কৃষি দপ্তরের পাইলট প্রোজেক্টে বিপত্তি

পলাশবাড়িতে সার কিনতে গিয়ে তাঁকে খালি হাতে ফিরে আসতে হয়। সনাতন বলেন, 'বংশপরম্পরায় নদীর খাসজমিতেই চাষাবাদ করি। জমির কাগজ নেই। এখন খতিয়ান ছাড়া সার মিলছে না। তাহলে তো আমার বেগুনখেত নষ্ট হয়ে যাবে।'

আলিপুরদুয়ার জেলা সার ও কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি রতন সরকারের কথায়, 'অনেক আদিবাসী ও প্রান্তিক কৃষকের কাছে খাসজমির কাগজ বা স্মার্টফোন নেই। ফলে তাঁরা এখন কোনওভাবেই সার কিনতে পারছেন না এবং এর জেরে বিক্রিও কমেছে। কৃষি দপ্তরকে আমরা বিষয়টি জানিয়েছি, যাতে ব্লক ও অঞ্চলভিত্তিক কৃষকদের সচেতন করা হয়।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের অন্যদিক থেকেও ক্ষতি হচ্ছে। কোম্পানি সরাসরি খুচরো বিক্রেতাদের দোকানে সার পৌঁছে দেয় না। পাইকারি বিক্রেতাদের থেকে এমআরপিতে আমাদের সার কিনে নিতে হয়। এতে পরিবহণ খরচ আমাদের নিজেদেরই বহন করতে হচ্ছে।'

জাহাজডুবির আশঙ্কা

ভুবনেশ্বর, ২২ অগাস্ট : ওড়িশার উপকূলে পণ্যবাহী জাহাজডুবির আশঙ্কা। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার সময় পানামার মালিকানাধীন জাহাজটি পারাদ্বীপ থেকে ১,৭০০ টন লৌহ আকরিক নিয়ে চিনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। এরপর থেকেই সেটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ২০ জন চিনা নাগরিক, ১ বাংলাদেশি এবং ৩ জন মায়ানমারের নাগরিক জাহাজে ছিলেন বলে দাবি। এই মুহূর্তে তাঁদের কোনও খোঁজ নেই। যদিও জাহাজের নাম, আইএমও নম্বর, মোট কর্মীর সংখ্যা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। দ্রুত উদ্ধারকাজে নামবে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং নৌসেনা।

গাড়ি সারাইয়েও কাটমানি!

প্রথম পাতার পর

২০ শতাংশ হিসাব করে লক্ষ লক্ষ টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি আধিকারিকদের একাংশও এতে যুক্ত বলে অভিযোগ। তদন্ত কমিশনের নজরে রয়েছে বিষয়টি। গ্যারাজটিতে গিয়ে দেখা গেল, ভালো অবস্থায় থাকা ডাম্পার, আর্থমুভার, টিপার, কমপ্যাক্টর এবং আধিকারিকদের ব্যবহারের একাধিক গাড়ি ফেলে রাখা হয়েছে। অথচ, গ্যারাজ কর্মীদেরই দাবি, সামান্য মেরামত করলে সেগুলি চালানো যেত অনায়াসে। ফেলে রেখে নতুন গাড়ি কেনার জন্য টেন্ডার করে বরাত দেওয়া হয়। এ বিষয়ে মানিকের বক্তব্য, 'নষ্ট গাড়িই পড়ে রয়েছে। যেগুলি মেরামত করা সম্ভব সেগুলি করা হয়েছে।'

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জখম ৭

ইসলামপুর, ২২ অগাস্ট : ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল ইসলামপুর ব্লকের গোবিন্দপুর অঞ্চল। নতুন প্রধান গঠনের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে জখম হয়েছেন কমপক্ষে সাতজন। শনিবার রাতে গোবিন্দপুরের নন্দ লাড়ুখোয়া এলাকার ঘটনা।

শুক্রবার গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন প্রধান দায়িত্ব নেন। খাতেজা খাতুনের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে তাঁকে সরিয়ে প্রধান করা হয় করিমা খাতুনকে। এরপর ২৪ ঘণ্টা পার হতে না হতেই প্রাক্তন প্রধান ও নতুন প্রধানের গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। কটূক্তি করা নিয়েই দু'পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোলের সূত্রপাত বলে পুলিশ জানিয়েছে। ধারালো অস্ত্র সহ লাঠিসোঁটা নিয়ে দুই পক্ষ একে অপরের উপর চড়াও হয়। খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জখমদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। তার মধ্যে দুজনের চোট গুরুতর থাকায় তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসক। ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি সোমশুভ্র কাপরি বলেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কেউ এলাকা অশান্ত করার চেষ্টা করলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

চালু হল সেবাকেন্দ্র

খড়িবাড়ি, ২২ অগাস্ট : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণার পর বাতাসিতে চালু হল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিধায়ক সেবাকেন্দ্র। শনিবার বাতাসির বদরাজোতে বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর হাত ধরে কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

এই সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে এলাকার সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা, সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয় এবং নাগরিকদের অভিযোগ দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনপ্রতিনিধির যোগাযোগ আরও সহজ হবে বলে জানানো হয়েছে।

স্কুলে বিক্ষোভ

ফাঁসিদেওয়া, ২২ অগাস্ট : পড়ুয়াদের পথ অবরোধের পর এবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ফি, ডোনেশন ও ব্যবসায়িক মানসিকতার অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামলেন অভিভাবকরা। শনিবার স্কুলের সামনে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান।

অনামিকা ঘোষ, আরতি মণ্ডল, সুনীতা বিশ্বাস ও রুমা সরকারের মতো বিক্ষোভকারী অভিভাবকদের অভিযোগ, সরকারি স্কুলে ভর্তির জন্য ৮৫০ টাকা ফি আদায়ের পাশাপাশি বাইরের পড়ুয়াদের থেকে ৩-৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ডোনেশন নেওয়া হচ্ছে। অভিভাবকদের দাবি, সরকারি পোশাকের বদলে স্কুল থেকে জোর করে অতিরিক্ত পোশাক ও খাতা কেনানো হচ্ছে। কুডো ও কম্পিউটার ফি না দিলে অ্যাডমিট ও রেজাল্ট আটকে দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠছে। এদিন প্রধান শিক্ষক দেখা না করায় ক্ষোভ আরও বাড়ে।

বিধাননগর সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (এসআই) সাধন বিশ্বাস ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাঁর হাতে স্মারকলিপি দেন অভিভাবকরা। তিনি তদন্তের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। প্রধান শিক্ষক সামসুল আলমের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন না ধরায় মন্তব্য পাওয়া যায়নি। স্কুল পরিদর্শক বলেন, 'সরকার নির্ধারিত ফি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

ধূপগুড়ির দিব্যদীপের স্ন্যাকস

প্রথম পাতার পর

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা বা আশপাশের এলাকায় তাঁদের অধিকাংশের বাড়ি। সব মিলিয়ে এখন দিব্যদীপের কারখানায় প্রায় ১০০ জন কর্মী কাজ করছেন।

একসময় গুজরাট, কলকাতা সহ দেশের নামী স্ন্যাকস কারখানায় কাজ করা দিনহাটার বকুল রায় বর্মন বললেন, 'বড় বড় ব্রান্ডের স্ন্যাকস ফ্যাক্টরিগুলোতে আমাদের ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গের বহু মানুষ সুনামের সঙ্গে কাজ করছে। এদিকে এমন ফ্যাক্টরি গড়ে উঠলে আমাদের মতো তারাও বাড়ির কাছাকাছি ফেরার সুযোগ পাবে।' আগামী এক বছরের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদন বাড়াতে আরও অন্তত ১০০ জন কর্মী প্রয়োজন বলে দিব্যদীপ জানিয়েছেন।

বাজারের চাহিদার কথা মাথায় রেখে দিব্যদীপ স্ন্যাকসের প্যাকেটে বাংলা ছাড়াও অসমিয়া, হিন্দি এবং ওড়িয়া ভাষা ব্যবহার করছেন। স্থানীয় কাঁচামালের সহজলভ্যতা তাঁর বড় শক্তি হয়ে উঠেছে। ভুট্টা, আতপ চাল এবং আলুর মতো প্রয়োজনীয় কাঁচামাল স্থানীয় স্তরেই সহজে পাওয়া যায়। কারখানা থেকে অফিস, সর্বত্র লেখা থাকে 'ডুয়ার্স টু ইন্ডিয়া'। দিব্যদীপের নিজের কথায়, 'ধূপগুড়ি আর ধুবড়ি যে এক নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে সেটা বোঝাতেই অনেক সময় লেগেছিল।' আরও বড় স্বপ্ন চোখে, 'ধূপগুড়ি ম্যানুফ্যাকচার হাব হিসেবে যাতে পরিচিতি পায় সেটাই চাই।'

অখণ্ড বাংলার পক্ষেই

প্রথম পাতার পর

কিন্তু রাজ্যের প্রতিনিধি যোগ না দেওয়ায় সেই বৈঠক কার্যত ভেস্তে যায়। রাজ্যের সরকার বদলের পর শনিবার শিলিগুড়িতে প্রথমবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হল। বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি পার্বত্য এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, পাহাড় এবং ডুয়ার্সের পাঁচ বিধায়ক সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্র নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিংয়ের পাশাপাশি পাহাড়ে বিজেপির জোটসঙ্গী মোর্চা, জিএনএলএফ, সিপিআরএম এবং গোর্খা রাষ্ট্রীয় নির্মাণ মোর্চাও বৈঠকে অংশ নেয়।

সূত্রের খবর, বৈঠকের শুরুতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে বক্তব্য রাখতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যও পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান চায়। তবে বাংলা ভাগ হবে না, অন্য যে কোনও দাবি পূরণ করা যেতে পারে। বৈঠকে উপস্থিত সিপিআরএমের সভাপতি জেবি রাই বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, 'বাংলা ভাগ সম্ভব নয় বলে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই বলে দেন।' মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরে পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলি গোর্খাল্যান্ড বা পৃথক রাজ্য নিয়ে আর কোনও কথা বলেনি। বরং সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে দ্রুত পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবি ওঠে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এদিনের বৈঠককে সদর্থক বলে দাবি করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, কেন্দ্র নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারীর নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক একটি কমিটি তৈরি করছে। সেই কমিটিই পিপিএস নিয়ে একটি খসড়া রিপোর্ট তৈরি করবে। তার ভিত্তিতেই কেন্দ্র পদক্ষেপ করবে। পঙ্কজকুমার সিংয়ের নেতৃত্বাধীন কমিটিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের পাশাপাশি পাহাড়ে বিজেপির জোটসঙ্গীদের প্রতিনিধিদের রাখা হবে। সেই ক্ষেত্রে দার্জিলিংয়ের সাংসদ এবং তিন বিধায়কও কমিটিতে থাকতে পারেন। দ্রুত কমিটি গঠন এবং খসড়া রিপোর্ট তৈরির কাজ শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে।

গত বছরের অক্টোবের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের উপ-উপদেষ্টা পঙ্কজকুমার সিংকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছিল। গত সাত-আট মাসে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সঙ্গে কথা বলেছেন। কেন্দ্রকে তাঁর রিপোর্ট দেওয়ার কথা ছিল। সেই রিপোর্টের কী হবে, তা নিয়েও জল্পনা তৈরি হয়েছে। এদিনের বৈঠকে বিজেপির জোটসঙ্গী দলগুলির নেতাদের শরীরী ভাষাতেও তেমন উচ্ছ্বাস চোখে পড়েনি। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে গাড়িতে উঠে পড়েন। জিএনএলএফ সভাপতি মন ঘিসিংও কথা বলেননি। পরে টেলিফোনে বিমলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি রোশন গিরির দিকে বল ঠেলে দেন। রোশন বলেন, 'পাহাড় সমস্যা সমাধানে কেন্দ্র একটি কমিটি তৈরি করেছে।' আর কোনও প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তিনিও উলটোপানে হাঁটা দেন।

অন্যদিকে, বৈঠকে ডাক না পেয়ে বিজেপিবিরোধী দলগুলি ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, বিজেপির জোটসঙ্গী দু'তিনটি রাজনৈতিক দলই পাহাড়ের শেষ কথা নয়। ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড বলেন, 'বিজেপির জোটসঙ্গীরাই পাহাড়ের শেষ কথা নয়। পাহাড় সমস্যার সমাধান করতে চাইলে এখানকার সব রাজনৈতিক দলগুলিকেই বৈঠকে ডাকতে হবে। এদিন যেভাবে বৈঠক হয়েছে তাতে সমস্যা মিটবে না।' ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, 'বারবার পাহাড়ের মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা হচ্ছে।' শুধু বিজেপি আর তাদের জোটসঙ্গীদের নিয়ে বৈঠক করলেই কি সমস্যা মিটে যাবে বলে প্রশ্ন তাঁর।

এদিনের বৈঠকে পৃথক রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবিতে কোনও সিদ্ধান্ত না হলেও স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজতে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হওয়ায় পাহাড় সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের আলোচনা আপাতত সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল বলেই সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে।

সন্তানকে 'না' বলাটা খুব দরকার

প্রথম পাতার পর

আর সবচেয়ে বড় কথা, সেই মুহূর্তে নিজের আবেগকে সামলে উঠতে না পারা। ১৮ বছর বয়সে একটা ছেলে আইফোনের কিস্তির জন্য এমন চরম সিদ্ধান্ত নেবে, বিষয়টা এত সহজ নয়। ঘটনাটা তাই শুধু একটি দুর্ঘটনা নয়, আমাদের পরিবারগুলোর ভেতরের একটা বড় সমস্যার দিকেও আঙুল তুলে দেয়।

সপ্তাহদুয়েক আগে মালবাজারের কাছে সোনগাছি চা বাগানেও ১৬ বছরের এক কিশোর আত্মহননের পথ বেছে নেয়। কারণ? পরিবারের কাছে সে একটা বাইক কিনে দেওয়ার দাবি রেখেছিল। কিন্তু বাবা তাতে রাজি হননি। এমন ঘটনা আমাদের চারপাশে আকছার ঘটে এবং ঘটছেও।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ উত্তম মজুমদার সেই রেশ টেনেই বলছেন, 'আমাদের দেশে পেরেন্টাল কাউন্সেলিংয়ের অভাব একটা বড় সমস্যা। বিদেশে সন্তান লালনপালনের ক্ষেত্রে পেরেন্টাল কাউন্সেলিংকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কোনটি সন্তানকে দেওয়া উচিত, কোনটি দেওয়া উচিত নয়, সেটা বাবা-মায়ের বোঝা দরকার। আর এই অভ্যাসটা সন্তান ছোট থাকতেই শুরু হওয়া উচিত।'

কথাটা খুব সহজ। কিন্তু আমরা কি সেটা করি?

বরং অনেকসময় সন্তানের প্রয়োজন হওয়ার আগেই তার চাহিদা পূরণ করে ফেলি। সন্তানের খিদে পাওয়ার আগেই খাবার তৈরি। বায়না করার আগেই খেলনা। প্রয়োজন হওয়ার আগেই ফোন। কারণ বাবা-মা চান, তাঁদের সন্তান যেন কোনওদিক থেকে পিছিয়ে না থাকে। অন্য বাচ্চার কাছে যা আছে, নিজের সন্তানের কাছেও যেন তা থাকে।

মনোবিদ শর্মিষ্ঠা পালও কিন্তু সেই যুক্তিই টেনে আনছেন। তাঁর কথায়, 'মহারাষ্ট্রের এই ঘটনা আমাদের সমাজেরই প্রতিচ্ছবি।' তাঁর মতে, ১৮ বছরের একটা ছেলে আইফোনের কিস্তির জন্য এমন চরম সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, এটা একদিনে তৈরি হওয়া ঘটনা নয়। এর পেছনে অনেকদিনের একটা মানসিকতা কাজ করতে পারে।

একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। আগেকার দিনে বাড়ির ঠাকুমা-দিদারা বলতেন, সন্তান খিদের জন্য কান্না না করা পর্যন্ত যেন তার মুখে খাবার তুলে দেওয়া না হয়। কথাটার মধ্যে একটা শিক্ষা ছিল, প্রয়োজনটা বুঝতে শেখো। এখন অনেক ক্ষেত্রে উলটো ছবি। সন্তানের খিদে পাওয়ার আগেই খাবার সামনে। চাওয়ার আগেই খেলনা।

কেন?

কারণ, একটা ভয় কাজ করে। আমার সন্তান যেন অন্যদের থেকে পিছিয়ে না পড়ে। অন্য বাচ্চার কাছে এটা আছে, আমার সন্তানের কাছে নেই। এই ধরনের হীনম্মন্যতা থেকেই অনেক বাবা-মা প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস কিনে দেন। সেখানেই ধীরে ধীরে একটা অভ্যাস তৈরি হয়। সন্তান শিখে যায়, 'আমি চাইলে বাবা-মা কোনও না কোনওভাবে সেটা এনে দেবেন।' আর বাবা-মাও অভ্যস্ত হয়ে যান সন্তানের বায়না মেটাতে। তারপর একদিন সত্যিই 'না' বলতে হলে সমস্যা তৈরি হয়।

কুণালের ঘটনাটাও হয়তো তাই। নইলে আঠারো বছরের একটা ছেলে কেনই-বা পরিবারের আর্থিক ক্ষমতার বাইরে গিয়ে একটা আইফোন কিনবে? কেনই-বা সেই কিস্তি মেটানোর জন্য বাবা-মাকে ব্ল্যাকমেল করবে?

ডাঃ মজুমদার বাবা-মায়েদের আরও একটি বিষয়ে সতর্ক করছেন। তাঁর ব্যাখ্যা, সন্তান শুধু বাবা-মায়ের কথা শুনে শেখে না, তাঁদের কাজ দেখেও শেখে। বাবা যদি প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও দামি ফোন কেনেন, দামি গাড়ি কেনেন, নতুন জিনিস কেনার ব্যাপারে কোনও সংযম না দেখান, সন্তানও সেই জীবনযাপন দেখেই বড় হয়। সে বুঝে নেয়, দামি কিছু চাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

এই শিক্ষা খুব ধীরে ধীরে তৈরি হয়। বাবা-মা সন্তানকে যদি মুখে নাও বলেন, 'তুই যা চাইবি, আমরা কিনে দেব', তবু সে বুঝে যায় 'চাইলে তো পাবই'। আজ একটা খেলনা। কাল একটা ফোন। পরশু একটা বাইক। তারপর আরও কিছু। প্রতিবারই যদি 'না' বলার বদলে কোনওভাবে 'হ্যাঁ' বলা হয়, তাহলে সন্তান 'না' শব্দটার সঙ্গে পরিচিতই হয় না।

কিন্তু জীবন তো সবসময় 'হ্যাঁ' বলে না।

বন্ধুর কাছে নতুন আইফোন থাকবে, নিজের কাছে থাকবে না। বন্ধুর নতুন বাইক থাকবে, নিজের থাকবে না। কেউ বিদেশে ঘুরতে যাবে। সবটা তো আর সবার পক্ষে সম্ভব নয়। এই না-পাওয়াগুলো সামলানোর ক্ষমতা ছোটবেলা থেকেই তৈরি করতে হয়। আর সেটা তৈরি করার দায়িত্ব শুধু স্কুলের নয়, বাবা-মায়েরও।

সন্তানকে ভালোবাসার অর্থ তার প্রতিটি চাওয়া পূরণ করা নয়। বরং কখন কোথায় 'না' বলতে হবে, সেটাও ভালোবাসার অংশ। সবচেয়ে বেশি শেখাতে হয়, কোনও একটা জিনিস না পাওয়া মানে জীবন শেষ নয়।

মহারাষ্ট্রের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে কুণাল হয়তো সেই মুহূর্তে এই কথাটা ভাবতে পারেননি। তাঁর কাছে তখন সমস্যাটা হয়তো বিশাল হয়ে উঠেছিল।

এখন এই ঘটনাকে দেখে 'আজকালকার ছেলেমেয়েরা এমনই' বলে দায় সেরে ফেলা খুব সহজ। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। বরং আমাদের নিজেদেরও প্রশ্ন করতে হবে, আমরা কি সন্তানকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দিচ্ছি? সবচেয়ে বড় কথা, আমরা কি তাকে 'না' শুনতে শেখাচ্ছি?

কারণ সন্তানকে সবকিছু দেওয়া যায় না। সবকিছু দেওয়া উচিতও নয়। কিন্তু একটা বিশ্বাস অবশ্যই দিতে হয় যে, 'তুই যা-ই চাস, আমরা সবসময় দিতে পারব না। কিন্তু তুই যতই রাগ করিস, যতই ভুল করিস, আমাদের কাছে ফিরে আসার দরজা সবসময় খোলা।'

হয়তো একটা আইফোনের চেয়েও এই বিশ্বাসটা অনেক বেশি দামি।

ভাদ্র ভুবন

বর্ষার বিদায় আর শরতের আগমনের মাঝখানে ভাদ্র যেন এক আশ্চর্য সাঁকো। তার আকাশে রোদ আর বৃষ্টির লুকোচুরি, মানুষের জীবনেও বদলে যায় চেনা ছন্দ। কোথাও তাল গাছের ছায়ায় জমে থাকে ফেলে আসা শৈশব, কোথাও লোকবিশ্বাসের অলিখিত নিয়মে বেঁচে থাকে বহু প্রজন্মের সামাজিক স্মৃতি। উত্তরবঙ্গের গ্রাম, মাঠ, দিঘি, হাট আর ঘরসংসারের অজস্র গল্পে তাই এ মাস ধরা দেয় নানা রঙে। ক্যালেন্ডারের একটি মাসের পরিচয় ছাপিয়ে সে কখনও বদলে যাওয়া প্রকৃতির ভাষা, কখনও হারানো সময়ের দীর্ঘশ্বাস, কখনও লোকজীবনের বহমান উত্তরাধিকার।

এ মাসে কখন কী হয়, কেউ জানে না

সন্দীপন নন্দী

হয়তো জেন জেডরা বলবে, এই সেই আনপ্রেডিক্টেবল মৌসম, যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই রোদ তো এই বৃষ্টি। যে ঝকঝকে আকাশের শত বারণ উপেক্ষা করেও মুহূর্তের নোটিশে মেঘমালায় চন্দ্র তারা সূর্য ঢেকে দিতে পারে। বর্ণনায় যা দেখতে মুছে ফেলা সিঁদুরের মতো, খানিক গ্লকোমা বিধ্বস্ত চোখের মতো জ্যোতিহীন। তাই ভাদ্রে কখন কী হয়, কেউ জানে না!

আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে তার চিরকাল দ্বন্দ্ব অহর্নিশ। মেলে না, কিছুই মেলে না। একালে কাপড় কেচে ছাদে মেলে দিয়ে দু'দণ্ড পার্কে প্রেম বা সুখে শান্তির শপিং

ভাদ্র দুটো অভিজাত মাসের মাঝে যেন এক দোমড়ানো ম্রিয়মাণ মধ্যবিত্ত মাস। যার দু'হাত দূরে থাকে নিস্তরঙ্গ আত্রেয়ীজলে ভাসমান নাম না জানা কোনও মাঝি, হয়তো সম্মুখে থাকে জোর করে উৎসবে ফেরা কোনও বিচিত্র মানবী।

অথবা আইনক্স-ভ্রমণ অনিশ্চিত অসম্ভব ব্যাপার। কেননা গত মাসের বিদায়ি শ্রাবণ ঘন হয়ে কখন ফিরে আসে কে জানে? পরিবর্তে বর্ষাশেষেও কাঁটাতারের ওপার হতে ডিপ্রেশনকে যেচে দাওয়াত দেয় এই অবিবেচক ভাদ্র। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের প্রাকলগ্নে মনখারাপে ভরিয়ে তোলে। যে মাসের আকাশ নদী ময়দানে ভরসা নেই। বৃষ্টিবিঘ্নিত ক্রিকেট ম্যাচের মতো সর্বত্র একটা সামগ্রিক সৃষ্টিতে জল ঢালার প্রস্তুতি নেয় ভাদ্র। থিমপুজো থেকে রাত জেগে নির্মীয়মাণ জাতীয় সড়ক, সময়ে সমাপ্ত করা হেল্থসেন্টার থেকে কথা রাখা ঠিকাদারের নদীপারের ঢালাই, সকলেই এর ভরা রোদ দেখে ঠকে যায়। ভাদ্র তাই প্রতারকও বটে।

ফলে হাওয়া অফিস প্রদত্ত মেঘমুক্ত পূর্বাভাসেও প্রতিবার একটা দুটো অঙ্ক ভুল হয়েই যায়। পঞ্জিকায় অলিখিত বন্যা বা অচেনা দুর্যোগের আকাশবাণীতেই শুরু হয় বাঙালির আসন্ন শরৎ। যে মাসে রোদ ঝলমল দুপুর দেখে ছাতাহীন বহিরাগত পথিকের সহসা কাকভেজা হয়ে ঘরে ফেরাটাই স্মরণীয় সংবাদ। কখনও সদ্য নির্বাসিত প্রেয়সীর মতো অনিশ্চিত, কখনও কথা দিয়ে কথা না রাখা মহৎ প্রেমিকের মতো সে ন্যাকা ও একা।

তবু এই মাস আগাগোড়া এক অপূর্ব অপেক্ষার দিবসরজনী। যা আছে না আছে তবু মনে রেখোর মতো। না জেনে সাতপাকে বাঁধা পড়া ভারসাম্যহীন স্বামীকে বছর বছর সহ্য করার সমতুল্য। যখন সংসারগহনে নির্ভয়নির্ভর নির্জনসজনে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে বাধ্য করে তার প্রিয় জল তার প্রিয়তম বাতাস। অথচ বাহিরপানে চোখ মেললেই দেখা যায়, রাধার চিরসখা কৃষ্ণ এই ভাদ্রের অতর্কিত বৃষ্টিদিনেই মথুরাগামী। যে ভরাবাদরের মাহ ভাদরে শূন্যমন্দিরের মাথুরগানেই প্রকট হয় বিরহী রাধিকার মানসিক সংশয় থেকে কৃষ্ণহীন সংকট। ক্রমশ প্রিয়র অবর্তমানে নিকষ কালোয় ভরে ওঠে চারিধার। দেখতে দেখতে একদা রোমান্সের ভাদ্র হয়ে ওঠে বিসদৃশ বেমানান, তুঁহু মম শ্যাম সমান।

তবে প্রতিটি মেনে নেওয়ারও তো একটা সীমা থাকে। প্রেমে আছে অপ্রেমে আছে ভুলে আছে ঠিকেই আছে, প্রাণের পরে চলে যাওয়াতে আছে, ভুলে যাওয়াতে আছে। যার আসা যাওয়ার পথের ধারে কখনও বৃষ্টি, কখনও আবছা শরৎ হামাগুড়ি দেয় রোজ। তাই ভাদ্র দুটো অভিজাত মাসের মাঝে যেন এক দোমড়ানো ম্রিয়মাণ মধ্যবিত্ত মাস। যার দু'হাত দূরে থাকে নিস্তরঙ্গ আত্রেয়ীজলে ভাসমান নাম না জানা কোনও মাঝি, হয়তো সম্মুখে থাকে জোর করে উৎসবে ফেরা কোনও বিচিত্র মানবী। শুধু মাঝে বসে কাল গোনে ঐ বিশেষ ও বিচিত্র ভাদ্র। যার নিজের বলে সত্যিই কিছু নেই। বরং প্রকৃত প্রস্তাবে বারোমাসের প্রত্যেকেই তার তরে কিছু না কিছু উপহার রেখে চলে যায় প্রতিবার। ঝড় বন্যা অতিবৃষ্টি বা ক্লাউডবার্স্টের মহার্ঘ গিফট।

এটাই ঋতুবিনিময়ের আশ্চর্য প্রোটোকল। যে প্রাকৃতিক আদালতে ভাদ্রের বিস্তর বদনাম। অথচ সবকিছু ভেস্তে দিয়েও এ মাস যুগে যুগে হৃতগৌরব উদ্ধারে উদগ্রীব ও শেষমেশ ব্যর্থ।

এরপর ষোলোর পাতায়

তাল গাছের নীচে হারিয়ে যাওয়া সময়

অনিন্দ্য সরকার

মাঠে প্রকাণ্ড তালদিঘি, নেপাল সেখান থেকে তাল কুড়িয়ে এনে গাঁয়ে বিক্রি করে'... বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'তালনবমী' গল্পে কোন গাঁয়ের কথা লিখেছিলেন জানি না। তবে সব গাঁয়েই বোধ হয় এরকম একটা-দুটো তালদিঘি থাকে। গ্রামের ছেলেরা সেই তালদিঘি থেকে তাল কুড়িয়ে আনে। কচিকাঁচারা কেয়াপাতার নৌকো গড়ে ফুল দিয়ে সাজিয়ে তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেয়।

আমাদের গ্রামেও তো ছিল। তখনও গ্রামের রাস্তা ঢালাই হয়নি। কাঁচামাটির পথ। বুনিয়াদপুর থেকে পাকা রাস্তা ধরে সোজা দক্ষিণে গিয়ে রেললাইন পেরোলেই যানজটের কোলাহল কমে আসে অনেকটা। কিছুদূর গিয়ে পাকা রাস্তা থেকে পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে যে আঁকাবাঁকা কাঁচামাটির পথ, সেই পথ ধরে এগোলেই আমাদের গ্রাম, থিঙ্গুর। ঢোকার মুখেই পথের ডানদিকে একটি বিশাল দিঘি আর তাকে ঘিরে রয়েছে প্রচুর তাল গাছ। দূর থেকে যেন মনে হয় 'ঐ দেখা যায় তাল গাছ, ঐ আমাদের গাঁ।'

তালদিঘি নাম কে দিয়েছিল জানি না, তবে লোকমুখে সেই দিঘি তালদিঘি নামেই পরিচিত ছিল। সবাই এক ডাকে চিনত। আর সেই তালদিঘি, তাল গাছ ঘিরে আমাদের শৈশব, আমাদের বেড়ে ওঠা, আমাদের কত স্মৃতি।

শ্রাবণ শেষ হয়ে এলেই 'বাদল-ধারা হল সারা'। তারপরেই ভাদ্র মাস। আর ভাদ্র মাস মানেই প্যাচপ্যাচে গরম। লোকে বলত তালপাকা গরম। তালগাছগুলি দিঘির ধারে 'এক পায়ে দাঁড়িয়ে' আর গাছে ঝুলে থাকত রাশি রাশি তাল। সবে পাকতে শুরু করেছে। গ্রামের বয়স্ক মানুষরা দেখেই চিনতে পারত কোন তাল কতটা পেকেছে, কোন গাছের তালগুলি আগে পড়বে। আর সেইমতো আমাদের অপেক্ষা করা।

তখন গ্রামে ইলেক্ট্রিসিটি এসে পৌঁছালেও হাতেগোনা দু-একটি বাড়ি ছাড়া আর কোনও বাড়িতে ইলেক্ট্রিসিটি ছিল না। ভাদ্রের সেই তালপাকা গরমে একমাত্র ভরসা ছিল তালপাতার পাখা। যতীন দাদু তাল গাছগুলি থেকে তালপাতা কেটে এনে ভালোভাবে শুকিয়ে পাখা তৈরি করত। আর দিদা সেই পাখাগুলির ওপর রং দিয়ে বিভিন্ন নকশা বানাত। ওই বয়সেও কী নিখুঁত হাতের কাজ! বাজারে ভীষণ চাহিদা ছিল তালপাতার এই পাখাগুলির। গ্রামের সবার বাড়িতেই সেই পাখাগুলি ছিল। ঠান্ডা বাতাস দিত। মাঝে মাঝে মা পাখার গায়ে জল ছিটিয়ে দিত, তাতে মনে হত পাখার বাতাস যেন আরও ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। রাতে পাখার বাতাস দিয়ে ঘুম পাড়াত মা।

ভাদ্র মাস মানেই প্যাচপ্যাচে গরম। লোকে বলত তালপাকা গরম। তাল গাছগুলি দিঘির ধারে 'এক পায়ে দাঁড়িয়ে' আর গাছে ঝুলে থাকত রাশি রাশি তাল। সবে পাকতে শুরু করেছে।

তালদিঘির চারিদিকে ছিল সারি সারি তালের গাছ। আর তাদের মাঝখানে অভিভাবক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এক বট গাছ। বেলা গড়িয়ে এলে তালপাতার পাখায় হাওয়া খেতে খেতে গ্রামের সবাই জড়ো হত সেই বট গাছের নীচে। ছায়া সুবিনিড়। তারপর সন্ধে পর্যন্ত চলত আড্ডা। আমরা ছোটরা খেলতাম। অবাক হয়ে দেখতাম তাল গাছে ঝুলে থাকা বাবুই পাখির বাসাগুলির দিকে। বাবুই পাখিরা এই গাছ থেকে ওই গাছে ঘোরাঘুরি করত। তালদিঘিকে ঘিরে থাকা তাল গাছগুলির ছায়া পড়ত দিঘির টলটলে জলে। তার ওপরে বটের ছায়া পড়ে আবছায়া তৈরি করত।

একটি পাকা বাড়ি ছাড়া গ্রামে আর কোনও পাকা বাড়ি ছিল না তখন। তবে দোতলা বাড়ি ছিল প্রচুর। মাটির দোতলা। আর সেই দোতলা বাড়িগুলির ওপরতলার ভার ধরে রাখত তালসাঁড়া। দোতলার ওপরে টিনের চাল থাকত যে কাঠামোর ওপর, সেটিও তৈরি করা হত তালসাঁড়া দিয়ে। তাল গাছগুলি লম্বালম্বি কেটে ফেলে রাখা হত। সেগুলিকে কয়েক মাস ধরে রোদজল খাইয়ে টেকসই করা হত। আরও শক্ত হয়ে উঠত সেগুলি। তারপর ভালো করে আলকাতরা মাখিয়ে সেগুলি দিয়ে বাড়ির একতলার ছাদের মূল কাঠামো তৈরি করা হত। তার ওপর চাটাই দিয়ে পলিথিন বিছিয়ে মাটি লেপে তৈরি করা হত দোতলার মেঝে। দোতলার সম্পূর্ণ ভার ধরে রাখত এই তালসাঁড়াগুলি। গ্রামের একটি বাড়ি তো প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরোনো ছিল। অর্ধশতাব্দীর ভার নিয়ে টিকে ছিল সেই তালসাঁড়াগুলি।

আর তাল গাছের গুঁড়িগুলি পুকুরের ঘাটে ফেলে ধাপে ধাপে সাজিয়ে বানানো হত সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে মা-কাকিমারা বাসন মাজত, আমরা স্নান করতে নামতাম।

ভাদ্র মাসের কিছুদিন গেলেই তাল পাকা শুরু হয়ে যেত। চারিদিকে তখন তালের রমরমা। অবশ্য তার অনেক আগে থেকেই বাড়িতে তালের আনাগোনা শুরু হয়ে যেত। গরমের সময় দুপুরবেলা গোপালকাকু গাছ থেকে পেড়ে আনত কচি তাল। তারপর সেগুলিকে কেটে তার ভেতর থেকে বের করা হত নরম কচি তালশাঁস। ঠান্ডা, স্বচ্ছ জেলির মতো। তখন এই তালশাঁসগুলিই ছিল আইসক্রিমের বিকল্প। সারাবছর অপেক্ষা করে থাকতাম তালশাঁস খাওয়ার জন্য।

আমাদের যেমন তালশাঁস ছিল, তেমনি হারু জ্যাঠার ছিল তালের রস, মানে তাড়ি। মাঝে মাঝেই তালের রস পেড়ে আনত জ্যাঠা। তারপর তা খেয়ে ঢুলুঢুলু চোখে টলোমলো পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরত। এই নিয়ে জেঠির সঙ্গে কত ঝামেলা!

তাল পাকা শুরু হয়ে গেলেই সকাল-বিকেল তালদিঘিতে তাল কুড়োনোর ভিড় লেগে থাকত। ঝুপঝাপ করে তাল পড়ত তালদিঘির জলে। বড় কালো তাল। তারপর দিঘির জলে নেমে সেই তালগুলি কুড়িয়ে আনা হত। *এরপর ষোলোর পাতায়*

শুধু নিষেধের কাল নয়, এক প্রবহমান স্মৃতির অ্যালবাম

রুবাইয়া জুঁই

আকাশে কখনও ঝকঝকে রোদ, কখনও সাদা মেঘের আস্ফালন। হঠাৎ আঁধারে ছেয়ে যাওয়া চারদিক। তারপর ঝমঝম করে বৃষ্টি। বাংলার ভাদ্র মাসের চিত্র খানিকটা এইরকমই। বাঙালির জীবনে প্রত্যেকটি মাসের আলাদা অভিঘাত আছে। আছে ভাদ্রেরও। উত্তরবঙ্গের ভাদ্র বড় বৈচিত্র্যময়। আমার যেমন ভাদ্র এলেই মায়ের কথা মনে পড়ে। মা বলেন, ভাদ্র মাসে মানকচুর তরকারি খেতেই হয়। কেন? তার কোনও ব্যাখ্যা তাঁর জবানিতে নেই। কোনও পঞ্জিকার পাতা খুলে দেখান না, কোনও শাস্ত্রের কথাও বলেন না। কয়েক প্রজন্ম ধরে এই নিয়মই চলে আসছে। এক পড়শি দিদা বলতেন, ভাদ্র মাসে ধান ঝাড়ার বাঁশের কুলোয় তরকারি রেখে কাটা যাবে না। অন্য সময়ে কুলোয় তরকারি রাখা বা কাটার প্রয়োজন হলে আপত্তি নেই; কিন্তু ভাদ্রে নয়। হয়তো লোকসংস্কৃতির সবচেয়ে আশ্চর্য জায়গাটি এখানেই। কারণ হারিয়ে যায়, আচরণ থেকে যায়।

আমি অনেক বড় হওয়া অবধি মানকচু কেন খেতে হয় ভাদ্রে তার কারণ খুঁজে গিয়েছি। বিজ্ঞান বলছে, ভাদ্র মাসে আর্দ্র ও পরিবর্তনশীল আবহাওয়ায় হজমশক্তি ঠিক রাখতে, পেটের রোগ এড়াতে এবং ঋতু পরিবর্তনের ফলে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে মানকচুর উপকারিতা অনেক। ফাইবার ও খনিজে সমৃদ্ধ মানকচু নামক মরশুমি খাদ্যটির তুলনা নেই। লোকসংস্কৃতিকে শুধুমাত্র কুসংস্কার হিসাবে দেখা যে বোকামো তা একটু বড় হতেই পরিষ্কার হয়েছে।

অন্যদিকে কোচবিহারের রাজবংশী সমাজের একটা বড় অংশের লোকবিশ্বাসে ভাদ্র মাশান ঠাকুরের মাস। প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী, ভাদ্র মাসের এক শনিবার মাশান ঠাকুরের জন্ম। তাঁর জন্মের কাহিনীর বিস্তার জলজুড়ে। সেই কাহিনীতে তাঁর নাড়িকুণ্ডলী জলে ফেলে দেওয়ার পর কলমি শাকের জন্ম। এই লোকবিশ্বাস থেকেই বহু রাজবংশীরা ভাদ্র মাসে কলমি শাক খান না। এ প্রসঙ্গে প্রচলিত একটি ছড়ার বিশেষভাবে অবতারণা করা যায়—'ভাদর মাসে কলমু শাকে যে বা জন খায়।/ মাসানের নাড়ি সে অবশ্য চবায়।'

বাঙালির জীবনে প্রত্যেকটি মাসের আলাদা অভিঘাত আছে। ভাদ্র বড় বৈচিত্র্যময়। আমার যেমন ভাদ্র এলেই মায়ের কথা মনে পড়ে। মা বলেন, ভাদ্র মাসে মানকচুর তরকারি খেতেই হয়। কেন? তার কোনও ব্যাখ্যা তাঁর জবানিতে নেই।

উত্তরবঙ্গে ভাদ্রের অনেক রূপ। এক বাড়িতে যা বারণ, আবার অন্য বাড়িতে তা-ই হয়তো স্বাভাবিক। কোথাও ভাদ্রে বিয়ের কথা উঠলে আপত্তি, কোথাও কোনও খাবার নিয়ে বিধি, কোথাও আবার এই মাসেই কোনও লোকদেবতা বা কৃষিজীবনের উৎসব। স্থানভেদে একই সমাজের লোকবিশ্বাসও কিছুটা আলাদা আলাদা। একটি গ্রামের বিশ্বাস আরেক গ্রামের বিশ্বাসের সঙ্গে মিলতেই পারে, আবার না-ও মিলতে পারে। এটাই তো লোকসংস্কৃতির মাধুর্য।

মাশান ঠাকুরের কাহিনীর ভিতর দিয়ে অবশ্য একটি অন্য দরজাও খোলে। একটি সাধারণ শাক কীভাবে একটি লোকদেবতার জন্মকথার সঙ্গে জুড়ে গেল? কীভাবে খাদ্য হয়ে উঠল স্মৃতির বাহক? মানুষ যখন কোনও বস্তু, গাছ, জল বা খাবারের সঙ্গে কাহিনীর সংযোগ তৈরি করে, তখন সেই কাহিনীই একদিন নিয়ম হয়ে উঠতে পারে। পরের প্রজন্ম হয়তো সবটা জানে না, কিন্তু নিয়মটি জানে।

নস্য শেখ সমাজ নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় দেখা যায়, তাঁদের একটি অংশ ঐতিহাসিকভাবে রাজবংশী সাংস্কৃতিক রীতির নানা চিহ্ন ধরে রেখেছে এবং বিয়ের ক্ষেত্রে ভাদ্র-সহ কিছু মাস এড়িয়ে চলে। এই তথ্যটি উত্তরবঙ্গের সমাজের একটি সূক্ষ্ম সত্যকেও তুলে ধরে। ধর্মীয় পরিচয় মানুষের জীবনের একটি বড় পরিচয়, কিন্তু দৈনন্দিন সংস্কৃতি তার চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘজীবী হতে পারে। একই ভৌগোলিক অবস্থানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম পাশাপাশি বসবাস করলে খাবার, গান, কৃষি, ভাষা, উৎসব কিংবা বিবাহের আচারে একে অন্যের ছাপ যে পড়বেই তা বলা বাহুল্য।

তবে ভাদ্রকে শুধু নিষেধের মাস ভাবলে উত্তরবঙ্গের আরেকটি মুখ আড়াল হয়ে যায়। ডুয়ার্স-তরাইয়ের আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্যতম উৎসব 'করম' এ মাসেই হয়। ওরাওঁ সমাজে করম গাছকে কৃষিকাজ ও ফসলের সঙ্গে যুক্ত পবিত্র প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। অর্থাৎ একই ভাদ্র কারও কাছে বিয়ের জন্য অনুপযুক্ত সময়, কারও কাছে কোনও খাদ্য না খাওয়ার সময়, আবার কারও কাছে গাছকে ঘিরে উৎসবের সময়। এই বৈপরীত্যই হয়তো ভাদ্রের আসল চরিত্র। লোকবিশ্বাস কখনোই শুধু ধর্মের ভাষায় তৈরি হয় না। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মাটি, জল, ফসল, রোগের ভয়, ঋতুর পরিবর্তন, সংসারের শ্রম, খাদ্যাভ্যাস এবং মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।

কোনও নির্দিষ্ট নিষেধের পিছনে ঠিক কোন কারণ কাজ করেছে, তা গবেষণাভিত্তিক প্রমাণ ছাড়া বলা যায় না। আজ আমরা যে ব্যাখ্যাটি সুবিধাজনক মনে করি, সেটিই যে তার জন্মের কারণ ছিল এমন না-ও হতে পারে। তবে এই লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আচারেই পরিবারের অদৃশ্য ইতিহাস টিকে থাকে।

লোকসংস্কৃতির ইতিহাস বেশিরভাগ সময়েই বেঁচে থাকে মা-ঠাকুমাদের মুখে, রান্নাঘরের নিয়মে, বিয়ের দিন পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে।

এরপর ষোলোর পাতায়

খুঁটি

শৌভিক রায়

-এআই

মাঠের এপার থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম, আজও টয় লোহার খুঁটিটা ধরে ঝাঁকাচ্ছে। ওই দৃশ্য দেখে ওকে যাঁরা জানেন না, তাঁরা অবশ্যই অবাক হতেন। কিন্তু আমি হলাম না। আসলে ও এমন সব কাণ্ড করে, যেগুলির কোনও মানে হয় না।

এমনিতে ওর নাম শুভজিৎ। কিন্তু সবাই ওকে টয় বলেই চেনে। আসলে একটা সময় ও টয়লেট বলতে পারত না। টয় বলে ইশারায় বোঝাত। ক্লাসে একাধিক শুভজিৎ থাকায় ও হয়ে গেল 'টয়' শুভজিৎ। তারপর ব্যাঙাচির লেজ খসে পড়ার মতো 'শুভজিৎ' খসে আপাতত টয় বিরাজ করছে। এমনিতে পড়াশোনা না করা ছাড়া আর কোনও সমস্যা নেই ওর। দিব্যি স্কুলে আসে। ঘুরেফিরে বেড়ায়। স্কুলের ক্যান্টিন থেকে যখন ইচ্ছে এটা-সেটা কিনে খায়। খেতে খুব ভালোবাসে বলে আমরাও ওকে খাবার কিনে দিই। বিশেষ করে আমাদের ছোটবাবু স্যর ওকে খুব ভালোবাসেন। কিন্তু লোহার শক্ত খুঁটি ধরে নাড়াবে কেন?

এখন মনে হতে পারে কেন টয় ক্লাসের বাইরে? এই ব্যাপারে আমাদের স্কুলের কিছু ছাত্র অত্যন্ত দক্ষ। একটা ক্লাস শেষ হলেই টয়লেট যাওয়ার নাম করে বাইরে বেরোয়। সোজা ঢোকে টয়লেটে। তারপর ফেরার পথে নীচু ক্লাসের ভাইদের দেখে, উঁচু ক্লাসের দাদাদের কাছে বিবিধ জ্ঞান নিয়ে, নতুন পোঁতা গাছটা গতকালের চেয়ে আজ কত সেন্টিমিটার বেড়েছে সেটা ফিতে দিয়ে মেপে, ক্যান্টিনে নতুন কোনও খাবার এল দেখে, হেডস্যরের মুড আজ কেমন বুঝে ক্লাসে যখন ঢোকে, তখন হয়তো ক্লাস শেষ হতে আর মিনিট দশেক বাকি।

টয় কিন্তু এদের মতো না। ও বাইরে গেলে তাড়াতাড়িই ফেরে। তবে ভূগোল ক্লাসে ইতিহাস বই খুলে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ে। ইংরেজি ক্লাসে মিটিমিটি হাসে। বাংলা পিরিয়ডে গালে হাত দিয়ে জানলা দিয়ে আকাশ দেখে। ওর একটু পরপর খিদে পায়। ওকে ক্যান্টিনের দিকে আসতে দেখলেই আজকাল শিবুদা পালায়। ওর মা নাকি শিবুদাকে থ্রেট দিয়ে গেছেন। ক্যান্টিন থেকে যদি ওকে খাবার বিক্রি করা হয়, তবে শিবুদাকে ডিম ছুড়বেন। কিন্তু শিবুদা পালালে কী হবে! টয়ের প্রিয় বন্ধু সাকিব আছে না!

সাকিব হল সেই খানেওয়ালা। সারাক্ষণ মুখ নড়ছে। টিফিন পিরিয়ডে গোটা চল্লিশ ফুচকা শেষ করার পর তিরিশ টাকার বারোভাজা না খেলে, ওর পেট ভরে না। এগুলির শেষে তৃপ্তির জন্য একটা আইসক্রিম তো 'বনতা হ্যায় স্যর'! অন্য সময়ের কথা আর বলছি না। শিবুদার ক্যান্টিনের মুখ্য ক্রেতা হিসেবে কিছুদিনের মধ্যেই শিবুদার তরফ থেকে ও 'ক্রেতাশ্রী' পাচ্ছে, সেই ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত। এখন 'রতনে রতন চেনে' আপ্তবাক্যকে একেবারে সঠিক প্রমাণ করে সাকিব আর টয়ের সেই বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

এই অবধি ঠিক ছিল। কিন্তু এতে বিপদে পড়ে গেছে আমাদের ইকনমিক্স টিচার জন ভাই। জোগান যেখানে বেশি, সেখানে ডিমান্ড কমবার কথাও। কিন্তু কোথায় কী! কোনও তত্ত্বই খাটছে না। ফলে, জন ভাইয়ের কপালে গভীর ভ্রূকুটি। তার ওপর মৃন্ময় সেদিন জন ভাইকে চমকে দিয়েছে। ক্লাস সেভেনের ভূগোল ক্লাসে মৃন্ময়ের নিরীহ একটা প্রশ্ন ছিল, 'স্যর এই যে আপনি পৃথিবীর ওজন বললেন, সেটা কি ঘরবাড়িগুলো সহ নাকি সেগুলি ছাড়া?'

মৃন্ময় এরকম চমকে দিতে অভ্যস্ত। আগে ওর কথা উঠলেই ওর বন্ধুরা তো বটেই, উঁচু ক্লাসের ছেলেরাও কেমন চুপসে যেত। ক্লাস ফাইভ-সিক্সের পুঁচকে এক ছেলে কীভাবে ক্লাস নাইন-টেনের ছেলেদের বশে রাখছে, সেটার কূলকিনারা পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে বছর দেড়েক পরে কারণ জানা গেল। মৃন্ময় ক্লাস ফাইভে ভর্তি হয়েই সবাইকে কায়দা করে জানিয়ে দিয়েছিল, ও অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের ভাইপো।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার যে পাড়ায় থাকেন, সেই পাড়াতেই ওর বাড়ি। ব্যস, আর যায় কোথায়। পাড়াতুতো এই সম্পর্কের সুতো ধরেই ও দেড় বছর ভাইপো হয়ে রয়েছে। এমনিতেই ভাইপো শুনলে সবাই কমবেশি ভয় খায়। তার ওপর আবার একেবারে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের ভাইপো! স্বাভাবিকভাবেই সবাই ওকে সমঝে চলে। আর সেই ফাঁকে ও দিব্যি ল্যাজ ঘোরায়। সব জেনে আমরা চমৎকৃত তো হলাম ঠিকই, তবে চমকে গেলাম বেশি। আর সবচেয়ে বেশি চমকালেন অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার জয়বাবু। খুব গর্জন করলেন। কিন্তু বর্ষালেন না। বুঝলাম ভাইপো সিনড্রোম তাঁকেও চমকে দিয়েছে।

কিন্তু ঘটনা হল টয়, সাকিব, মৃন্ময় যদি বুনো ওল হয়, তবে বাঘা তেঁতুলও কিন্তু আছে। প্রবীণ অন্তুবাবুর কথাই ধরা যাক। টিউশন পড়াতে গিয়েছিলেন এক মারাত্মক দুরন্ত ছাত্রের বাড়িতে। সে এতটাই দুষ্টু যে কোনও টিচার দু'দিনের বেশি টেকেন না। টিকবেন কীভাবে! এক বিরাট অ্যালসেশিয়ান কুকুর তার সবসময়ের সঙ্গী। ছাত্র ইশারা করলে কুকুর ছিঁড়ে খায় এমন অবস্থা। শহরের সব টিচারের প্রেস্টিজ ঢিলে হয়ে গেল ওই একরত্তি ছাত্রের কাছে। এরকম দুঃসময়ে অন্তুবাবু চ্যালেঞ্জ নিলেন। আর অবাক কাণ্ড, সেই কুকুর দু'দিনে তাঁর এত ন্যাওটা হল যে, ছাত্রের কোনও কথা শোনে না। উলটে অন্তুবাবু 'ছু' বললে ছাত্রটিকেই ধরতে যায়।

আমরা অন্তুবাবুকে চেপে ধরলাম। সিক্রেটটা কী জানার জন্য। তিনি প্রথম দু'দিন শুধু মিটিমিটি হেসে গেলেন। তারপর খোলসা করলেন। তিনি প্রথম দিনই রায় ব্রাদার্স থেকে ডগ বিস্কুট নিয়ে গিয়েছিলেন। ছাত্রের অজ্ঞাতে সেই বিস্কুট খাইয়ে কুকুরকে হাত করে নিয়েছেন। ফলে কুকুর এখন তাঁর বশংবদ। তিনি যা বলেন, সে সেটাই করে। ছাত্রের জোর আর খাটে না। কুকুরও যে দলবদল করে, সেটা সেই প্রথম জেনেছিলাম।

আমরা সেই লিগ্যাসি বহন করছি। এই যেমন আমাদের বাসু স্যর। ওঁর কাছে কোনও ছাত্র নালিশ নিয়ে আসে না। ওঁর নিয়ম হল নালিশ তখনই গ্রাহ্য হবে, যদি ঘটনার সাক্ষী থাকে। এবার যারা সাক্ষী হিসেবে আসে, তারা এমন বাক্যবাণের সামনে পড়ে যে, শেষপর্যন্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মেনেই নেয় দোষটা সে-ই করেছে। সাক্ষী দিতে এসে এরকম বেইজ্জত কে কবে কোথায় হয়েছে! ফলে নালিশ বন্ধ। দিব্যি আছি আমরা। অবশ্য মাঝে মাঝে একটু খারাপ লাগে। দু'-একটা বিচার করতে না পারলে টিচার কীসের!

কিন্তু ঘটনা হল, টয় লোহার ওই খুঁটিটা কয়েকদিন ধরে ঝাঁকাচ্ছে কেন? ও যে সব কাণ্ড করে, তাতে অবাক না হলেও, কিছু যে একটা ব্যাপার আছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু রহস্যটা ঠিক ধরতে পারছি না।

শেষটায় দেখি ছোটবাবু স্যরের মুখে কেমন একটা হাসি। টয়ের কাণ্ড যে আমি লক্ষ্য করেছি, সেটা বুঝেই হাসছেন তিনি। তাঁর হাসি দেখে বললাম,

'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'কী? কী ব্যাপার?'

'হাসছেন কেন?'

'হাসছি? ও এমনিই।'

'না। এমনি হতেই পারে না। বলুন...'

'ওই যে টয়কে দেখছেন। সেজন্য...'

'আরে দেখুন তো কয়েকদিন থেকেই টয় খুঁটিটা ঝাঁকাচ্ছে। ব্যাপারটা কী বুঝতে পারছি না।'

'হে হে...'

'আপনার হাসি কিন্তু কিছু একটা বলছে ছোটবাবু। কেসটা কী?'

'না না, কিছু কেস নেই।'

'বললেই হল?'

'ওই আর কী!'

'কী ওই আর কী? বলুন শিগগির।'

'আমিই বলেছি।'

'আমিই বলেছি? মানে?'

'ওই খুঁটি ঝাঁকাতে। মানে আমিই ওকে খুঁটি ঝাঁকাতে বলেছি।'

'খুঁটি ঝাঁকাতে বলেছেন? কেন? এটার মানে কী?'

'সে আর কী বলব!'

'কী বলব বললে হবে? বলুন বলছি।'

'বলছি বলছি। ঘটনা হয়েছে কী, টয়ের মা কিছুতেই ওর খাওয়া কন্ট্রোল করতে পারছেন না। দিনরাত শুধু খাই খাই করে যায় নাকি। এদিকে আমিও যে ওকে খাবার কিনে দিই, সেটা উনি জেনে গিয়েছেন। খেপচুরিয়াস হয়ে থ্রেট করেছেন, আমাকেই ওর এই খাওয়ার অভ্যেস ছাড়াতে হবে। তা না হলে আমি নাকি মাস্টার নই। প্রেস্টিজে লেগে গেল, বুঝলেন। সেজন্যই খুঁটি নাড়াতে বলেছি।'

'অতিরিক্ত খাওয়ার অভ্যেস বন্ধ করার সঙ্গে খুঁটি নাড়ানোর সম্পর্কটা ঠিক কী?'

'বুঝলেন না? আচ্ছা। বলছি। আসলে টয়কে বলেছি যদি খুঁটিটা তুলতে পারে, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে নিয়ে গিয়ে খাওয়াব। তাই সুযোগ পেলেই খুঁটি নাড়ায়। আর সেটা করতে গিয়ে খাওয়ার কথা ভুলে যায়! শ্রীকৃষ্ণের মিষ্টিগুলো দেখেছেন? বেশ ইয়ে কিন্তু...'

'কী কাণ্ড! মাথায় আসেও বটে আপনার। এভাবে তো কোনওদিন ভাবতেই পারব না। কিন্তু... কিন্তু সাকিব? ও তো রয়েছে। ওকে আটকাবেন কীভাবে? ও-ও তো আর একটা!'

'আপনি একদিকে তাকিয়ে আছেন শৌভিকদা। ওদিকে একটু দেখুন।'

মাথা ঘুরিয়ে দেখি, উলটো দিকের একটা খুঁটি নাড়িয়ে চলেছে সাকিব। খুব নিষ্ঠা নিয়ে।

রসরঙ্গ

মাঠের এপার থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম, আজও টয় লোহার খুঁটিটা ধরে ঝাঁকাচ্ছে। ওই দৃশ্য দেখে ওকে যাঁরা জানেন না, তাঁরা অবশ্যই অবাক হতেন। কিন্তু আমি হলাম না।

ঠাকুমার পাকঘর

কচু পাতার পাতুরি

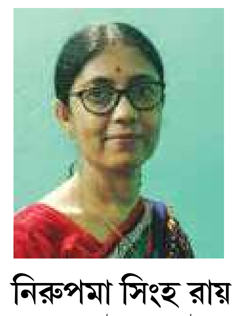

নিরুপমা সিংহ রায়
(ডাঙ্গারহাট, বালুরঘাট)

বর্ষা এলেই প্রকৃতি সবুজ হয়ে ওঠে। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি আর উঠোনে ভেজা কচু গাছ দেখলেই মনে পড়ে যায় সহজ, সরল এই রান্নাটির কথা। ছোটবেলায় ঠাকুমার রান্নাঘরে বর্ষার দিনে এই পদটি কতবার যে খেয়েছি, তার হিসাব নেই। উঠোন থেকে কচুপাতা তুলে এনে, ঘরের মটর ডাল দিয়ে ঠাকুমা এমন এক পদ রান্না করতেন, যার গন্ধে বৃষ্টিভেজা দুপুরটা আরও আপন হয়ে উঠত। কোনও রাজকীয় পদ নয়, বরং বর্ষার কচি কচুপাতা আর ঘরের মটর ডাল দিয়ে তৈরি ঘরোয়া, সহজ, সরল অথচ স্বাদে অতুলনীয় এই রান্না আজও সেই পুরোনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

উপকরণ : কচুপাতা ৭-৮টি বড় পাতা, মটর ডাল ২ কাপ, ৩-৪ ঘণ্টা ধরে ভেজানো, দুটো ছোট আলু, টমেটো, লেবু, শুকনো লংকা বাটা ১ চা চামচ, জিরে বাটা ২ চা চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, তেজপাতা ১টি, শুকনো লংকা ১টি, পাঁচফোড়ন আধ চা চামচ, ঘি ১ চামচ, গরম মশলা আধ চামচ, সর্ষের তেল এবং বাঁধার জন্য সুতো বা টুথপিক।

পদ্ধতি : প্রথমে কচুপাতাগুলিকে গরম জলের সঙ্গে সামান্য নুন ও লেবু মিশিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর ভেজানো মটর ডালের পেস্ট তৈরি করে তাতে পরিমাণমতো নুন, হলুদ গুঁড়ো ও লংকা গুঁড়ো মিশিয়ে নিতে হবে। আকারে সবচেয়ে বড় কচুপাতাটি নীচে রেখে পুরো পাতাটির ওপর ডালের প্রলেপ দিতে হবে। ক্রমান্বয়ে একটি পাতার ওপর আর একটি পাতা রেখে একইভাবে প্রলেপ দিতে হবে। এরপর এগরোলের মতো কচুপাতাগুলি রোল করে সুতো বা টুথপিকের সাহায্যে বেঁধে নিতে হবে। ফুটন্ত জলে প্রায় তিন মিনিট কচুপাতার রোলটি সেদ্ধ করে নামিয়ে ঠান্ডা করতে হবে। সুতো খুলে মাছের পিসের মতো টুকরো করে কেটে নিতে হবে। আলাদা কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে কচুপাতার টুকরোগুলি ভেজে নিতে হবে। একই তেলে তেজপাতা, শুকনো লংকা ও পাঁচফোড়ন দিয়ে ছোট আলুর টুকরো ও কুচি করে রাখা টমেটো দিতে হবে। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে হালকা লাল রং হলে আদা বাটা, জিরে বাটা ও লংকা বাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এরপর অল্প জল দিয়ে ফুটিয়ে ভেজে রাখা কচুপাতার টুকরোগুলি দিয়ে দিতে হবে। দু'মিনিট ফুটিয়ে এক চামচ ঘি ও আধ চামচ গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে দিলেই তৈরি কচু পাতার পাতুরি। রান্নার এই পদটি নিরামিষ হলেও দেখতে খানিকটা মাগুর মাছের পিসের মতো। তাই এই নামকরণ। গরম ভাতের সঙ্গে এই পদটি বর্ষার দুপুরে দেবে এক স্বর্গীয় স্বাদ।

পুরোনো দিনের দারুণ সমস্ত রান্নার খবর নিয়ে হাজির 'ঠাকুমার পাকঘর'। অংশীদার হতে পারেন আপনিও। ঠাকুমা, দিদিমাদের কাছে শোনা পুরোনো সমস্ত রান্নার খবর ভাগ করে নিতে পারেন আমাদের সঙ্গে। লেখা (ইউনিকোড ফন্টে) সহ সেই রান্না ও আপনার ছবি পাঠান ubsrobbar@gmail.com ঠিকানায়। হোয়াটসঅ্যাপ করা যেতে পারে 9474028140 নম্বরে।

এ মাসে কখন কী হয়, কেউ জানে না

পনেরোর পাতার পর

কিন্তু বাস্তব এই যে আজ নিখিলবিশ্বে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও প্রকৃত ভাদ্র বলে কিছু নেই আর। আক্ষরিক অর্থেই আমাদের ছোটবেলার ভাদ্র মরে গেছে সেই কবে। দরজা খুলে চলে গেছে নিমাই সন্ন্যাসীর মতো। এল নিনো আর দূষণের দাপটে সে এখন অনাত্মীয়। বন্ধু, প্রেমিক, ভরসার খেতাব হারিয়ে জীর্ণ কলঙ্কিত, রংচটা অবিশ্বাসী। ঐতিহ্যের যে মাসে আজ কেবল তীব্র ও তুমুল রোদ বৃষ্টি হাত ধরে খেলা করে। এটুকুই।

তবু এহেন দৃঢ় ভাদ্রের, লাগে না মনে, তোমরা যা বলো তাই বলো! বরং যে মাসে মানবিক উপলব্ধির বেড়া ভেঙে বদলে যায় নদীচর, বদলে যায় পুরসভা, বদলে যায় পঞ্চায়েতের কচুরিপানায় উথলে ওঠা তালপুকুরের চঞ্চল জল, বদলে যায় সরকারি কাজের দিনপ্রতি লেবার পেমেন্ট, বদলে যায় আবাসের ঘর, বদলে যায় পদ্মার ইলিশ, বদলে যায় অতসীমামির সংসার, বদলে যায় শিউলির দিনরাত্রি। অচিরে জলের অভাবে আমদানিহীন মাছ বাজারে বুক চিতিয়ে একা লড়ে যায় রকমারি সামুদ্রিক মৎস্যসম্ভার। শুকনো পুকুর ও রুক্ষ নদীর সৌজন্যে শোল, চিতল, রাইখর হয়ে ওঠে বাঙালি পাতের দূরদ্বীপবাসিনী জীব। ওদিকে ঢ্যাঁড়শ, ঝিঙে, তরমুজ, তাল আর পাকা পেয়ারাই সাকুল্যে মরশুমি বৈচিত্রের ঐক্যে, সবজি মার্কেটে নিঃসঙ্গ একক হয়ে সা রে জাহাঁ সে আচ্ছা গান গায়।

ফলে আর্থিক সংকটে চলা সংসারের দৃশ্যরূপ পথেঘাটে তৈরি হয়েও বারবার ভেঙে যায় একালে। এই ভালো তো এই খারাপ। ভাদ্র যেন ভাগ্যচাকায় রেসের মাঠ হয়ে এদিক ওদিক ঘুরঘুর করে। তাই ভাদ্রকে সর্বহারার মাস বলাই যায়। নিঃস্ব, নির্জলা এক মাসের নাম ভাদ্র। যে সময় রৌদ্রতাপে শুকিয়ে যায় হরেকরকম ফুল থেকে পদ্মদিঘির কালোজল। যখন বর্ষার অব্যবহিত পরেও প্রখর তাপের বিজ্ঞানে বাতাসে বাড়ে আপেক্ষিক আর্দ্রতা। একদা কার্শিয়ং কালিম্পংয়ের সহনশীল ত্রিশ ডিগ্রির চিরপরিচিত ভাদ্রকেও আজ বৈশাখী রাজস্থান বলে ভ্রম হয়। শুধু বিবিসি পোর্টালে স্ক্রল যায়, অগাস্টেও মিরিকে এসি চলে ঘরে ঘরে।

এই তো বিশ্বাসঘাতক ভাদ্র। যে মাসের শেষরাতে এখন অতীতের কাঁথা গুম মেরে পড়ে থাকে বক্সখাটে। প্রতিদিন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পূর্বাভাসে আগামী আনন্দোৎসবের পরিচয় পর্বেও ভাদ্র থাকে সম্পূর্ণ মূক ও বধির। কেননা এই অযাচিত ভাদ্রমাসেই পথেঘাটে বিধবা রতিমঞ্জরী থেকে বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবীতে, আড়াল বলে কিছু থাকে না। সাহিত্যে নেই কাব্যে নেই, সব যেন এক প্রচ্ছদহীন ফুটপাথের উদোম পৌরাণিক নবকল্লোল। যেথায় আশা নেই, আকাঙ্ক্ষারাও বাদ।

গতকাল খবর আসে দার্জিলিংয়ের ক্লক টাওয়ার থেকে ম্যালের অভিমুখে হাঁটতে হাঁটতে পর্যটকের মাথায় রোদে ছাতা দেখা যায়। সমতলের ভ্যাপসা ভাদ্রেও ছাঙ্গু লেকের হুহু শীত উধাও। ফলে পাহাড়ে ট্যুরিস্ট নেই, ব্যবসায় মন্দা। এ দৃশ্য কতটা গর্বের বা কতটা লজ্জার ভাদ্র জানে। তবে এরপরও গোধূলির গজলডোবায় বালিহাঁস দেখতে দেখতে শীতল বাতাসের সন্ধানে ছিল যে তরুণ কিংবা দু'বিঘা আমন ধান লাগিয়ে নির্বিঘ্ন লাভের প্রত্যয়ে দিন গুনছিল যে কৃষক, মেঘমুক্ত আকাশ দেখে দু'দম হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে বাইপাস সার্জারি করা বৃদ্ধ, সব কথা সমীপেষু করা সে ভাদ্রই সকলের মনে কি দ্বিধা রেখে চলে গেল। নকশালের মতো বাড়িতে সে কখন আসে কখন যায়, কিছুই বোঝা যায় না।

এই তো অনুভূতিহীন ভাদ্রের ভ্যারাইটি। ভরপুর ভরসা করলেও যার গ্রহণে ঋণী করার ক্ষমতা সীমিত। তাই হিসেবি বাবার মতো এ প্রকৃতির জল, বৃক্ষ, ঝড়, আনন্দ, আক্ষেপ, বিদ্রুপ, মোহ ও বিষাদকে সে খরচ করে মেপে মেপে। যার ক্রমে আসা শীত শীত রুক্ষত্বকের সৌন্দর্য নেই, বসন্তসম আপাত আপনভোলা উড়ান নেই, নেই এমনও দিনে তারে বলার মতো নিবিড় অভিব্যক্তিবোধ। এ ভাদ্র বড় হিসেবি বড় নীরস ও হৃদয়বিদারক। যেন বেরসিক প্রকৃতির এক অনিঃশেষ ফিক্সড ডিপোজিটের উৎস এ মাস। দরকারমতো সে দেবে আর গণ্ডূষ ভরে নেবে সকলে। বরাদ্দের একটুও বেশি দেবে না এই ভীরু ও সচেতন ভাদ্র।

যখন ঘরে ঘরে তিরঙ্গার মাঝেই ভাল্লাগে না, হয়ে ওঠে ভাদ্রের শ্রেষ্ঠ রোগের রুদ্ধসংগীত। পরিসংখ্যান

ঋতুবদলে মন পরিবর্তনের যে অভিঘাতকে চিকিৎসকরা বলেন সিজনাল অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার বা স্যাড। যে অসুখ মহামারির মতো আজ মনে মনে ছড়িয়ে চলেছে ভাদ্র। সে খবর কে রাখে?

বলছে, মেঘলা দিনে আত্মহত্যা বাড়ে। কারণ আলোহীনতাই নাকি হরমোন, স্নায়ু, পেশিকে বিচিত্র করে তোলে। শরীরে সেরোটোনিন কমে মেলাটোনিন তীব্র হয় ধীরে। শিশু থেকে তরুণ, কিশোর হোক বা মাঝবয়সি তন্বী, সকলের ক্ষেত্রে সমান এ প্রতিক্রিয়া। ফলে এ ভাদ্রেই রোদহীন দুপুর বা মেঘ করে আসা সকালে সকলে সর্বজনীন অলস হয়ে ওঠে। জেন জেডের কথায় ল্যাদ। ফলে অফিসে অনিবার্য লালকালি, স্কুলে স্কুলে প্রেয়ারলাইন মিস করা হতচকিত দিদিমণি থেকে শ্রীতমার অ্যালার্ম ঘড়ি বেজে গেলেও ডোরবেল বাজিয়ে ফিরে যায় কাজের দিদি। সব দৃশ্যের জন্ম দিয়ে যায় অসচেতন ভাদ্র। কোথায় আশ্বিনের শারদপ্রাতে আলোর বেণু বেজে ওঠার প্রস্তুতি নেবে, বদলে নিজেই বদলে গেল সে। গৃহে গৃহে হয়ে উঠল মনখারাপের ফেরিওয়ালা। শুধু নাই আর নাই। পদ্ম নাই শিউলি নাই। গান নাই কবিতা নাই, চমকে ওঠা ছোটগল্প নাই। একটা ধু-ধু বিষণ্ণবোধ অমৃতকুম্ভের সন্ধানে গাছে গাছে ঝুলে থাকে।

ঋতুবদলে মন পরিবর্তনের যে অভিঘাতকে চিকিৎসকরা বলেন সিজনাল অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার বা স্যাড। যে অসুখ মহামারির মতো আজ মনে মনে ছড়িয়ে চলেছে ভাদ্র। সে খবর কে রাখে? ফলে মনকেমনের যে জন্মদিনে চুপ করে থাকা সত্যিই কঠিন। বড় কঠিন। অতএব ভালো হও ভাদ্র। ভালোবাসো। এটুকু ভদ্রতা তো চাইতেই পারি!

এক প্রবহমান স্মৃতি

পনেরোর পাতার পর

ভাদ্রে রাজবংশী সমাজে মাশান, আদিবাসী সমাজের করম উৎসব, আবার কারও বিয়েতে নিষেধ— এইসব রীতির কোনওটিকেই এক সুতোয় বাঁধা যায় না। কিন্তু তাদের দিকে পাশাপাশি তাকালে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়— ভাদ্র শুধু একটি মাস নয়, বহুপ্রাচীন স্মৃতির অ্যালবাম। যে সমাজের লিখিত ইতিহাসে অনেক কথা নেই, তার কিছু কথা থেকে যায় লোকবিশ্বাসে।

নিষেধের ভিতরে ভয় থাকতে পারে, বিশ্বাস থাকতে পারে, অভ্যাস থাকতে পারে; কিন্তু তার গভীরে প্রায়ই থাকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহ। শহুরে জীবনে, নাগরিক চিন্তায় এসব হয়তো কুসংস্কার। কিন্তু একথা তো স্পষ্ট প্রতিটি নিষেধে বা আচারে শুধুই ধর্মীয় বিশ্বাস নেই, এর অন্তরালে লুকিয়ে আছে পুরোনো কৃষিজীবন, আবহাওয়া, খাদ্যসংকট, রোগের প্রকোপ, গ্রামীণ অর্থনীতি আরও নানা বাস্তবিকতা।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, কামতাপুরি, আদিবাসী, বাঙালি সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে ভাদ্র আলাদা রঙের, আলাদা স্মৃতিগন্ধের। লোকবিশ্বাস, দেশজ আচার-সংস্কার নিয়ে উত্তরের ভাদ্র মাস পারতপক্ষে হয়ে ওঠে এক প্রবহমান স্মৃতির নদী। যা যুগের পর যুগ, শতাব্দী পেরিয়ে নিজের স্বকীয়তায় বেঁচে আছে বহালতবিয়তে।

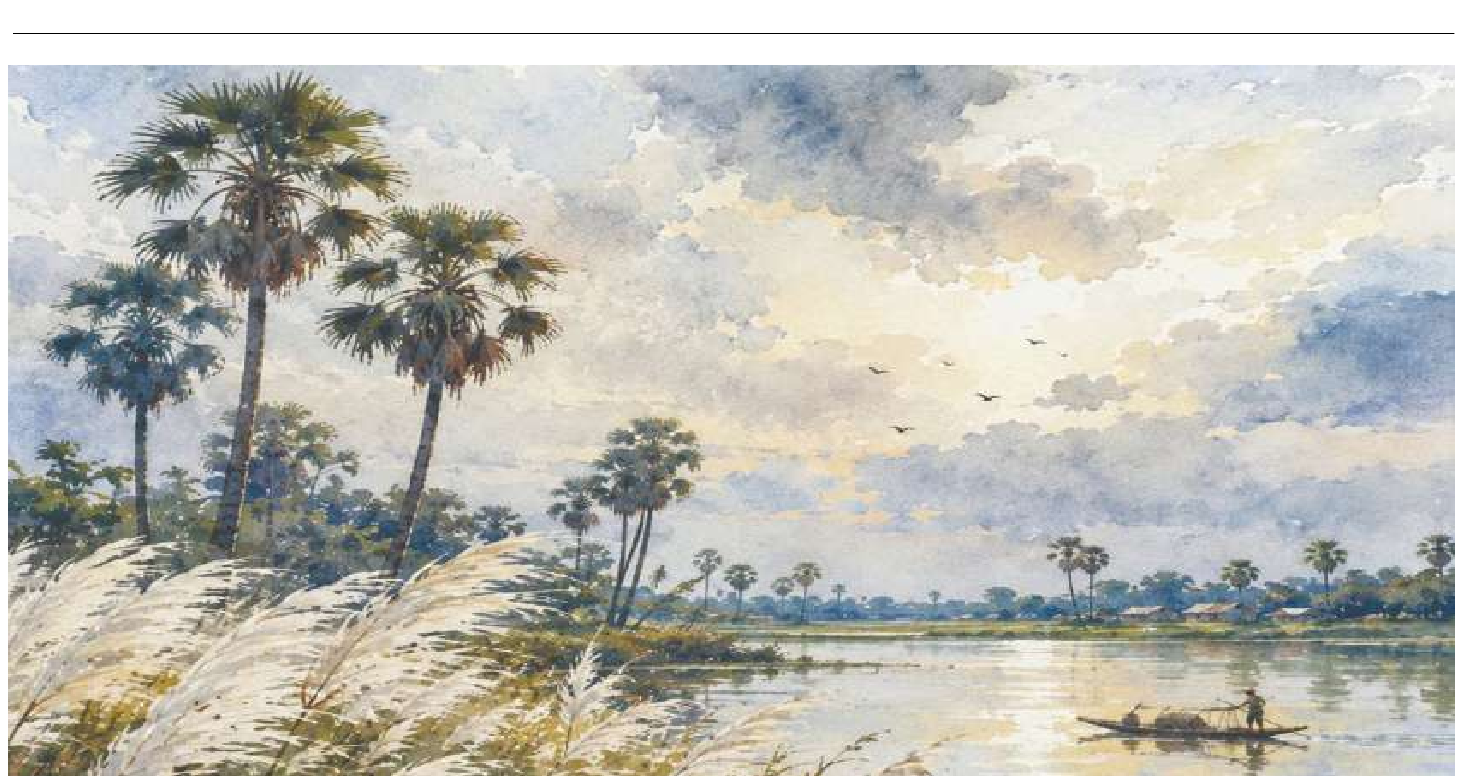

তাল গাছের নীচে হারিয়ে যাওয়া সময়

পনেরোর পাতার পর

প্রতিদিন সকালবেলা দিঘির জলে ভেসে থাকত অগুনতি তাল। আমাদের, গ্রামের ছেলেদের মধ্যে এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতা ছিল যে কে কত ভোরে উঠে তালগুলি কুড়িয়ে আনতে পারবে। কেউ কেউ তাল কুড়িয়ে এনে বিক্রিও করত।

কখনো-কখনো ভাদ্রের তীব্র তাপপ্রবাহের পর অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামত। সঙ্গে ঝড়। 'ভরা বাদর মাহ ভাদর'। তখন আমরা সবাই ছুটে তালদিঘির ধারে চলে যেতাম। তাল হাতে নিয়ে বাড়িতে ফিরলে বৃষ্টিতে ভেজার বকুনিও মাফ হয়ে যেত।

তারপর সেই তালগুলি দিয়ে তৈরি হত কতরকমের পদ। তালগুলির খোসা ছাড়িয়ে আঁটি বের করে, সেগুলিকে লোহার সিঁড়িতে ঘষে ঘষে রস বের করত মা। তারপর সেই ঘন রসটুকু দিয়ে তৈরি করা হত তালের বড়া। কোনওদিন তালক্ষীর, কোনওদিন তালের পায়েস, কোনওদিন তালের রুটি। আবার কোনও কোনওদিন শুধু রসটুকু আগুনে ফুটিয়ে তা দিয়ে মুড়ি মেখে খাওয়া হত। তাল থেকেই তৈরি প্রতিটি পদ, অথচ স্বাদ ছিল আলাদা।

অবশিষ্ট সেই তালের আঁটিগুলিকে মাটিতে ফেলে রাখা হত। কয়েক মাস রাখার পর তার ভেতরে তৈরি হত সাদা শাঁস। সেই তাল ফোপরাগুলি ছাড়া লক্ষ্মীপুজোর নৈবেদ্য ছিল অসম্পূর্ণ।

এভাবেই কেটেছে আমাদের ছেলেবেলা। তারপর কত বছর কেটে গেল, কত ভাদ্র এল-গেল। আমরাও বড় হয়ে উঠলাম। গ্রামের কত মানুষ হারিয়ে গেল। আর হারিয়ে গেল সেই তাল গাছগুলি।

গ্রামের রাস্তা ঢালাই করার সময় কাটা পড়েছিল বেশ কিছু তাল গাছ। তার কয়েক বছর পর গ্রামের লোকেরা মিলে তালদিঘিকে লিজ দিয়েছিল মাছ চাষ করার জন্য। তখন কাটা পড়ে আরও কিছু গাছ। গ্রামের পেছনের মাঠেও যে কয়েকটি তাল গাছ ছিল, পাশের গ্রামে ইলেক্ট্রিসিটির তার নিয়ে যাওয়ার সময় কাটা পড়ে সেগুলিও। তালদিঘির ধারে এখন হাতেগোনা কয়েকটিই মাত্র তাল গাছ।

এখন ভাদ্র মাসে আর আগের মতো তাল পড়ে থাকে না তালদিঘিতে। বাজার থেকে জন্মাষ্টমীর দিন তাল কিনে এনে তালের বড়া খাওয়া হয়। সারাবছরে ওই একদিনই। তাল এখন শুধুই বাজারের পণ্য হয়ে উঠেছে। তাল কুড়োনোর সেই দিনগুলি আর নেই।

তাল গাছের নীচে কাটানো সেই সময়গুলো কত তাড়াতাড়ি হারিয়ে গেল। আর তার সঙ্গে হারিয়ে গেল তালপাতার পাখা, বাবুই পাখির বাসা, কত স্মৃতি, কত গ্রামীণ সংস্কৃতি।

আমাদের চোখের সামনেই তো সব বদলে গেল, তাও আমরা কিছুই করতে পারলাম না? হয়তো আমরা সবাই এক একজন মহান তালেবর হয়ে উঠেছি যে এইসব তুচ্ছ বিষয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করিনি, কিংবা এতটাই তালকানা হয়ে গিয়েছি যে এইসব আমাদের চোখেই পড়েনি।

পিকনিক

অনিতা দাস রুদ্র

-এআই

সাত সকালে চিলড্রেন্স পার্কের সামনে একটা বাস এসে দাঁড়াল। আর আমাদেরও হুড়োহুড়ি পড়ে গেল! কারও জামাকাপড় পরা হয়েছে তো কারও জুতো পায়ে গলানো হয়নি। কেউ ব্যাগ নিয়েছে পিঠে তো তাতে খেলার সরঞ্জামগুলো গুছিয়ে তোলা হয়নি। ভাই সোয়েটার, জ্যাকেট পরেছে কিন্তু বোতামের ঘাটগুলো এলোমেলো। সারা বাড়িময় চলছে প্রস্তুতি! অথচ দু'সপ্তাহ আগেই ঠিক হয়েছিল আমরা পাড়ার থেকে সবাই মিলে পিকনিক যাব। গল্প, আলোচনা, আগাম আনন্দ এই নিয়েই দিনগুলো পেরিয়ে গেছে। বড়দিনের ছুটিতে পিকনিক যাওয়া ছিল, সারাবছর অপেক্ষার ফল। বাসের গায়ে রংবেরঙের বেলুন দিয়ে সাজানো। বাসের মাথায় বিরাট বড় চোঙ মাইক। তাতে গান বাজছে। আমাদের সব ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন বড় মামা। আস্তে আস্তে লাইন করে বাসে উঠলাম। সবাই জানলায় বসতে চাইছে। এই নিয়ে মন কষাকষি শুরু হয়ে গেল। পকো, বুকাই বলল, যে আগে উঠতে পারবে, সে-ই জানলার পাশে বসতে পারে।

কেউ কেউ বলল, সেরকম হলে তো মারামারি শুরু হবে! জোর যার মুলুক তার নীতি চলবে না। সবকিছুরই একটা সিস্টেম থাকতে হয়!

সবার মন জুগিয়ে চলতে পারে মাঞ্জাদা। কারও মনে দুঃখ হোক, কেউ ঝগড়াঝাটি করুক, এমন কখনোই চায় না। মাঞ্জাদা ঠিক করে দিল, প্রত্যেকেই জানলায় বসবে। কিন্তু কী করে সম্ভব? উপায় আছে, সবার জন্য বরাদ্দ হল দশ মিনিট। আমরা তাতেই খুব খুশি হলাম। মালপত্র বহন করে নিয়ে ওখানেই রান্না হবে। সরেজমিনে তদন্ত করে দেখা গেছে কিছু বাদ গেল না তো!

না, রানু কাকিমা বললেন, 'কিচ্ছু তুলতে ভুল হয়নি।'

গাড়ি চলতে শুরু করল হিলকার্ট রোড ধরে।

জাম্বু জিজ্ঞেস করল মামাকে, 'আচ্ছা মামা অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম হিলকার্ট রোডের নাম এমন হল কেন?'

-কেউ বলেন, পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি হয়েছিল বলে, আবার অনেকে বলেন, তখন শিলিগুড়িতে মানুষজন কম ছিল, জঙ্গল ভরা ছিল। যেখানে কোনও যানবাহন চলত না, কেবল গোরুর গাড়ি ছিল যাতায়াতের মাধ্যম। সেটাও একটা কারণ হতে পারে, বুঝলি জাম্বু।

-বয়সটা কিন্তু কম নয় শিলিগুড়ির। সত্তর বছরেরও বেশি। আসলে শিলিগুড়ি ছিল জনমানবহীন অবহেলিত এক জায়গা। আর সেই সময়টা ছিল এদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব। ব্রিটিশদের পাহাড়ে যাওয়া আসার সুবাদে শিলিগুড়ি একটু একটু করে বেশ পরিচিতি লাভ করে।

-মানুষজন কম, জঙ্গল বেশি! তাহলে ভাব তো কেমন ভয়ংকর ব্যাপার!

-না রে, ভয়ংকর নয় বরং মনোগ্রাহী বর্ণনা দিয়েছিলেন, জোসেফ ডাল্টন হুকার নামে একজন ব্রিটিশ পর্যটক। নির্মল সবুজ সুন্দর শিলিগুড়ির পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, চারিদিকে জঙ্গল এবং শিলিগুড়ির বুকে বহমান স্রোতস্বিনী মহানন্দা নদীর জল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। মানেটা বুঝতে পারলি? মানে তখনও পরিবেশ, জল, বায়ু, শব্দ, কোনওপ্রকার দূষণ ছিল না। প্রকৃতি ছিল অকৃত্রিম।

জাম্বু, টিনটিন, বুকাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে চলেছে মাঞ্জাদা, বড়মামা। ওদিকে মাইকে গান বেজে চলেছে।

আমরা তখন ছোট। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পর পাহাড়ের কোলে বনভোজন ছিল একমাত্র আকর্ষণ। বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম। শহর থেকে বাস এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের পথে।

চারদিকে চা বাগান আর সবুজের বুক চিরে এগিয়ে চলেছি।

আর বাসের জানলার পাশে বসার পালাবদল অব্যাহত রয়েছে। রাস্তার দু'পাশে শাল, সেগুন, দেবদারু গাছের সারি। আকাশ ছুঁতে চাওয়া গাছের ফাঁকে ফাঁকে সকালের অরুণ আলোর ছটা। কখনও দেখা দিচ্ছে আবার হারিয়ে যাচ্ছে নিমেষেই। রোদ আর বনানীর লুকোচুরি খেলা দেখতে দেখতে দুটো কবিতা লিখে ফেলল মিনিপিসি। ভালো লেখে, যেখানেই ঘুরতে যায় হয় কবিতা নয় ভ্রমণকাহিনী লিখবেই লিখবে। আমি বললাম, 'মিনিপিসি, কবিতা শোনাও প্লিজ।'

-না, এখন না বাড়ি ফেরার পথে সন্ধ্যায় শোনাব কেমন?

-ঠিক আছে, পিসি।

'আচ্ছা মামা শিলিগুড়ি নামটা কেন হল?' এবার পকোর প্রশ্ন শুরু হল।

-শুনেছি, শিলিগুড়ির পূর্ব নাম ছিল শিলচাগুড়ি। 'শিল' অর্থ পাথর আর 'গুড়ি' মানে হল স্থান। পাথুরে স্থান বা নুরির ঢিবি বলেই এমন নাম। আসলে শিলিগুড়ির মাটি কিন্তু খুব উর্বর। কালো দোঁয়াশ মাটি। একসময় নাকি দণ্ডকলস গাছের বন ছিল এখানে।

২

কথায়, গল্পে, গানে প্রকৃতির হাত ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি।

তিস্তা নদীর বাঁকে আমরা নেমে পড়লাম, এটাই পিকনিক স্পট। যেন এটাই স্বর্গ! একে তো পড়াশোনার ঘরে কপাট পড়েছে কয়েকদিন থেকে, তারপর নির্ভেজাল আনন্দের বন্যা! হুহু করে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। যেদিকে চোখ যায়, সাদা নুড়ি পাথরের বিছানা। ছোট, বড়, মেজো, সেজো কত আকারের সব পাথর। সাদা বালুর চর! পাশেই বড় বড় পাথরের চাঁই। সেখানেই সবাই বসে পড়লাম। চঞ্চলা তিস্তার অবর্ণনীয় রূপ! রোদের বিন্দুমাত্র দেখা নেই এখন।

বাড়ি থেকে ব্রেকফাস্ট নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন আমরা খাবারের অত রকমসকম পাইনি। শুকনো পাউরুটিতে লাল রঙের জ্যাম মাখানো, একটা করে ডিম সেদ্ধ, কলা, ঘুগনি। এর চাইতে লোভনীয় খাবার আমাদের দুনিয়াতে ছিল না। সঙ্গে একটা বড় গুড়ের রসগোল্লা ছিল। রানু কাকিমা সবার হাতে হাতে দিলেন।

আমরা দলবেঁধে ছুটলাম পাশের কমলালেবু বাগানে। কত পাকা পাকা কমলালেবু, কত উঁচু গাছ কিন্তু ফলের ভারে নুইয়ে পড়া দেখে মাঞ্জাদা, আমাদের সবাইকে একটা প্রশ্ন করল, 'বল তো এত উঁচু গাছটা কেন নীচের দিকে ঝুঁকে আছে? উঁচু গাছ তো আকাশ ছুঁতে পারে, আকাশের দিকে যাওয়ার কথা, কেন সেটা হয়নি?'

টিনটিন ঠোঁট উলটে না জানার অভিব্যক্ত প্রকাশ করে।

-বলতে পারবি না তো! শোন তাহলে গাছটাতে অসংখ্য কমলালেবু ধরেছে বলেই ভারী হয়ে গেছে। যার কারণে নীচের দিকে তাকিয়ে আছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্যই এমন ঘটে থাকে। আবার অন্যদিকে সেইরকম মানুষের ক্ষেত্রেও দেখবি যার জ্ঞান বেশি, সমৃদ্ধ বেশি, সে নম্র হয়। সবসময় নীচের দিকে ঝুঁকে চলেন। অর্থাৎ অহংকারমুক্ত।

মাঞ্জাদা সুন্দর গল্প করতে জানে। সব বয়সিদের সঙ্গে সমানভাবে মিশে যেতে পারে। আমাদেরও ভালো লাগে গো ওর গল্প শুনতে। যে কোনও প্রসঙ্গ নিয়েই কত পড়াশোনা!

পিকনিকে আমরা মোট চল্লিশজন গিয়েছিলাম। কেউ শুধুই হইহুল্লোড় করছে, কেউ নিজেদের মতো করে আনন্দ উপভোগ করবে বলে বেরিয়ে পড়ল। আমার ড্রয়িংয়ের সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়েছিলাম। জলরঙে একটা পিকনিক স্পটের ছবি আঁকলাম।

আমাদের বড় মামা রান্না ভালো করতেন। দুপুরের রান্নার দায়িত্ব উনি নিলেন। সঙ্গে হেল্পারও পেয়ে গেলেন ঘণ্টুলা আর মন্টুলাকে। মামার বন্ধুরাও ছিলেন সঙ্গে। রানু কাকিমার অ্যারেঞ্জমেন্টে সামান্য ভুল ধরা পড়েছে। ভাত রান্নার হাঁড়ি বাসে চড়ানো হয়ে ওঠেনি।

পাশের গ্রামেই কেউ চলল হাঁড়ির খোঁজ করতে। জঙ্গল থেকে জ্বালানির কাঠ জোগাড় করা হল। পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে তৈরি করা হল রান্নার বিশেষ উনুন। প্রকৃতির মাঝে প্রাকৃতিক উনুন। পিকনিকের মেনু ছিল সরু চালের ভাত, ডাল, আলুভাজা, পাঁঠার মাংস।

ঠান্ডা হাওয়া, পাথরের উনুন, গগনচুম্বী পাইন গাছের সারি, মেঘলা আকাশ কুলুকুলু শব্দে বয়ে যাওয়া তিস্তা নদী, পিকনিকের দিনের সেই মুহূর্ত আজও ঝলমলে আমার মনে। এতটুকু ধুলো জমেনি সেই স্মৃতির ছবিতে।

৩

ভাত রান্না হল, ডাল ফোটানো হল। এবার বাকি রইল আলুভাজা আর মাংস। ঠান্ডা হাওয়ায় রান্না করতে কাঠ ফুরিয়ে গেছে। অনেকেই আশপাশে কাঠ কুড়োতে বেড়িয়ে পড়ল। রাস্তায় একজন মাঝবয়সি স্থানীয় মহিলা মাথায় কাঠের বেশ বড়সড়ো এক বান্ডিল নিয়ে সেই পথে যাচ্ছিল। মাঞ্জাদা ভালো নেপালি ভাষা জানত। ওই মহিলাকে স্থানীয় ভাষায় পুরো বিষয়টি জানানো হয়। উনি তৎক্ষণাৎ সহাস্যে রাজি হয়ে গেলেন। কী সুন্দর দেখতে! যেমন পাহাড়ি অঞ্চলের মেয়েরা হয়। রঙিন ঝকঝকে পোশাক, অলংকারগুলো অসাধারণ। আর মুখে সদা মিষ্টি হাসি। ওর ভাষায় বললেন, 'খুব ঠান্ডা হাওয়া বইছে। আপনাদের রান্না করতে খুব অসুবিধে হচ্ছে বুঝতে পেরেছি। যদি কোনও আপত্তি না থাকে তাহলে আমার ওপর ছেড়ে দিন। আমি বাকি রান্না করে দিতে পারি।'

তো, বেশ! বড় মামা ওঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। অল্প সময়ের মধ্যে উনি বড় ছোট সবার মন জয় করে নিলেন। সবাই ওকে ভাউজু বলে ডাকছিলেন। নেপালি ভাষায় ভাউজু মানে বৌদি। ওঁর মাতৃভাষায় অনেক গল্প করছিলেন। পাহাড়ি এলাকায় মানুষের জীবন খুব কষ্টকর হয়। আর নিজের পরিবারের গল্পটাও শোনালেন। ভাউজুর কথাবার্তা বেশ নম্র, ভদ্র এবং খুব অতিথি বাৎসল্য।

নানা গল্পের ফাঁকে মাংস আর বাকি রান্না সেরে ফেললেন। খুবই কম তেল মশলা ব্যবহার করে অল্প সময়ে রান্না করে দিলেন। আমরাও ওঁকে ঘিরে বসে গল্প শুনছিলাম। খুব ভালো লাগছিল।

ওদিকে নুড়িপাথর বিছানো চড়াই-উতরাই পেরিয়ে শেষে খিদে পায় সবার। দুপুরের খাবার খেতে সকলেই ফিরে এসেছে।

কঁচি পাঁঠার মাংসের গন্ধ ম-ম করছে হাওয়ায়। এবার খেতে বসার পালা। খাবার খেতে বসার আগে নদীর ঠান্ডা জলে হাত ধুয়ে এলাম আমরা, হাত মনে হচ্ছে ঠান্ডায় ফ্রিজ হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ার উপক্রম। ভাউজু নিজের হাতে অতিথিদের খাবার পরিবেশন করলেন।

কী সুস্বাদু মাংস রান্না হয়েছে! গল্প শুনতে শুনতে কখন যে চেটেপুটে সব খাবার খেয়ে নিয়েছি আমরা নিমেষের মধ্যে কেউ বুঝতেই পারিনি। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও উনি কিছুই খেলেন না। ওদিকে দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। পাহাড়ে বিকেল বলে কোনও সময় নির্ধারণ করা যায় না। অন্ধকার আরও ঘনিয়ে আসছে। ঠান্ডা ক্রমশ বাড়ছে। এখানে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। সেই কারণে সামান্য আলো থাকতে থাকতে বাড়ির পথে রওনা দিতে হবে। আমরা শিশু, কিশোর, যুবক, মধ্যবয়সি, কমবয়সি, বেশিবয়সি সকলেই বাসের সিট দখল করতে লাইন দিলাম।

বড় মামা চললেন হাঁড়ি ফেরত দিতে সেই বাড়িটায়। বাড়ির ভেতরে গিয়ে অনেক ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে বারান্দা থেকে ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে যা দেখলেন!

সেই সদাহাস্য ভাউজুর ছবি টাঙানো দেওয়ালে, তাতে সাদা রজনীগন্ধা ফুলের মোটা মালা পরানো। অনেকসময় মামা ছবির দিকে তাকিয়ে নিজে কিছু বোঝার চেষ্টা করলেন।

হতভম্ব হয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'উনি কে?'

মাঝবয়সি এক ভদ্রলোক বলেন, 'আমার স্ত্রী শান্তি। দু'বছর আগে আজকের দিনে পাহাড় থেকে পা ফসকে নদীতে তলিয়ে যায়। দু'দিন পর ওর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। ও এই এলাকায় ঘুরে বেড়াত। কত মানুষ এখানে পিকনিক করতে আসত, সবাইকে নানাভাবে সাহায্য করত। মানুষকে খুব ভালোবাসত। খুবই অতিথি বাৎসল্য ছিল শান্তি। আমাদেরও বিশ্বাস শান্তি আমাদের মাঝে আজও বেঁচে আছে।'

মামার মনে পড়ল, ভাউজু নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে নাম বলেছিল শান্তি। মামা এই কথাগুলো শোনার পর নিজেকে ঠিক রাখতে পারেননি। তিস্তাচরের নিস্তব্ধতা যেন তাঁকে ঘিরে ধরেছে। ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়িতে এসে বসলেন। ওষ্ঠাগত প্রাণ! ঘন্টুলা জলের বোতল থেকে গ্লাসে জল ঢেলে মামাকে খেতে দিল। জল ঢক ঢক করে গিলে একটু সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

মামার মুখে শান্তি ভাউজুর কথা শুনে আমাদের কী অবস্থা হয়েছিল সেই মুহূর্তে! সে কথা নাই বললাম। বেশকিছু সময় পর আমাদের মনে স্বস্তি ফিরে আনতে মিনিপিসি আর একটা কবিতা লিখলেন, 'শান্তি থাকুক নির্ভয়ে পাহাড়ের কোলে/ শান্তি থাকুক পৃথিবীর মানুষের কল্যাণে।'

-বা! বা! চমৎকার! এত চটজলদি তুমি কি করে লিখতে পারো মিনিপিসি!

শান্তি ভাউজুর হাতের রান্নার স্বাদ কিন্তু আমরা এত বছর পরেও ভুলতে পারিনি। ভুলতে পারিনি ওর মুখের মিষ্টি হাসি। আজও পাহাড়ে গেলে যেন এক টুকরো শান্তি খুঁজে বেড়াই।

ছোটগল্প

নানা গল্পের ফাঁকে মাংস আর বাকি রান্না সেরে ফেললেন। খুবই কম তেল মশলা ব্যবহার করে অল্প সময়ে রান্না করে দিলেন। আমরাও ওঁকে ঘিরে বসে গল্প শুনছিলাম। খুব ভালো লাগছিল।

উত্তরের সাহিত্যিক

ডঃ ভিখী প্রসাদ

১৯৩৮ সালের ৪ এপ্রিল অবিভক্ত বঙ্গের দিনাজপুর শহরে জন্ম ডঃ ভিখী প্রসাদ 'বীরেন্দ্র'-র । বাবা রামেশ্বর রাম, মা পার্বতী দেবী। পৈতৃক বাসস্থান উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার জাজৌলি গ্রামে। হিন্দি মাধ্যমে পাঠশালায় পড়াশোনা শুরু। পরে বাংলা মাধ্যমে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। পাঁচ বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ। দেশভাগের পর পরিবার ঠাকুরগাঁও ছেড়ে কালিয়াগঞ্জে আসে। আর্থিক অনটনে সপ্তম শ্রেণির পর পড়াশোনা ছাড়েন। পরে উত্তরপ্রদেশে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে হাইস্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। কোহিমা থেকে ফেরার পথে ১৯৫৯ সালে শিলিগুড়িতে আসেন। প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। চাকরির পাশাপাশি বিএ, বিএ অনার্স ও এমএ পাশ করেন। পরে মাধ্যমিক বিভাগে শিক্ষকতার চাকরি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি। গবেষণার বিষয় ছিল, 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও তুলসীদাসের রামচরিত মানসের তুলনামূলক আলোচনা'।

১৯৬২ থেকে বাংলা ও হিন্দি ভাষায় নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদ সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নানা বিষয়ে লেখালেখি করেছেন। কাব্যগ্রন্থ 'ধরতী কে করিব' (১৯৮৩), 'আজকা আদমি' (১৯৯১), 'মৈ উনকে সাথ নেহি হুঁ' (১৯৯৬), 'সূত্রধার কই ওর হ্যায়' (২০০০), 'মাটি কী আওয়াজ' ও 'নকল সূর্য' (২০০৩), 'সুগন্ধ ও রোশনি কী তলাশ' (২০১৩)। মিনি গল্প 'যত্র-তত্র-সর্বত্র' (১৯৯৬), গবেষণাগ্রন্থ (১৯৮৯), সম্পাদিত 'নই কবিতায়ে' (১৯৯০), ভ্রমণকাহিনী 'রাস্তা হি হোতা হৈ তীর্থ' (২০০৩)। উপন্যাসিকা 'কথা এক কথাবাচক কি', 'বিভাজন', উপন্যাস 'সিঙ্গুর সে নন্দীগ্রাম'। 'নয়া আকাশ' ১২ বছর সম্পাদনা করেছেন। উত্তরবঙ্গ নাট্য জগত (১৯৮৯-৯০), উত্তর বাংলা সাহিত্য (১৯৯০), শিলিগুড়ি গৌরব (১৯৯৩), বিপিন চক্রবর্তী স্মারক (২০০০), উত্তরবঙ্গ বইমেলা (২০১৫) ও জারা ফাউন্ডেশন (নেপাল)-এর সম্মান পেয়েছেন।

অণুগল্প

সিলেবাসে নেই

বেলা দে

অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরব। দাঁড়িয়ে আছি। সামনেই একটা টোটো পেয়ে তড়িঘড়ি উঠে বসলাম। খানিকক্ষণ পর খেয়াল করি ববকাট চুল আর প্যান্ট-শার্ট পরিহিত চালকটি ছেলে নয়, একটি মেয়ে। চলতে চলতে ওকে জিজ্ঞেস করি, 'তোমার বাড়ি কোথায় বোন? বাবা কী করেন?' মেয়েটি উত্তরে বলে, 'বাবা নেই, বাড়িতে মা আর এক ছোট ভাই আছে। যদি গুণতিতে ধরেন উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় নিযুক্ত আরেকজন বড় দাদা আছে। তবে ও এখন আমাদের সিলেবাসে নেই।'

আমি আলতো হেসে বলি, 'সে আবার কী কথা গো...'

-দিদি, আমি ঠিকই বলেছি, বাবা মারা যাওয়ার পর সে বিত্তবান শ্বশুরমশাইয়ের সাম্রাজ্য আর রাজকন্যা সমেত শ্বশুরবাড়িতেই থাকে। বাবার রেখে যাওয়া এই টোটো চালিয়ে আমরা স্বাধীন দেশে বেশ স্বাধীনভাবেই বেঁচেবর্তে আছি। তিনটে প্রাণ খেয়ে পড়ে ভালোমন্দে একযোগে নিঃশর্তে।'

তেরঙা

সম্মিলিতা দত্ত

প্রতি বছর ১৫ অগাস্ট এলেই ছেলেটা রাস্তার মোড়ে বসে। সামনে ছোট্ট বাঁশের ঝুড়ি। ঝুড়িভর্তি তেরঙা পতাকা। ছোট, বড়, কাগজের, কাপড়ের। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে চিৎকার করে, 'পতাকা নিন... তেরঙা পতাকা!' ছেলেটার বয়স কতই বা হবে— দশ কি এগারো!

স্বাধীনতা দিবসে তার পাশ দিয়ে স্কুলের ছেলেমেয়েরা যায়। কারও গায়ে নতুন সাদা জামা, কারও হাতে চকচকে পতাকা। কেউ হাসতে হাসতে বলে, 'দেখ, আমার পতাকাটা সবচেয়ে বড়!' ছেলেটা চুপ করে তাকিয়ে থাকে। তারপর আবার হাঁক দেয়, 'পতাকা নিন... পতাকা।'

এক ভদ্রলোক পাঁচটা পতাকা কিনলেন। টাকা দেওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই স্কুলে যাস না?' ছেলেটা একটু হাসল, 'যেতাম।'

-এখন যাস না কেন?

ছেলেটা উত্তর দিল না। ঝুড়ির মধ্যে থেকে একটা পতাকা তুলে নিল। আঙুল দিয়ে গেরুয়া রংটা ছুঁয়ে দেখল, 'বাবা বলেছিল, একদিন আমিও স্কুলে যাব। তারপর বাবা আর ফিরল না।'

ভদ্রলোক কিছু বলতে পারলেন না। ছেলেটা এবার সাদা রংটার দিকে তাকাল, 'মা বলে, পেট খালি থাকলে স্বপ্ন দেখা যায় না।'

তারপর সবুজ রংটা ছুঁয়ে মৃদু হেসে বলল, 'তাই আমি প্রতি বছর পতাকা বেচতে আসি।'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

ছেলেটা মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকাল, 'কারণ... সবাইকে তো স্বাধীন হতে হয়।'

দূরে তখন স্কুলের মাঠে জাতীয় পতাকা উঠছে। জাতীয় সংগীত শুরু হয়েছে। ছেলেটা দাঁড়িয়ে গেল। তার হাতে তখনও একটা বিক্রি না হওয়া পতাকা। তিনটে রং বাতাসে উড়ছিল। শুধু ছেলেটার জীবনটাই যেন রংহীন। হঠাৎ সে পতাকাটা নিজের বুকের কাছে চেপে ধরল। আর খুব আস্তে আস্তে বলল, 'একদিন... আমার জীবনেও কি স্বাধীনতা আসবে?' পতাকাটা বাতাসে উড়তেই থাকল। ছেলেটা আবার ঝুড়ি নিয়ে বসে পড়ল, 'পতাকা নিন... তেরঙা পতাকা...'

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে।
ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

কবিতা

দহন

সুদীপা দেব

সময়ের হাত ধরে থমকে আছি তামাটে মানুষ
সমুদ্রের কাছে যেভাবে অপেক্ষা রাখে বিশুদ্ধ নদী।

অরণ্যের পাতায় পাতায় ভরা ভাদ্রের গুমোট
অনন্ত নিশিময় আকাশ
ফসলের খেত শূন্য, অসময়ে পুড়ে যাওয়া ধানের শিষ
গুমোট ভেঙে আজ প্রবল বৃষ্টি দাও
আমার সাদা হাতের রেখায় রেখায়
লালন ফকিরের শ্লোক দাও,
অগ্নিশুদ্ধ মন্ত্র দাও,
একান্ত প্রেম দাও
পুনর্জন্ম দাও প্রিয়।

বাম বুকের শিলায় কে যেন ক্রমাগত খোদাই করে চলেছে একটিই নাম।
ক্ষতস্থানে সূর্য ওঠে চাঁদ আসে রক্ত ঝরে
গোপনে সে নাম আরও গভীর হয়।

কবিতা হাওয়ায় ওড়ে

সুবীর সরকার

কবিতা হাওয়ায় ওড়ে।
জঙ্গল জঙ্গল জুড়ে মিথ।
নিঃসঙ্গ ঘোড়াটি ছুটে যায় বৈকুণ্ঠপুরের
দিকে
আমাদের গল্প শুনে ফুঁসে ওঠে তিস্তাপাড়
অনন্ত বোরোলি মাছ।
তন্ত্রমন্ত্রের কত গান।
বসে থাকি ভুলা মাশানের থানে
জীবন জুড়ে বাজতে থাকে ঢোল বাঁশি
আর সারিন্দার সুর

অনন্ত আকুতি

অমিত পাল

নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপ জানে—
আলো তার চিরকাল থাকে না,
তবু সে অন্ধকারের বুকে শেষ শিখাটুকু রেখে যায়।

আমিও জানি, সব পথ একদিন ধুলোর কাছে ফিরে যাবে;
তবু তোমার নামের পাশে একটি নীল আকাশ এঁকে রাখি।
যত অভিমান জমেছে হৃদয়ে,
যত ক্ষত গোপন রাত্রির মতো,
সবকিছুকে ছুড়ে দিই দূরে—
শুধু ভালোবাসাটুকু রাখি অক্ষত।

রাজদণ্ড থেকে ভিখারির হাত,
জয় থেকে পরাজয়ের প্রান্তর—
সবই একদিন এসে দাঁড়ায় নিজের অন্তর্গত শূন্যতার কাছে।
হে আমার নীরব বৈরাগ্য, আজ সমস্ত দ্বার খুলে দাও—
যে স্রোত হারিয়ে গেছে কালের ভিতর,
তার শব্দ হয়ে পাশে বসো শূন্যতার গভীরতম তীরে
আমি আবার প্রেমের প্রদীপ জ্বালাই।

মেঘের শরীরে আগুনের অক্ষর

সুকুমার বাড়ই

সেদিন সন্ধ্যায় আকাশ
কোনও পরিচিত কবিতার মতো ছিল না—
সে নিজেই লিখছিল নিজেকে,
মেঘের শরীরে আগুনের অক্ষরে।
লাল রঙে কে যেন রেখে গেল
দিনের শেষ অভিমান,
কমলার ভাঁজে ভাঁজে জমে রইল
অসংখ্য না-বলা কথার উষ্ণতা।
দূরের কালো গাছেরা
নিঃশব্দ পাঠকের মতো দাঁড়িয়ে,
আর আকাশ—
তার সমস্ত বিষণ্ণতা ছড়িয়ে দিয়ে
হঠাৎ হয়ে উঠল অপার সুন্দর।
সূর্য তখন বিদায়ের সিঁড়ি বেয়ে
অন্ধকারের দিকে নেমে যাচ্ছে,
তবু তার শেষ আলোয়
মনে হল—
হারিয়ে যাওয়া মানেই শেষ হয়ে যাওয়া নয়।
কিছু রং থেকে যায়
চোখের গভীরে,
কিছু সন্ধ্যা থেকে যায়
মনের গোপন জানলায়—
আর কিছু আকাশ
চিরকাল আমাদের ভেতরেই অস্ত যায়।

মৃত্যু

স্বরূপ গুপ্ত

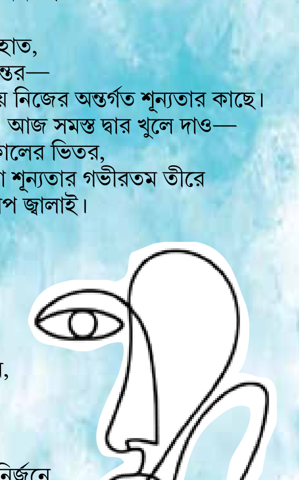

খুব কাছেই থাকো এখন,
এই যে বাতাস কিংবা
হাত বাড়ালেই পাহাড়
অথবা দূরের ওই সমুদ্র,
তার খুব কাছে, নিজস্ব নির্জনে
বলে দাও আছো তুমি,
তোমার মতো করে অস্তিত্বে আমার
সব শেষে যার, ধরব তোমার হাত
পেরিয়ে দিগন্ত আর সব প্রলাপ,
আপন করবে মৃত্যু,
খুব কাছেই থাকো এখন
খুব কাছে...

মহাবিশৃঙ্খলার মাঝে স্বর্গ

প্রিয়া ঘঙ্ঘাস

জ্যাসমিন ল্যাম্বোরিয়া

অঙ্কুশ পাঙ্ঘাল (লাল জার্সি)

তূণীর

সাতটা সোনা, তিনটে রূপো। মোট দশটা পদক। ছিয়ানব্বই বছরের কমনওয়েলথ গেমসের ইতিহাসে সর্বোচ্চ পদকের রেকর্ড! এই সাফল্যের অন্তরালে রয়েছে প্যারিস অলিম্পিকের ব্যর্থতা, গত বছর লিভারপুল বিশ্বচ্যাম্পিয়ানশিপের শিক্ষা এবং বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (বিএফআই) ও স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (সাই)-এর মাঝে মহাবিশৃংখলা।

টোকিও অলিম্পিকের পর আন্তর্জাতিক বক্সিং ফেডারেশন ও ওয়ার্ল্ড বক্সিং সংস্থার লড়াইয়ে, বিএফআই আন্তর্জাতিক বক্সিং ফেডারেশনের পক্ষে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, অলিম্পিক পরিচালন সমিতি ওয়ার্ল্ড বক্সিং-কে মান্যতা দেয়। বক্সিং-এ পয়েন্ট সিস্টেম ও ওজন বিভাগের রদবদল ঘটে। এই ডামাডোলে ভারতের মহিলারা আংশিক সাফল্য পেলেও; অনির্দিষ্ট ওজন বিভাগ, উপযুক্ত স্পারিং পার্টনারের অভাব ভারতীয় পুরুষদের ক্রমশ পিছিয়ে দেয়। এশিয়ান গেমসে ভারতের মহিলারা চারটি পদক জিতে মুখরক্ষা করেন। সেখানে পুরুষদের পদক সংখ্যা মাত্র এক। আর প্যারিসে কোনও ভারতীয় বক্সারই কোয়ার্টার ফাইনালের গন্ডি টপকাতে পারেননি। গতবছর ওয়ার্ল্ড স্টেজ বা লিভারপুল বিশ্বচ্যাম্পিয়ানশিপে ভারতের মহিলারা চারটে পদক জিতলেও, পুরুষদের খালি হাতে ফিরতে হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয়, এই প্রতিযোগিতায় এশিয়ান বক্সিং-এর প্রধান দুই শক্তি উজবেকিস্তান ও কাজাকিস্তান দশটি করে পদক লাভ করে। যেখানে উজবেক পুরুষ ও রমণীরা যথাক্রমে ছয়টি ও চারটি পদক জেতেন; আর কাজাক পুরুষ ও রমণীরা পাঁচটি পদক সমানে ভাগ করে নেন। এরপর কমনওয়েলথ ও এশিয়ান গেমস উপলক্ষ্যে বিএফআই পুরুষদের ধারাবাহিক ব্যর্থতার মূল্যায়ন ও সমাধানের প্রচেষ্টা শুরু করে। সেইসঙ্গে প্রমীলাদের সাফল্য বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জ।

গত মরশুমের শেষে, ভারতীয় বক্সারদের অবস্থার দিকে আলোকপাত করা যাক। ভারতের প্রমীলা বক্সারদের সুবিধা, আন্তর্জাতিক মানের প্রেক্ষিতে সকলেই দীর্ঘাঙ্গী। ৫১ কেজিতে প্রতিনিধিত্ব করেন ভারতীয় বক্সিং-এর মুখ, নিখাত জ়ারিন। সাফল্যের মধ্যাহ্ন পেরিয়ে গোধূলির দিকে পা বাড়ানো নিখাতের ফুটওয়ার্ক দুর্বলতা ও অপ্রয়োজনীয় ক্লিঞ্চিং প্রবণতা অলিম্পিকের আগেই প্রকট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তখন নিখাতকে চ্যালেঞ্জ জানানোর পরিবর্তে ফ্লাইওয়েট-লাইটফ্লাইওয়েট বিভাগের সমস্ত খেলোয়াড়েরা ৫৪ কেজিতে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করছিলেন। ফলে ঘরের মাঠে নিখাতকে কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পড়তে হচ্ছিল না। ৫৪ কেজিতে সদ্য কৈশোর পেরোনো প্রীতি পাওয়ার বিগত চার বছর নিজের জায়গা ধরে রেখেছেন। প্রীতি অতিরক্ষণাত্মক খেলোয়াড়। তাঁর সমস্যা, মার খেয়ে একবার খোলসে ঢুকে পড়লে সাহস করে প্রতি-আক্রমণে যান না। লিভারপুলে ভারতীয় বক্সিং-এর মুখ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন জ্যাসমিন ল্যাম্বোরিয়া। জ্যাসমিন বিস্ফোরক বক্সার, নিজের দিনে তিনি প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করে দিতে পারেন, আবার রক্ষণের ভুলে হেরেও যেতে পারেন। ৬০ ও ৬৫ কেজিতে ভারত দীর্ঘদিন বিশ্বমঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপযুক্ত খেলোয়াড় পায়নি। বর্তমানে ৫৭ কেজিতে বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় জ্যাসমিন ক্যারিয়ারের শুরুতে ৬০ কেজিতে নিজের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। ৭০ কেজিতে প্রতিনিধিত্ব করছেন লভলিনা। তাঁর প্রসঙ্গে পরে আসছি। ৮০ কেজিতে অরুন্ধতী চৌধুরী দীর্ঘ সুযোগের পর আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাগ কাটতে ব্যর্থ।

অরুন্ধতী চৌধুরী

অন্যদিকে, পুরুষদের লাইটফ্লাইওয়েট থেকে ব্যান্টমওয়েট (৫০-৫৪ কেজি) বিভাগে অমিত পাঙ্ঘাল বা পবন বার্তোয়াল সারা জাগিয়ে হারিয়ে গেছেন। অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস বা বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের ওজন বিভাগের ঘনঘন বদল প্রতিভার অবক্ষয় তরান্বিত করেছে। ঘরোয়া ট্রায়ালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে কেউ প্রীতির মতো জায়গা ধরে রাখতে পারেননি। আন্তর্জাতিক মানের বিচারে এই বিভাগে ভারতীয়রা উচ্চতা ও দৈহিক সক্ষমতায় বেশ পিছিয়ে। শচীন সিওয়াচ ৬০ কেজিতে থিতু হলেও, তাঁর অতিরক্ষণাত্মক কৌশল বড় মঞ্চে সাফল্যের অন্তরায়। ৬৫-৭০ কেজি ভারতীয় পুরুষদের স্বাভাবিক ওজন বিভাগ। তবু মহিলাদের মতো পুরুষদের ৬৫ কেজিতেও ভারতের সাফল্য আসেনি। বিজেন্দরের ওজন বিভাগ উঠে যাওয়ার পর, ৭০ কেজি নিয়ে ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের আকর্ষণ বেশী। সেখানে নিশান্ত দেব, হিতেশ গুলিয়ার মতো একাধিক প্রতিভাবান টেকনিক্যাল খেলোয়াড়ের ভিড়। হিতেশ গত বছর ভারতীয় পুরুষদের মধ্যে সফলতম বক্সার। তিনি মৌমাছির মতো প্রতিপক্ষের চারপাশে ঘুরে খেলা নিয়ন্ত্রণ করেন, সুযোগ বুঝে আক্রমণ। অন্যদিকে, নিশান্তের অস্ত্র সীমাহীন আগ্রাসন। গত বছরেই ৮০ কেজিতে অঙ্কুশ পাঙ্ঘালের উত্থান। চিন্তাশীল খেলোয়াড় অঙ্কুশ ভবিষ্যতের তারকা হতে পারেন। প্রতিপক্ষের দুর্বলতা খুঁজে আক্রমণ শানানোর সহজাত ক্ষমতা তাঁকে অন্যদের থেকে পৃথক করে। এবং ৯০+ কেজিতে নরিন্দর বেরওয়াল। অতি-রক্ষণাত্মক নরিন্দরের একটাই গুন, একটা ঘুষি খেলে পালটা একটা মারতে পারেন। বক্সিং কিন্তু কুস্তি বা জুডোর মতো সর্বাধিক দু'দিনের খেলা নয়। বক্সিং টুর্নামেন্ট সাধারণত দু'সপ্তাহ ব্যাপী চলে। ফলে টেকনিক ও ট্যাকটিক্সের সঙ্গে সমগ্র টুর্নামেন্ট জুড়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম থাকাও খেলোয়াড়দের কাছে বিশেষ চ্যালেঞ্জ। একটা কঠিন ফিজিকাল ম্যাচের শ্রান্তি কাটিয়ে পরবর্তী ম্যাচের আগে শারীরিক সক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছানো বেশ কঠিন। প্রতিভা নয়; উজবেক বা কাজ়াকদের কাছে ভারতীয়রা সচরাচর এখানেই পিছিয়ে পড়েন।

এই বছর বিএফআই এশিয়ান গেমসকে মাথায় রেখে বক্সিং বিশ্বকাপের (স্টেজ ওয়ান) পরিবর্তে উলানবাটোরে এশিয়ান বক্সিং এলিট চ্যাম্পিয়নশিপে দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সেখানে ভারত সর্বমোট বিশটি ওজন বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পাঁচটা সোনা সহ ষোলোটি পদক লাভ করে। বস্তুত উলানবাটোর থেকেই ভারতীয় বক্সারদের সোনালী সফরের শুরু। উলানবাটোরের ফলাফলে আত্মবিশ্বাসী বিএফআই ভবিষ্যতে নির্বাচন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। উদ্দেশ্য মাল্টিস্পোর্টস ইভেন্ট কেন্দ্রিক প্রতি ওজন বিভাগে একাধিক বিশ্বমানের খেলোয়াড় তৈরি এবং তাঁদের মধ্যে যোগ্যতমের নির্বাচন। আবার এঁদের মধ্যে থেকেই বক্সিং বিশ্বকাপ ও বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের অতিরিক্ত ওজন বিভাগের (৪৮-৫০,৭৫ কেজি) খেলোয়াড় বাছাই। বিএফআই চিরাচরিত 'ট্রায়াল-ভিত্তিক নির্বাচনের' পরিবর্তে কমনওয়েলথ ও এশিয়ান গেমসের জন্য 'মার্কিং-ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি'-র নীতি গ্রহণ করে। কী এই মার্কিং-ভিত্তিক মূল্যায়ন? খুব সহজে বললে- বক্সারদের নির্বাচনের জন্য হাই-পারফরম্যান্স ইউনিট (এইচপিইউ) নির্ধারিত ল্যাবরেটরি মেট্রিক্স, বায়োমেট্রিক পর্যালোচনা এবং টেকনিক্যাল কুশলতার মূল্যায়ন। এইচপিইউ নির্ধারিত সামর্থ্য পরীক্ষার হিসাব নিম্নরূপে করা হয়-

- খেলোয়াড়দের স্বাভাবিক ওজনের থেকে ন্যূনতম ১.৮-২ গুণ বেশি ওজন তোলার শক্তি পরীক্ষা।
- বেঞ্চ প্রেসের মাধ্যমে শরীরের ঊর্ধাঙ্গের পুশিং ক্ষমতা পরিমাপ
- পাওয়ার টেস্টের মাধ্যমে নিম্নাঙ্গের নমনীয়তা ও গতিশীলতা মূল্যায়ন।
- প্রতি আক্রমণের দক্ষতা পর্যবেক্ষণের জন্য কাউন্টার-মুভমেন্ট জাম্প বিশ্লেষণ।
- ঘুষির অভিঘাত ও স্থায়িত্ব মূল্যায়নের জন্য ডিজিটাল হ্যান্ড ডায়নামোমিটারের ব্যবহার।
- শিবির চলাকালীন কোনও বক্সারের অনিয়ন্ত্রিত ওজন পরিবর্তন হলে শাস্তি স্বরূপ নম্বর কাটা।
- বডি ফ্যাট পার্সেন্টেজ নির্দিষ্ট সীমায় রাখতে বায়োইলেকট্রিক্যাল ইম্পিডেন্স অ্যানালিসিস (বিআইএ)।
- রাউন্ড-রবিন সিস্টেমে স্পারিং পার্টনারদের সঙ্গে নীবিড় অনুশীলনের মাধ্যমে ইন-রিং সচেতনতা ও বাউট ফিটনেস বাড়ানো।

চিরাচরিত নিয়মের পরিবর্তন হলে বিরোধিতা স্বাভাবিক, এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়েরা যেমন অতিরিক্ত পরিশ্রমের অভিযোগ তুললেন, তেমন উঠতি খেলোয়াড় ও তাঁদের ব্যক্তিগত কোচেরা স্বজনপোষনের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। বর্তমানে সন্তানকে খেলতে পাঠানো একটি পারিবারিক বিনিয়োগ। সেই বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্তির প্রত্যাশা ক্ষেত্রবিশেষে মাত্রাতিরিক্ত। প্রতিবাদীরা স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (সাই) হস্তক্ষেপ দাবী করেন। সাই চিরাচরিত ট্রায়াল-ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি বদলের কারণ দর্শাতে বলে বিএফআই-কে। এই শোকজ কার্যত প্রতিবাদীদের নিরপেক্ষতার সন্দেহকে মান্যতা দেয়। বিতর্কের মাঝেও জাতীয় শিবিরে এইচপিইউ-নিয়ন্ত্রিত অনুশীলন কিন্তু বন্ধ হয়নি। অবশেষে বিএফআই ক্ষমতার কাছে, অর্থদাতার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং মার্কিং ভিত্তিক নির্বাচন বাতিল করে সাই নির্দেশিত ট্রায়ালের আয়োজন করতে বাধ্য হয়। সাই অবশ্য এখানেই থামেনি। অলিম্পিক বহির্ভূত ওজন বিভাগের বক্সারদের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব নিতেও অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত ৪৮-৫০ কেজি বিভাগে ভারতের ঐতিহ্যের কথা ভেবে মত বদলায়।

ট্রায়ালের শেষে মিশ্র ফলাফল দেখা গেল। প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ খেলোয়াড়, নিজেদের জায়গা ধরে রাখতে সমর্থ হলেন। তবে মহিলাদের ৫১ কেজিতে ইন্দ্রপতন ঘটল। সাক্ষী চৌধুরী সেমিফাইনালে নিখাত জ়ারিন ও ফাইনালে মীনাক্ষী হুডাকে হারিয়ে দিলেন! সাক্ষী দীর্ঘদিন বয়স ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিক ভালো খেলেছিলেন, উলানবাটোরে সোনা জিতেছেন। প্রতিভা নিয়ে সংশয় নেই। তাঁর জয় চমকপ্রদ কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয় বরং অপ্রত্যাশিত ভাবে পুরুষদের ৭০ কেজিতে নিশান্ত দেব ও হিতেশ গুলিয়াকে হারিয়ে দিলেন সুমিত কুণ্ডু! মার্কিং ভিত্তিক সিস্টেম বহাল থাকলে ভারতের সেরা দুই টেকনিক্যাল বক্সারের পরিবর্তে সুমিতের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ত কিনা সন্দেহ। ৫৫ কেজিতে আবার উত্থান হল নতুন তারকা জাদুমনি সিংহের। প্রসঙ্গত জাদুমনি এই বছরের শুরু থেকেই ৫৫ কেজিতে অংশগ্রহনের প্রতিশ্রুতি নিচ্ছিলেন। পুরোনো ট্রায়াল ভিত্তিক সিস্টেমে নির্বাচন হলেও, শিবির পরবর্তী ভারতীয়দের খেলায় মার্কিং ভিত্তিক নীবিড় অনুশীলনের প্রভাব পরিলক্ষিত হল।

কমনওয়েলথের বাউট বিশ্লেষণ করলে বেশকিছু ক্ষেত্রে উন্নতি স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। যেমন রক্ষণাত্মক খেলোয়াড় প্রীতি ও শচীন প্রতি-আক্রমনের প্রবণতা বৃদ্ধি। অতি-আক্রমত্মক জ্যাসমিনের অক্রমণ ও রক্ষণের সঠিক প্রয়োগে বাউট নিয়ন্ত্রণের দক্ষতায় উন্নতি; যে দুর্বলতা অতীতে তাঁকে বারবার ভুগিয়েছে। অরূন্ধতীর খেলায় সামগ্রিক উন্নতি। উলানবাটোর থেকে অরূন্ধতী ও অঙ্কুশের ধারাবারিক পদক জয় খুব আশাব্যাঞ্জক। প্রমীলাদের ৬৫ কেজিতে বর্তমানে প্রতিনিধিত্ব করছেন, ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে ভালো টেকনিক্যাল বক্সার পরভীন হুডা। তুল্যমূল্য লড়াইয়ে গ্লাসগোতে পদক হাতছাড়া হলেও, ৫৭ কেজি থেকে স্বাভাবিক ওজন বিভাগে আসা পরভীনের উপর এশিয়ান গেমসে নজর থাকবেই। জাদুমণি গ্লাসগোতে সমালোচকদের নজর কেড়েছেন। গ্লাসগোতে প্রিয়া ঘঙ্ঘাসের আগ্রাসী পারফর্মেন্সের পর নিঃসন্দেহে বলা যায়, ৬০ কেজিতে ভারতের দীর্ঘদিনের শূন্যতা শুধু পূরণ হয়নি; ভারত বিশ্বমঞ্চে পদকের দাবিদার পেয়ে গিয়েছে। তবে ৭০ কেজিতে পুরুষ মহিলা উভয় বিভাগেই দুশ্চিন্তা রয়ে গেল। সুমিতের হতশ্রী পারফর্মেন্স ট্রায়াল ভিত্তিক নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য। শেষ করি লাভলিনার কথা বলে। প্রত্যাশা বেশি বলেই সম্ভবতঃ লাভলিনার ব্যর্থতায় দুঃখ বেশি। লো হ্যান্ড ডাউন বা আপ কৌশলে প্রতিপক্ষকে আক্রমণের লোভ দেখিয়ে ফাঁদ পাতবেন। বিপক্ষ ঘুষি বাগালেই বেতস লতার মতো নমনীয় কোমর পিছিয়ে চকিতে জ্যাব। সঙ্গে কম্বিনেশন পাঞ্চ। লাভলিনার এই সহজাত ছন্দময় কৌশল নিয়মের যাঁতাকলে, ক্রমাগত ওজন বিভাগের রদবদলে, উপযুক্ত স্পারিং পার্টনারের অভাবে ক্রমশ হারিয়ে গেছে। পরিস্থিতি লাভলিনার অনুকূল নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতার গুরুত্ব অপরিসীম। আশা করা যায় গ্লাসগোর সমস্যা সমাধানের পথ তিনি এশিয়ান গেমসে খুঁজে বের করবেন।

কমনওয়েলথের ফলাফল ট্রায়াল ও মার্কিং ভিত্তিক নিয়মের সংমিশ্রণে উদ্ভূত এক হাইব্রিড সিস্টেমের সাফল্য। আসন্ন এশিয়ান গেমসে যার চূড়ান্ত পরীক্ষা। অগ্নিপরীক্ষা খেলোয়াড়, সিস্টেম, সংস্থা -ভারতীয় বক্সিং-এর প্রতিটি বিভাগের। আইচি-নাগোয়ার ফলাফল ভারতীয় বক্সিং-এর ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণ করবে।

প্রীতি পাওয়ার

শচীন সিওয়াচ

সাক্ষী চৌধুরী

বাঁয়ে হাত কা খেল...

মণিকা পারভিন

সম্প্রতি গলে অনুষ্ঠিত ভারতের ঐতিহাসিক ৬০০ তম টেস্ট ম্যাচে যে দুজন তরুণ তুর্কির নাম সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে তাঁরা হলেন দেবদত্ত পাডিক্কাল ও মানব সুথার। ভারতীয় টেস্ট দল এই মুহূর্তে যে ট্রানজিশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাতে পরবর্তী রোডম্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে এই দুই বাঁহাতি তরুণ ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে চলেছেন।

দেবদত্তের সেঞ্চুরির গুরুত্ব ঠিক কতটা সেটা বুঝতে একটি পরিসংখ্যানের দিকে তাকানো যাক। চেতেশ্বর পুজারা শেষ টেস্ট খেলেছিলেন ২০২৩ সালে, তারপর থেকে এই তিন নম্বর পজিশনে নাইটওয়াচমান ছাড়া এখনও পর্যন্ত মোট ১১ জন ব্যাটারকে ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউই এই পজিশনে থিতু হতে পারেননি। টেস্ট ক্রিকেটে ওয়ান ডাউন স্থানটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথা কঠিন স্থান হিসেবে দেখা হয়। অতীতে ভারতে দ্রাবিড়, পুজারার মতো কিংবদন্তিরা ও অন্য দেশে ব্র্যাডম্যান , পন্টিং, সাঙ্গাকারা, কালিস, উইলিয়ামসনরা এই গুরুদায়িত্ব সামলেছেন। পূজারা, রাহানে, বিরাটের অবসর গ্রহণের পর মিডল অর্ডারে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ করে একটি সেট ব্যাটিং লাইন আপ তৈরি করতে তাই এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে হচ্ছে। সাই সুদর্শনের চোটের কারণেই দেবদত্তের সামনে সুযোগ আসে আর তিনি সেই সুযোগকে দু'হাতে লুফে নিতে ভুল করেননি। পেসের বিরুদ্ধে তিনি বরাবরই একটু বেশি সাবলীল ছিলেন। কিন্তু শ্রীলঙ্কার ঘূর্ণি পিচে প্রবাথ জয়সুরিয়ার মতো স্পিনারকে বিরুদ্ধে তিনি যেভাবে পায়ের মুভমেন্টের পরিবর্তন করে খেলেছেন, সেটা সঞ্জয় মঞ্জেরেকারের মতো ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদেরও প্রশংসা কুড়িয়েছে। তার সবথেকে বড় সামর্থ্যের জায়গা হল লেংথ পিক করার ক্ষমতা। ক্রিজের ব্যবহার করে তিনি যত বলের কাছে গিয়ে শট খেলবার চেষ্টা করেছেন, তাঁর ব্যাটিং ততো দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি ঘরোয়া ক্রিকেট ও আইপিএল-এও আমরা যেভাবে তাঁর আত্মবিশ্বাসী ব্যাটিং দেখেছি, তার প্রতিফলন দেখা গেল গলেও। দেবদত্ত নিজেই একটি ইন্টারভিউতে জানিয়েছেন, টি২০ থেকে টেস্টে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি নিজের টেকনিকে ছোট ছোট কিছু পরিবর্তন করেন। তিনি জানিয়েছেন - 'লাল বলের ক্রিকেটে আমি বলের আরও কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য আমার হাঁটু দুটিকে সামান্য বেশি বাঁকিয়ে দি, যাতে নিজেকে পিচের কিছুটা নীচে নামিয়ে আনা যায়।' খেলায় এই সামান্য পরিবর্তনগুলোই গুলিই মাঠে বিশাল পার্থক্য গড়ে দেয়। দেবদত্তের মতো লম্বা ব্যাটারদের ক্ষেত্রে সেন্টার অফ গ্রাভিটি কিছুটা নীচে নামিয়ে আনলে বলের লাইনের একদম কাছাকাছি গিয়ে নিখুঁতভাবে ডিফেন্স বা ড্রাইভ করা তুলনামূলকভাবে সহজ হয়। যার সার্থক প্রয়োগ তাঁকে করতে দেখা গেল প্রথম টেস্টে। আবার, তাঁর দশটি ফার্স্ট ক্লাস সেঞ্চুরির মধ্যে ছয়টিই ১৫০+ রানের। তাই তাঁর এই ১৬৭ রানের দানবীয় ইনিংসটিও আমাদের খুব একটা অবাক করে না। স্লিপ ফিল্ডার হিসেবেও তাঁর রেকর্ড ঈর্ষণীয়। ফলে স্লিপ কর্ডনেও দেবদত্ত একজন দীর্ঘস্থায়ী সদস্য হতে পারেন। সাই সুদর্শন চোট থেকে ফিরলে ম্যানেজমেন্টের জন্য তিন নম্বরে কে খেলবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া ইতিমধ্যেই কঠিন করে ফেলেছেন দেবদত্ত, পরবর্তী টেস্টে সেই দুশ্চিন্তাকে কমিয়ে নিজের পক্ষে আনার আরও একটি সুযোগ তিনি পাচ্ছেন। আশা করা যায় যে সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করবেন ।

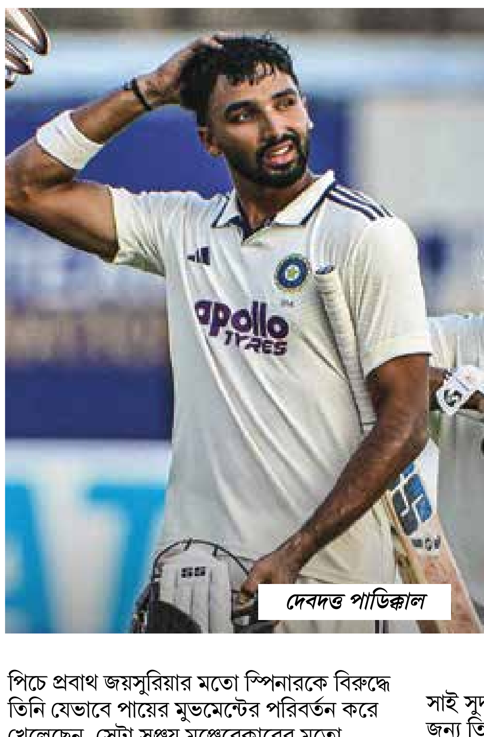
দেবদত্ত পাডিক্কাল

আরেক যে বাঁহাতি খেলোয়াড় কথা না বললেই নয়, তিনি বলেন মানব সুথার। নিজের ক্যারিয়ারের মাত্র দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নেমে নিজের ঘূর্ণির জাদুতে লঙ্কার ব্যাটিং লাইন-আপকে একাই পরাস্ত করেছেন এই ২৪ বছর বয়সী স্পিনার। সেইসঙ্গে কনিষ্ঠতম ভারতীয় হিসেবে বিদেশে মাটিতে ১০ উইকেট নেওয়ার অনন্য কীর্তিও গড়েছেন। গলের উইকেট দ্বিতীয় ইনিংসে কিছুটা মন্থর হয়ে আসছিল। তবু একাগ্রতার সঙ্গে তিনি যেভাবে এক জায়গায় বল পিচ করে গেছেন, সেটা সত্যিই প্রশংসনীয়। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'ছোটবেলা থেকেই প্রতিদিন প্রায় ৩০-৩৫ ওভার এক জায়গায় টানা বোলিং করতাম।' এই কঠোর পরিশ্রমের ফল তাঁর অসামান্য নিয়ন্ত্রণ। আধুনিক টি-২০-র যুগে অধিকাংশ স্পিনাররা যেখানে উইকেট টু উইকেট জোরে বল করতে পছন্দ করেন সেখানে সুতার প্রথাগত ঘরানায় বাতাসে বল ভাসিয়ে ব্যাটারকে পরাস্ত করেন। তাঁর উচ্চতা তাকে খানিক অতিরিক্ত বাউন্স পেতেও সাহায্য করে। বর্তমান সময়ের লেফট আর্ম স্পিনাররা সাধারণত বোলিং করেন আম্পায়ারের থেকে কিছুটা দূরে। কিন্তু সুতার রাউন্ড দি উইকেট থেকে এসে আম্পায়ারের খুব কাছাকাছি অঞ্চল থেকে বোলিং করেন। ফলে, ব্যাটার যেখানে বল আসবে বলে আশা করেন তার থেকেও কিছুটা বাঁ দিকে বলটা পিচ করে। ফলে, বল কিছুটা ব্যাটারের ব্লাইন্ড জোনের মধ্যে পড়ে যায়। আর তিনি বলটাকে যেভাবে টার্ন করেন তাতে সিম পজিশনে সবসময় থার্ড ম্যানের দিকে থাকে। যেইসমস্ত বোলার বল এইভাবে টার্ন করান, তাঁদের বল অর্ধেক সিমে পড়ে ও অর্ধেক লেদারে পড়ে, ফলে ব্যাটারদের মধ্যে আরও বেশি সংশয়ের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও সুথারের বোলিং-এর আসল জাদু হল ড্রিফট করবার ক্ষমতা। চমৎকার রিস্ট পজিশন এবং ওভার স্পিনের কারণে বল পিচে দ্রুত ড্রপ করে। আর বল ছাড়ার পর বাতাসের সাহায্যে বাটারের দিকে বেঁকে আসে। এই দুইয়ের মিশ্রণে ব্যাটার বলের লাইন পৌঁছনোর আগেই বোল্ড বা ক্যাচ আউট হন। এছাড়া নিখুঁত লাইন ও লেংথ-এ বল করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি নির্দিষ্ট গতিও বজায় রাখেন। যার ফলে , ব্যাটারদের কাছে শট নির্বাচনের জন্য খুব বেশি সময় উপলব্ধ থাকে না। বিশেষত, উপমহাদেশের পিচে যেখানে বল পিচে পড়ার পর আপন মর্জিমতো চলে। জাদেজার সঙ্গে সুতারের টেকনিকের কিছু পার্থক্য রয়েছে। জাদেজা যেখানে সাইড স্পিনের ওপর বেশি ভরসা রাখেন, সেখানে সুতারের মূল অস্ত্র টপ স্পিন। তাই নতুন বলেও সুতার অনেক বেশি সুবিধে পায়। ভারতের অধিনায়ক গিলও তাই তাঁকে নতুন বলে বেশ ভালোভাবেই ব্যবহার করেছেন। অশ্বিনের অবসরের পর জাদেজা যখন তাঁর ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে পৌঁছেছেন, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে স্পিন বোলিংয়ে দায়িত্ব সামলানোর জন্য মানব সুতারের মতো সম্ভাবনাময় তরুণের এহেন পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে ভরসা যোগায়। এখন বিশেষজ্ঞদের যাবতীয় বিশ্লেষণ, প্রত্যাশা ও নিজের প্রতিভার প্রতি এই দুই বাঁহাতি ক্রিকেটার কতটা ন্যায় করতে পারেন সে প্রশ্ন সময়ের কাছেই তোলা থাকল।

মানব সুথার

গিলদের নজরে সিরিজ, মননে ডব্লিউটিসি ফাইনাল

লঙ্কাকাণ্ডে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ২২ অগাস্ট : বুঝলে সেলুকাস, কী বিচিত্র এ দেশ! দিনেরবেলা প্রবল গরম। আর্দ্রতার কারণে হাঁসফাঁস অবস্থা। সন্ধ্যা নামলেই গরম কমে যাচ্ছে। বদলে ভারত মহাসাগরের হাওয়ায় মন ভালো হয়ে যাচ্ছে।

শনিবারের কলম্বোর মজাই আলাদা। ছুটির দিন। পথঘাটে যানবাহনও সপ্তাহের বাকি দিনের তুলনায় বেশ কম। গল ফেস রোডের ধারে ভ্রমণপিপাসুদের থিকথিকে ভিড়। উদ্দেশ্য, ভারত মহাসাগরের নিরন্তর ভাঙাগড়ার খেলা উপভোগ করা।

সকাল দশটার সামান্য পরে এসএসসি ক্রিকেট মাঠে প্রবেশ করলে কলম্বোর বাকি শহরের মানসিকতার সঙ্গে গুলিয়ে যাবে সবকিছু। কোথায় ছুটির আমেজ? কোথায় ভ্রমণের মানসিকতা? বদলে রয়েছে আগামীর প্রস্তুতি। এসএসসি স্টেডিয়ামে আজ সকালে ছিল শ্রীলঙ্কার অনুশীলন। চলতি সিরিজে বারবার শ্রীলঙ্কা রুদ্ধদ্বার অনুশীলনের পথে হেঁটে চলে যাচ্ছে। আজ রুদ্ধদ্বার অনুশীলন ছিল না ধনঞ্জয় ডি সিলভাদের। সকালের ঘণ্টা তিনেকের অনুশীলনের নির্যাস হিসেবে সামনে আসছে দলে একাধিক বদল করে নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া হয়ে উঠেছে শ্রীলঙ্কা। কিন্তু বাস্তবে কি সেটা সম্ভব? শ্রীলঙ্কার সাংবাদিকদের অনেকেই বিশ্বাস করেন, ধনঞ্জয়রা ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন। যার মূল কারণ হিসেবে সামনে আসছে জোড়া তথ্য। এক, লাহিরু উদারার সঙ্গে আগামীকাল ইনিংস ওপেন করতে চলেছেন কামিল মিশারা। টেস্ট অভিষেক হওয়ার আগেই মিশারাকে নিয়ে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের অন্দরে তৈরি হয়েছে বিশাল প্রত্যাশা। দুই, এসএসসি-র শুকনো, স্পিন সহায়ক বাইশ গজে প্রভাত জয়সূর্যদের ম্যাজিকের অপেক্ষা। দুপুর একটা নাগাদ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক ধনঞ্জয় স্বীকার করে নিয়েছেন মিশারার টেস্ট অভিষেকের কথা। সঙ্গে জানিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের ব্যাটিংয়ে দ্রুত উন্নতি করতে চান। ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর পরিকল্পনাও রয়েছে।

বিপক্ষ শিবির নিয়ে একেবারেই বেশি ভাবতে রাজি নয় টিম ইন্ডিয়া। দুপুরের ঐচ্ছিক অনুশীলনে অধিনায়ক শুভমান গিল, সহ অধিনায়ক লোকেশ রাহুলরা হাজির হয়েছিলেন। তাঁরা যতটা সময় অনুশীলন করলেন, তার চেয়ে বেশি সময় তাঁরা ব্যস্ত রইলেন পিচ নিয়ে। কুলদীপ যাদব আজও ভারতীয় দলের অনুশীলনে ছিলেন না। তবে সারাংশ জৈন ছিলেন। নেটে বেশ কিছুটা সময় বোলিং করেছেন তিনি। ব্যাটিংও করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। পরে কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আলাদাভাবে অন্তত দশ মিনিট কথা বলেছেন তিনি। মনে করা হচ্ছে, কুলদীপের বদলে মধ্যপ্রদেশের সারাংশের টেস্ট অভিষেক হওয়া সময়ের অপেক্ষা। ভারতীয় দলের অন্দরে একটি সূত্র অবশ্য উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে আজ জানিয়েছেন, কুলদীপকে একটা শেষ সুযোগ দেওয়া হলেও হতে পারে। তবে সম্ভাবনা অবশ্যই ক্ষীণ।

শ্রীলঙ্কা বনাম ভারত
দ্বিতীয় টেস্ট আজ
সময় : সকাল ১০টা,
স্থান : কলম্বো এসএসসি
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

সকাল থেকেই চড়া রোদের কারণে এসএসসি মাঠের বাইশ গজ চটে ঢাকা ছিল। সামান্য জলও দেওয়া হয়েছে পিচে। গতকালের তুলনায় ঘাসের উপস্থিতি কমেছে এসএসসি মাঠের বাইশ গজে। রবিবার থেকে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় টেস্টের প্রতিদিনই বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বৃষ্টির বিশাল প্রভাব হয়তো ম্যাচে পড়বে না বলেই জানাচ্ছেন স্থানীয় মাঠকর্মীরা। বৃষ্টির সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হলেও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট এমন সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। বলা হচ্ছে, এসএসসি মাঠের কাছেই থাকা এমসিসি মাঠে অনুশীলন ম্যাচের সময়ও বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। কিন্তু হয়নি তেমন বৃষ্টি। বরং টিম ইন্ডিয়ার মননে এখন রয়েছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের ভাবনাও। পরিসংখ্যান ও তথ্য বলছে, শ্রীলঙ্কাকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজ জিততে পারলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে পাঁচ থেকে চার নম্বরে উঠে আসবে ভারত। গম্ভীর-শুভমানদের মননে এখন থেকেই সেই ভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া গল টেস্টে দেবদত্ত পাডিক্কাল, মানব সুথারদের পারফরমেন্স ভারতীয় দলকে ইতিমধ্যেই মানসিকভাবে চাঙ্গা করে দিয়েছে। আগামীর আত্মবিশ্বাসও দিয়েছে।

সঙ্গে শ্রীলঙ্কার হয়ে গলের মাঠে প্রথম টেস্টে শতরান করা সোনাল দিনুশাকে নিয়েও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট পরিকল্পনা করে ফেলেছে বলে খবর। নিরোশান ডিকওয়েলাও কাঁটা হতে পারেন ভারতীয় দলের জন্য। কিন্তু গল টেস্টে 'আইপিএল খেলার টোপ' দিয়ে যেভাবে যশস্বী জয়সওয়াল ব্রেন ফেড করেছিলেন ডিকওয়েলার, তা নিয়ে এখনও আলোচনা রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে।

সবমিলিয়ে সিরিজ জয়ের দিকে নজরের পাশাপাশি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের বাজনাও বাজতে শুরু করেছে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে।

ব্যাটিং অনুশীলনে অধিনায়ক শুভমান গিল। কলম্বোর এসএসসি-তে।

ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাকের সঙ্গে আলোচনায় সরফরাজ খান। কলম্বোয় শনিবার।

> স্পষ্ট বলছি, র‍্যাংকিং নিয়ে আমি কোনওদিনও ভাবিনি। পারফর্ম করতে পারলে র‍্যাংকিং ঠিক থাকবে। আর হ্যাঁ, আমরা টেস্টে কোনও কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি না। ইংল্যান্ড সিরিজের পর থেকে আমরা ভালো ক্রিকেটই খেলছি।
>
> -গৌতম গম্ভীর

সাংবাদিক সম্মেলনে গম্ভীর বিস্ফোরণ

'ভিউ-লাইক নিয়ে ভাবি না, ট্রফি জেতাই কাজ'

লঙ্কাকাণ্ডে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ২২ অগাস্ট : তিনি কথা বলেন খুব দ্রুত। ঝড়ের গতিতে। আর কথা বলার সময় প্রায় চোখ পিটপিট করেন।

ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের সাংবাদিক সম্মেলন মানেই কিছু অপ্রিয় প্রশ্নের উপস্থিতি। আর প্রতিটা প্রশ্নের সামনেই স্টেপআউট করতে পছন্দ করেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ। নিজের ক্রিকেট জীবনে ঠিক যেভাবে বোলারদের উপর চড়াও হতেন, আজও সেভাবেই এসএসসি স্টেডিয়ামের প্রেস কনফারেন্স হলে বারবার ছক্কা হাঁকালেন জিজি (ভারতীয় ক্রিকেটে গম্ভীরের ডাকনাম)।

বাইরের দুনিয়ায় কে কী বলল, কেন বলল এই সব নিয়ে কখনোই ভাবেন না টিম ইন্ডিয়ার কোচ। কিন্তু জানেন প্রতিটা বিষয়। তিনি টিম ইন্ডিয়ার কোচ হওয়ার পর ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে লজ্জার অধ্যায় তৈরি হয়েছে। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় ডুবেছে ভারতীয় ক্রিকেট। যা নিয়ে সমালোচনা এখনও চলছে। গল টেস্টে জয়ের পর হয়তো সাময়িকভাবে কিছুটা কমেছে সমালোচনার প্রবণতা। রবিবার থেকে শুরু হতে চলা এসএসসি টেস্টে খারাপ ফল মানেই ফের শুরু হতে পারে সমালোচনার কাড়ানাকাড়া।

বাস্তব সম্পর্কে বরাবরই সচেতন এই সব বিষয়কে পাত্তা না দিয়েই শনিবার দুপুরের সাংবাদিক সম্মেলনে নিজের ভাবনার কথা জানিয়েছেন। বলেছেন, 'সমালোচনার কথা বলছেন আপনারা। ওই সব নিয়ে আমি ভাবি না। আমার কাজ হল দলকে ট্রফি জেতানো। বাকি বিষয় নিয়ে আমি কেন ভাবব। ভিউ-লাইক নিয়ে কোনও ভাবনা আমার নেই।' কোচ হিসেবে তিনি তাঁর দলকে কোন পথে নিয়ে যেতে চান, তার জবাবও আজ দিয়েছেন গুরু গম্ভীর। ভারতীয় দলের কোচের কথায়, 'আমাদের দলের জন্য কোন সিদ্ধান্তটা গুরুত্বপূর্ণ, কোন পথে এগিয়ে গেলে দলের ভালো হবে, সেইসব বিষয় নিয়ে আমি ভাবি।' শ্রীলঙ্কা সফরের শুরু থেকে পিচের ধারে কোচ গম্ভীর ও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের আলোচনা ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। নিয়ম করে দীর্ঘসময় ধরে তাঁরা কী আলোচনা করেন? এমন প্রশ্নও আজ ছিল গম্ভীরের জন্য। চওড়া হাসি ও ভরপুর আত্মবিশ্বাস নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার কোচ বলেছেন, 'দল পরিচালনা, প্রথম একাদশ তৈরি নিয়ে আমাদের মধ্যে কী কথা হচ্ছে, সেটা এভাবে বলা যায় নাকি। কিছু বিষয় গোপন থাকাই ভালো।'

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে পৌঁছানো এখনও সম্ভব ভারতীয় দলের পক্ষে। কিন্তু তার জন্য শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজের পাশে নভেম্বরের নিউজিল্যান্ড ও জানুয়ারি মাসে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজও জিততে হবে। তবেই বদল হবে ডব্লিউটিসি র‍্যাংকিংয়ে। গম্ভীর অবশ্য র‍্যাংকিং নিয়ে ভাবতেই রাজি নন। শেষ কয়েক মাসে টিম ইন্ডিয়া টেস্টে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এই কথাও মানছেন না তিনি। তাঁর কথায়, 'স্পষ্ট বলছি, র‍্যাংকিং নিয়ে আমি কোনওদিনও ভাবিনি। পারফর্ম করতে পারলে র‍্যাংকিং ঠিক থাকবে। আর হ্যাঁ, আমরা টেস্টে কোনও কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি না। ইংল্যান্ড সিরিজের পর থেকে আমরা ভালো ক্রিকেটই খেলছি।'

গল টেস্টে সুযোগ পেয়েও হতাশ করেছিলেন কুলদীপ যাদব। আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা এসএসসি টেস্টে কুলদীপের বদলে অফস্পিনার সারাংশ জৈনের টেস্ট অভিষেকের প্রবল সম্ভাবনা। কুলদীপের সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে? কেন কুলদীপ ব্যর্থ হলেন? এমন প্রশ্নের জবাবে গম্ভীর কুলদীপের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বলেছেন, 'কুলদীপ ভালো বোলার। কিন্তু অনেক সময় টেস্ট জয়ের জন্য পাঁচ বোলার নিয়ে খেলতে হয়। একজন বোলার হয়তো তুলনায় কম বোলিংয়ের সুযোগ পায়। কুলদীপের কোনও সমস্যা রয়েছে বলে মনে হয় না। আসল কথা হল, ব্যাটাররা যতই রান করুক না কেন, টেস্ট জিততে হলে কুড়ি উইকেট প্রয়োজন। আর সেটা বোলারদেরই নিতে হবে।'

গম্ভীর বরাবরই তিন টেস্টের সিরিজের পূজারী। আগেও ভারতীয় দলের কোচ এই কথা বলেছেন। আজও তাঁর মুখে ফের একই কথা শোনা গিয়েছে। পাশাপাশি গল টেস্টের দুই নায়ক মানব সুথার ও দেবদত্ত পাডিক্কালকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন গুরু গম্ভীর।

সারাংশ জৈনের রবিবার টেস্ট অভিষেক হতে পারে বলে জল্পনা চলছে। শনিবার তাঁকে দেখা গেল কোচ গৌতম গম্ভীরের পরামর্শ নিতে।

কুইন সুলিভানের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন লিওনেল মেসি।

চড় মারায় জরিমানা মেসির

চেস্টার, ২২ অগাস্ট : ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের মিডফিল্ডার কুইন সুলিভানের ঘাড়ে চড় মারার জন্য জরিমানার মুখে পড়লেন ইন্টার মায়ামির লিওনেল মেসি। গত বৃহস্পতিবার মেজর লিগ সকারের ম্যাচে ইন্টার মায়ামি ২-২ গোলে ড্র করেছিল ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। মেসি গোল করলেও দলকে জেতাতে পারেননি। এবার জরিমানার মুখে পড়লেন তিনি। মেজর লিগ সকার কর্তৃপক্ষ শুক্রবার এক বিবৃতিতে এই কথা জানিয়েছে। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে সুলিভানের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে যান মেসি। দুইজনে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে ধাক্কাধাক্কিও করেন। এরপরই সুলিভানের ঘাড়ে চড় মারেন মেসি। রেফারি সেই সময় কিছুটা দূরে থাকলেও দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। জরিমানা করা হলেও টাকার পরিমাণ প্রকাশ্যে আনেনি এমএলএস কর্তৃপক্ষ।

গোল দিয়ে শুরু রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ২২ অগাস্ট : ক্লাব কেরিয়ারের ২৫তম মরশুম গোল দিয়ে শুরু করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে শুক্রবার আল নাসের ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে আল রিয়াধকে। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসেবে নেমে রোনাল্ডো স্কোরশিটে নাম তোলেন। তার আগে নাসেরের বাকি গোলগুলি করেন আব্দুল্লেহা আল-আমরি, অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল ও জোয়াও ফেলিক্স। বিশ্বকাপে বিদায় এবং বিয়ের পর এটিই ছিল রোনাল্ডোর প্রথম ম্যাচ। এদিনের পর তাঁর মোট গোল সংখ্যা দাঁড়াল ৯৭৭। সৌদির ক্লাবের হয়ে এটি রোনাল্ডোর ১৩০তম গোল। কিছুদিন আগেই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এই মরশুম খেলেই হয়তো অবসর নেবেন। তার আগে ১০০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শের দিকে কিছুটা এগিয়ে গেলেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

'ভারতই ফেভারিট, কিন্তু অপরাজেয় নয়'

লঙ্কাকাণ্ডে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ২২ অগাস্ট : সরাসরি ক্রিকেটের মূলস্রোতে তিনি নেই। আবার রয়েছেনও। নিজের ক্রিকেট অ্যাকাডেমি রয়েছে। সেখানে আগামীর প্রতিভা তুলে আনার জন্য অনেকদিনই কাজ করছেন চামিন্ডা ভাস।

মাস ছয়েক আগে যখন টি২০ বিশ্বকাপে ভারত বনাম পাকিস্তানের ম্যাচ কভার করতে কলম্বো এসেছিলাম, তখনও উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে আলাদাভাবে সময় দিয়েছিলেন চামিন্ডা। আজ সকালে কলম্বোর এসএসসি ক্রিকেট মাঠে শ্রীলঙ্কা দলের অনুশীলনের সময় হাজির হওয়ার পর আচমকাই দেখা হয়ে গেল চামিন্ডার সঙ্গে। এসএসসি ক্রিকেট মাঠের সঙ্গেই রয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সদর দপ্তর। সেখানেই ব্যক্তিগত কোনও কাজে এসেছিলেন শ্রীলঙ্কার সর্বকালের অন্যতম সেরা বাঁহাতি পেসার। অনুরোধ করতেই রাজি হয়ে গেলেন সাক্ষাৎকার দিতে। জানিয়ে দিলেন, রবিবার থেকে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় টেস্টে শুভমান গিলের ভারতই ফেভারিট। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ভারতকে থামানো সম্ভব নয়। আর শ্রীলঙ্কাতেও প্রতিভার কোনও অভাব নেই।

ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা সিরিজ

গলে প্রথম ম্যাচটা দুর্দান্ত হয়েছে। টিম ইন্ডিয়াকে টেস্ট জয়ের অভিনন্দন। আশা করব, দ্বিতীয় টেস্টও আকর্ষণীয় হবে।

সিরিজের ফেভারিট

অবশ্যই ভারত। ওদের দলে প্রচুর ম্যাচ উইনার রয়েছে। দুর্দান্ত সব ক্রিকেটার। যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, টিম ইন্ডিয়া শক্তিশালী দল হলেও ওদের হারানো সম্ভব। ভারত অপরাজেয় নয়। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে প্রতিভারও অভাব নেই। শুধু সঠিক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নিজেদের প্রয়োগ করতে হবে। বর্তমান কোচ গ্যারি কার্স্টেন দলকে সাফল্যের দিশা দিতে পারবে বলেই মনে হয়।

স্পিন বনাম স্পিনের যুদ্ধ

বরাবরই তো তাই হয়ে এসেছে। অতীতে যখন আমরা ভারতের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কা হোক বা ভারত, যেখানেই খেলতাম, স্পিন এক্স ফ্যাক্টর হিসেবে হাজির থাকত। উপমহাদেশের পিচে টেস্টের শুরুতে জোরে বোলাররা সাহায্য পেলেও তিন-চারদিন থেকে টেস্ট স্পিনারদের দখলেই চলে যায়।

কুলদীপ যাদবের অফ ফর্ম

দেখুন কুলদীপকে নিয়ে ভারতীয় দলের অন্দরে কী চলছে, জানি না। একজন প্রাক্তন ক্রিকেটার হিসেবে বলতে পারি, সবারই কেরিয়ারে খারাপ সময় আসে। হয়তো কুলদীপও তেমনই খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

পরিকাঠামোর কী সমস্যা

শ্রীলঙ্কা বোর্ডের কাছে আগে অনেকবার অনুরোধ করেছি, আজ আবারও বলছি দেশের লাল বলের ক্রিকেট তিনের বদলে চার দিনের করা হোক। তার ফলে অন্তত বর্তমান দলের ক্রিকেটারদের টেম্পারামেন্ট বদলাবে। আপনাদের দেশের লাল বলের ঘরোয়া ক্রিকেট তো চারদিনের হয় বলেই জানি।

সারাংশ জৈনের অভিষেক

ঠিক জানি না বিষয়টা। শুনেছি ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে সারাংশ সফল বোলার। যদি আগামীকাল টেস্ট অভিষেক হয়, তাহলে ওর বোলিংয়ের দিকেও নজর থাকবে।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের দুর্দিন

ঠিক কথা। আমাদের ক্রিকেটে খারাপ সময় চলছে। বহুদিন ধরেই আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য নেই। জানি না কবে ছবিটা বদলাবে। তবে স্পষ্ট বলছি, আমাদের দেশে প্রতিভার কোনও অভাব নেই। সমস্যা রয়েছে পরিকাঠামো নিয়ে।

একান্ত সাক্ষাৎকারে চামিন্ডা ভাস

দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধের ভাবনা আইসিসি-র

এমন হলে তো টেস্ট ক্রিকেট ধ্বংস হয়ে যাবে। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ায় টেস্টের সময় মাঠে দর্শক হলেও উপমহাদেশে হয় না। জানি না আইসিসি কেন এমন ভাবছে। হয়তো সাদা বলের ক্রিকেটকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে এমন ভাবনা। কিন্তু তাতে লাভ কী? এভাবে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বা টেস্ট সিরিজ বন্ধ করলে লাল বলের ক্রিকেটটাই তো শেষ হয়ে যাবে।

জবাবে শরিফুলের হাফডজন

স্টার্কের ধাক্কায় ৬৪ রানেই শেষ বাংলাদেশ

মাত্র ২২ বলে শনিবার পাঁচ উইকেট তুলে নেন মিচেল স্টার্ক।

ম্যাকে, ২২ অগাস্ট : ডারউইনে প্রথম টেস্টে হারের প্রত্যাঘাত।

দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনেই বাংলাদেশ ব্যাটারদের আকাশ থেকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনলেন মিচেল স্টার্ক। ১০ ওভারে ১২ রান দিয়ে হাফ ডজন উইকেট! একসময় ২২ বলের স্পেলে অর্ধেক বাংলাদেশি ব্যাটারকে সাজঘরের রাস্তা দেখান। ম্যাকের 'গ্রেট বেরিয়ার রিফ অ্যারেনা'য় স্টার্কের যে 'বাঁয়ে হাত কা খেল'-এ নিজেদের চতুর্থ সর্বনিম্ন ৬৪ রানে প্রথম ইনিংসে গুটিয়ে যায় টাইগাররা।

টপসিক্সের কেউই দুই অঙ্কের স্কোরে পা রাখতে পারেননি। সাদমান ইসলাম, তানজিদ হাসান, অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত, লিটন দাসরা রানের খাতা খুলতে ব্যর্থ! সর্বোচ্চ ১৪ রান আসে এগারো নম্বর ব্যাটার শরিফুল ইসলামের ব্যাট থেকে! স্টার্কের (১২/৬) স্বপ্নের বোলিং পারফরমেন্সের পাশে তিন উইকেট নেন প্যাট কামিন্স।

জবাবে দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ১৬৫/৮। স্টার্কের পালটা জবাবে অজিদের পরীক্ষার মুখে দাঁড় করান বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার শরিফুল ইসলামও (৩৫/৬)। চোটের জন্য ডারউইনের ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ে শামিল হতে পারেননি। আক্ষেপ সুদে-আসলে মেটালেন এদিন। ঝোলায় ট্রাভিস হেড (২২), মার্নাস লাবুশেন (৪), স্টিভেন স্মিথ (৪২), বিউ ওয়েবস্টার (০), প্যাট কামিন্স (০) ও মিচেল স্টার্ক (১)। এরমধ্যে ডিআরএস নিয়ে বিতর্ক তৈরি করে আম্পায়ারদের রোষের মুখে পড়েন স্মিথ।

শরিফুলের দুরন্ত বোলিংয়ের পরেও ১০১ রানে এগিয়ে চালকের আসনে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম টেস্টে শতরানকারী ক্যামেরন গ্রিন ৫১ রানে অপরাজিত। সঙ্গী নাথান লায়োন (১০)। দিনের নায়ক একান্তভাবেই স্টার্ক। ডেল স্টেইনকে (৪৩৯) অতিক্রম করে সর্বাধিক টেস্ট উইকেটের তালিকায় সেরা দশে ঢুকে পড়েছেন। হাফডজন উইকেটের শুরুটা ম্যাচের প্রথম বলে। এই নিয়ে চতুর্থবার ম্যাচের প্রথম বলে উইকেট নিলেন স্টার্ক। টেস্ট ইতিহাসে যে নজির নেই দ্বিতীয় কোনও বোলারের।

সভাপতির দৌড়ে লিয়েন্ডার

পুনে, ২২ অগাস্ট : সর্বভারতীয় টেনিস সংস্থার (এআইটিএ) সভাপতি পদের দৌড়ে নামতে চলেছেন লিয়েন্ডার পেজ। অলিম্পিক পদকজয়ী তথা একঝাঁক গ্র্যান্ডস্লাম জয়ী লিয়েন্ডার বর্তমানে বাংলা টেনিস সংস্থার (বিটিএ) সর্বোচ্চ পদে আসীন। এবার লক্ষ্য দেশের সর্বোচ্চ টেনিস সংস্থা। আর সম্ভাবনা উসকে দিয়ে 'স্পোর্টসপার্সন অফ আউটস্ট্যান্ডিং মেরিট' (এসওএম)-এর জন্য আবেদন করছেন টেনিস কিংবদন্তি।

এআইটিএ-র অন্তর্বর্তীকালীন এগজিকিউটিভ কমিটির সহ সভাপতি হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'লিয়েন্ডার ইতিমধ্যেই আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ওর আবেদন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করছি আমরা। ও একমাত্র টেনিস প্লেয়ার যে টায়ার ১-এর যোগ্য।' অন্তর্বর্তী সভাপতি চিন্তন পারিখ বলেছেন, 'আমরা চাইছি প্লেয়াররা কোনও হস্তক্ষেপ ছাড়াই নির্বাচনে নমিনেশন দাখিল করুক।'

দিল্লি হাইকোর্ট সেপ্টেম্বরের মধ্যে এআইটিএ-র নির্বাচনের নির্দেশ দেয়। যদিও বর্তমান পরিস্থিতিতে নভেম্বর হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। গত ১৫ অগাস্ট প্লেয়ারদের আবেদনের জন্য এআইটিএ-র তরফে ৬০ দিনের সময়সীমা (১৫ অক্টোবর) বেঁধে দেয়। সেই সময়সীমা পেরোনোর পর নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হবে।

যুবভারতীতে ব্রাজিল ম্যাচে দর্শকাসন বাড়ানোর ভাবনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : ব্রাজিলের হয়ে প্রীতি ম্যাচ খেলতে পূর্ণশক্তির দলই আনতে চলেছেন কার্লো আন্সেলোত্তি। আর তাতেই রক্তচাপ বাড়ছে আয়োজক অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও এই রাজ্যের সরকারের। ম্যাচ নিয়ে উন্মাদনা সামাল দিতে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে গ্যালারিতে দর্শকাসন বাড়ানোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে বলে খবর।

এখন ৬৭ হাজার মানুষের বসার ব্যবস্থা আছে। যার মধ্যে ৬২-৬৩ হাজার টিকিট বিক্রি করা হয় ম্যাচ অনুযায়ী। কারণ উপরের একটা গ্যালারি বন্ধ থাকে। দুই দলের সমর্থকরা যাতে ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়েন তার জন্য মাঝে বাফার জোনও থাকে। কিন্তু সেই সব না রাখার ভাবনা এই ম্যাচে।

নতুন করে সিট বসানোর কাজ শুরু হচ্ছে। যা খবর তাতে ৭৭ হাজার দর্শক ওই খেলা দেখতে পারবেন। টিকিটের দাম শুনলে অবশ্য ভিরমি খেতে পারেন আমজনতা। তবে দর্শক স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখা হবে। যা নিয়ে সবথেকে বেশি ক্ষোভ থাকে যুবভারতীতে সেই জলের ব্যবস্থা থাকবে। বোতল নয়, কাগজের গ্লাসে দেওয়া হবে জল। যার মধ্যে প্রথম গ্লাস বিনা পয়সায় পেলেও পরেরটা থেকেই কিনে খেতে হবে। সবথেকে কম দামি টিকিট ছাড়া বাকিরা সঙ্গে খাওয়ার প্যাকেট পাবেন। শোনা যাচ্ছে সবথেকে কম দামি টিকিট সাড়ে সাত হাজার ও সবথেকে বেশি সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার টিকিট থাকতে পারে। টিকিটের দাম অনুযায়ী খাবারের প্যাকেট হওয়ার সম্ভাবনা। এই ম্যাচের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সাহায্যও নেওয়া হতে পারে বলে খবর।

ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে যুবভারতীর দুটো ট্রেনিং গ্রাউন্ড ও রাজারহাটে সেন্টার ফর এক্সেলেন্সের মাঠগুলোর কাজ। ডুরান্ড শুরু হলে হাত দেওয়া হবে যুবভারতীর ঘাসেও। সবমিলিয়ে প্রস্তুতি এখন জোরকদমে ব্রাজিল ম্যাচের।

কেন টেস্ট খেলছে, তোপ রামিজের

লাহোর, ২২ অগাস্ট : লিডস টেস্টে বিপর্যয়ের জেরে সমালোচনার ঝড় বইছে পাকিস্তান ক্রিকেটমহলে। তোপের মুখে ইনিংসে হারা সলমান আলি আঘার নেতৃত্বাধীন দল। প্রাক্তন অধিনায়ক তথা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান রামিজ রাজা কটাক্ষের সুরে বলেও দিলেন, দল টেস্ট খেলার উপযুক্ত নয়।

ইংল্যান্ডের ৪০৯ রানের জবাবে দুই ইনিংসে পাকিস্তানের স্কোর ১৭১ ও ১৩৫। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮৬ ওভারও স্থায়ী হয়নি ব্যাটিং। লজ্জাজনক যে পারফরমেন্স নিয়ে পর্যালোচনায় রামিজ চাঁচাছোলা ভাষায় বলেছেন, 'দলের মূল স্তম্ভ হল সমর্থকরা। কিন্তু এইরকম পারফরমেন্সের পর কেউ দলের হয়ে গলা ফাটাবে! গত ২০ টেস্টের ১৭টিতেই হার! এরপর কে সমর্থন করবে?'

রামিজের দাবি, দল নির্বাচন, পরিকল্পনা, মানসিকতায় গলদ। বলেছেন, 'এমন একটা দল গড়া হয়েছে, যারা নির্দিষ্ট পিচ পেলেই একমাত্র জিততে সক্ষম। পিচ বদলে গেলেই জারিজুরি শেষ। সবথেকে আশ্চর্যের পেস বোলিং নিয়ে উৎসাহ কমছে। অথচ, পাক ক্রিকেটের সাফল্যের বুনিয়াদ ছিল পেসাররাই। নিজেদের আসল শক্তি নিয়েই যদি আগ্রহ হারাই, তাহলে টেস্ট খেলার যুক্তি কোথায়?'

বাগানকে হারিয়ে ট্রফি ও বদলা নিতে প্রস্তুত ইস্টবেঙ্গল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : ঠিক ৩০ দিনের মাথায় ফের একটা ডার্বি। লম্বা বিরতিই হোক কী ঘনঘন। দুই দলের প্রতি সমর্থকদের আকর্ষণ কমে না এই ম্যাচকে ঘিরে। ফলে ডুরান্ড কাপ ফাইনালে আবারও টিকিটের হাহাকার এবং সঙ্গে যুযুধান দুই দলের মহারণের আগে টানটান উত্তেজনার আবহ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন অঞ্চল থেকে ময়দানের তাঁবু পর্যন্ত।

মরশুমের প্রথম ডার্বি জয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। মাত্র ২-৩ দিনের প্রস্তুতিতে সেই সময় খেলতে নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল। বিদেশির সংখ্যাও তখন ছিল সমান-সমান। দুই দলেরই দুইজন করে বিদেশি এসে যোগ দেন দলের সঙ্গে। তবে না মহম্মদ বসিম রশিদ-ড্যানি র‍্যামিরেজ কী এদিকে আলবার্তো রডরিগেজ বা দেজান ড্র্যাজিচ, কেউই শুরু থেকে নামার মতো অবস্থায় ছিলেন না। দ্বিতীয়ার্ধে নামিয়ে তাঁদের দেখে নেন কোচরা। এক মাস কেটে যাওয়ার পর দলের সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই মানিয়ে নিয়েছেন ফুটবলাররা। তবে বিদেশির সংখ্যায় এখনও পিছিয়ে ইস্টবেঙ্গল। প্রথমে আসা দুইজনের সঙ্গে শুধু যোগ হয়েছেন ক্রিস ইকোনমোডিস। চোটের জন্য নেই দলের সবথেকে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলা পিভি বিষ্ণুও। ফলে প্রথম ডার্বিতে হেরে শুরু করা ইস্টবেঙ্গল কিন্তু খাতায়-কলমে এই ম্যাচেও পিছিয়ে।

দুই কোচেরই সেরা বাজি তাঁদের গোলরক্ষক

কিন্তু এদেশের ফুটবলের অন্যতম সেরা এই ম্যাচ কবেই আর খাতায়-কলমে হয়েছে? বরং প্রথমবার দায়িত্ব নিয়েই সঠিক বুঝেছেন প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস। তাঁর দল মাত্র একদিনের প্রস্তুতিতে খেলতে নামলেও তিনি যেগুলির উপর জোর দিচ্ছেন তার মধ্যে আসল হল মানসিকতা। প্যানোসের মন্তব্য, 'আমরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ডুরান্ডের সূচি নিয়ে। এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে গ্রুপ শীর্ষে থেকে আমাদের লাভের বদলে ক্ষতিই হল। তবে আমার বিশ্বাস ফিটনেস, ট্যাকটিক্স, টেকনিক ও সর্বোপরি মানসিকতা যদি ঠিক থাকে তাহলে ফাইনালে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।' মুখে যতই বলুন না কেন, চিন্তা তিনি যে করছেন তা গম্ভীর মুখ দেখেই বোঝা যায়।

তুলনায় মেজাজে আছেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। সম্ভবত তাঁর এইমুহূর্তে কিছুই হারানোর নেই বলেই হাসিখুশি-মজা করার মেজাজে পাওয়া গেল এই পোড়খাওয়া কোচকে। শুক্রবার গোটা দলকে প্রচুর খাটিয়েছেন। তাছাড়া ইস্টবেঙ্গল মাঠে অনুশীলন করাতে গেলে সমর্থকদের হুড়োহুড়িতে বাড়তি প্রত্যাশার চাপ তৈরি হতে পারে ভেবেই হয়তো বাতিল করলেন এদিনের অনুশীলন। দলকে হোটেলে জিম ও ক্লাস করালেন। এদিন মোহনবাগানও নিজেদের মাঠে অনুশীলন রাখে। বিদেশির সংখ্যায় এগিয়ে মোহনবাগান। দেজানের চোট থাকলেও আলবার্তো, জেমি ম্যাকলারেন, সামির জেলজকোভিচ ও মিগুয়েল ফিগুয়েরা আছেন। পরে আসা সামির এবং মিগুয়েলকে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচে খেলিয়ে দেখেও নিয়েছেন প্যানোস। এখনও পর্যন্ত আলবার্তো ছাড়া বাকি বিদেশিরা সেরা ছন্দে আসেননি। সবকিছুর পর মনে হচ্ছে দুই দলেরই সেরা শক্তি দুই গোলরক্ষক। মোহনবাগানকে পরপর দুই ম্যাচে এবং ইস্টবেঙ্গলকে সেমিফাইনালে বাঁচালেন যথাক্রমে বিশাল কেইথ ও প্রভসুখান সিং গিলই। ২০০৪ সালের পর আর ডুরান্ড জেতেনি ইস্টবেঙ্গল। নিজেদের ১৭তম ডুরান্ড জিততে তাই অ্যাটাক লাইনের থেকেও বেশি তাদের তাকিয়ে থাকতে হবে গিলের দিকেই। তেমনি বিশালের বিশাল হাত বড় ভরসা বাগানের। সেমিফাইনালের দলই হয়তো রেখে দিতে চলেছেন দুই কোচই। সূচি ছাড়াও রেফারিং নিয়ে আগের ম্যাচগুলিতে ক্রমাগত ক্ষোভ দেখিয়ে চলেছেন হাবাস-প্যানোস দুইজনেই। এদিন অবশ্য বাগান কোচ বিরক্তি প্রকাশ করলেও হাবাস বলছেন, 'আমি অজুহাত দেখাতে চাই না।'

সবুজ-মেরুন বেঞ্চে সফল হলেও প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবে এখনও নিজেকে সেরা বলে প্রমাণ করতে পারেননি হাবাস। তেমনি প্যানোসের কাছেও এই টুর্নামেন্ট নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার। এবার মোহনবাগানের ১৮তম কী ইস্টবেঙ্গলেরও ১৭ নম্বর ডুরান্ড জয় হয় কি না তার থেকেও বেশি দুই কোচের হট সিট পোক্ত করার পরীক্ষা রবিবারের ডুরান্ড ফাইনাল।

সবুজ-মেরুন জার্সিতে ইস্টবেঙ্গলের চাপ বাড়াতে তৈরি হচ্ছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মিগুয়েল ফিগুয়েরা, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়রা।

মহারণের আগে ফুরফুরে মেজাজে ইস্টবেঙ্গলের কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। ছবি : ডি মণ্ডল

ডুরান্ড কাপের ফাইনাল আজ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : বিকাল ৫টা
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

হাত বাড়ালেই
Suvida
গর্ভনিরোধক পিল
ESKAG PHARMA PRIVATE LIMITED
6290 900 900 / 8017 444 555

ফাইনালের আগে বন্ধ ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলন

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : 'দাদা মোহনবাগানের প্রথম একাদশে কি মিগুয়েল ফিগুয়েরো থাকছে? ও কি পুরো ম্যাচ ফিট রয়েছে?'

শুক্রবার বিকেলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে সাংবাদিকদের দেখে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন বেশ কয়েকজন লাল-হলুদ সমর্থক। গত মরশুমে ব্রাজিলীয় তারকা ফুল ফুটিয়েছিলেন লাল-হলুদ জার্সিতে। এবার তিনি সবুজ-মেরুনে। গত মরশুমের পারফরমেন্স ধরে রাখতে পারলে ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠবেন মিগুয়েল। সেই আশঙ্কা থেকেই এই কৌতূহল।

তিন বছর পর ফের ডুরান্ড কাপ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান। ২০২৩ সালে সবুজ-মেরুনের কাছে ফাইনাল হারতে হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলকে। এবার অবশ্য বদলা নেওয়ার পালা। আর এই বদলার লড়াইয়ে লাল-হলুদের এক্স ফ্যাক্টর কিন্তু কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। তিনিই দলের চালিকা শক্তি। তাঁর মগজাস্ত্রে ভর দিয়েই ডুরান্ডের ফাইনালে আইএসএল চ্যাম্পিয়নরা।

প্রথম ডার্বিতে হেরে চাপে পড়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু সেই ধাক্কা সামলে পরের ম্যাচগুলিতে লাল-হলুদ মশাল জ্বলেছে নিজস্ব তেজে। এমনকি আল আরাবির মতো দলকে হারিয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে খেলার ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছে তারা। ফাইনালেও কি সেই তেজ দেখা যাবে? খেতাবি যুদ্ধের আগে দলকে সবরকমভাবে প্রস্তুত রাখতে চাইছেন হাবাস। এমনকি ফাইনালের আগের দিন দলের অনুশীলনে ছুটি দিয়ে দিলেন। স্প্যানিশ বসের সাফ কথা, 'বিশ্রাম দেওয়াটাও ট্রেনিংয়ের একটা অংশ। প্রতিদিন একইরকম অনুশীলন করার দরকার হয় না। খেলোয়াড়দের মানসিকভাবে প্রস্তুতির সময়টা দরকার ছিল। আমি কোনওভাবে ম্যাচটা হারতে চাই না।'

সুঙ্গুসি এফিয়ংকে আনার চেষ্টা করেও সফল হয়নি লাল-হলুদ। অগত্যা এডমুন্ড লালরিনডিকা-বিপিন সিংরাই ভরসা। যদিও অজুহাত দেওয়া ধাতে নেই হাবাসের। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলে গেলেন, 'এফিয়ংয়ের মতো স্ট্রাইকারকে ছাড়া ডার্বিতে নামাটা খুব কঠিন। কিন্তু কোনও অজুহাত দিতে চাই না। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। খেলোয়াড়দের সতর্ক থাকতে হবে এবং নিজেদের সেরাটা দিতে হবে।' খেতাব জয়ের নীল নকশা তৈরি হাবাসের। রক্ষণ জমাট রেখে উইং দিয়ে আক্রমণের ঝড় তুলে ম্যাচ জয়ের পরিকল্পনা তাঁর। তবে সন্দীপ মান্ডি প্রতি ম্যাচেই প্রতিপক্ষকে পেনাল্টি উপহার দিচ্ছেন। যা চিন্তায় রাখছে লাল-হলুদ টিম ম্যানেজমেন্টকে। তবে ফাইনালে হাবাসের তুরুপের তাস হতে চলেছেন মহম্মদ বসিম রশিদ ও ড্যানি র‍্যামিরেজ।

> বিশ্রাম দেওয়াটাও ট্রেনিংয়ের একটা অংশ। প্রতিদিন একইরকম অনুশীলন করার দরকার হয় না। খেলোয়াড়দের মানসিকভাবে প্রস্তুতির সময়টা দরকার ছিল। আমি কোনওভাবে ম্যাচটা হারতে চাই না।
>
> **-আন্তোনিও লোপেজ হাবাস**

আজ ফাইনালেও অনিশ্চিত ড্র্যাজিচ

গ্রুপ পর্বের ডার্বি ভুলে খেতাবে চোখ প্যানোসের

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : শিলং সফরের ধকল। বিশ্রামের অভাব। প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়নি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। রবিবাসরীয় বিকেলে ডুরান্ড কাপ ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হওয়ার আগে এমন একাধিক বিষয় রীতিমতো মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাগান কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিসের জন্য। তারপরও সবুজ-মেরুনের আত্মবিশ্বাসে বিন্দুমাত্র ঘাটতি নেই। সমর্থকরাও আরও একবার ডুরান্ড জয়ের আশায় বুক বাঁধছেন।

ডুরান্ড কাপের ফাইনালের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস। ছবি : ডি মণ্ডল

এই আত্মবিশ্বাসের অন্যতম উৎস, ডুরান্ড গ্রুপ পর্বের ডার্বি। যদিও সবুজ-মেরুন কোচ ওই জয়কে স্মৃতির পাতাতেই রেখে দিতে চাইছেন। তাঁর বক্তব্য খুব স্পষ্ট, রবিবারের লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা। যেখানে অতীত গুরুত্বহীন। প্যানোসের কথায়, 'একটা ম্যাচ হয়েছিল একেবারে মরশুমের শুরুতে। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুটো দলের হাতেই স্বদেশি, বিদেশি মিলিয়ে অনেক বেশি সংখ্যক ফুটবলার রয়েছে।' ইস্টবেঙ্গলের তুলনায় মোহনবাগান দলে একাধিক বড় নাম রয়েছে। জেমি ম্যাকলারেন, মিগুয়েল ফিগুয়েরা, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতের মতো ফুটবলাররা যে কোনও মুহূর্তে ব্যাক্তিগত নৈপুণ্যে ম্যাচের রং বদলে দিতে পারেন। বাগান কোচও বলছেন, 'এই ম্যাচের নিরিখে অভিজ্ঞতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সেটাই যথেষ্ট নয়। আত্মবিশ্বাসও প্রয়োজন, আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে জানতে হয়। সবটার মধ্যে ভারসাম্য রাখা দরকার।'

ফাইনালের আগে বাগান জনতার মুখে মুখে ঘুরছে একটা পরিচিত স্লোগান, 'কৌন বাঁচায়েগা আপনা নাইয়া, বিশাল ভাইয়া, বিশাল ভাইয়া।' শনিবার বিকেলে মোহনবাগান দুর্গের প্রহরী বিশাল কেইথ যখন মাঠে পা রাখছেন, তখন শ-খানেক সমর্থকদের এই গর্জনেই মুখরিত হল গঙ্গাপাড়ের ক্লাব তাঁবু। বাগান কোচ প্যানোসও বলেছেন, 'এই মুহূর্তে নিঃসন্দেহে ভারতের সেরা গোলকিপার বিশাল।' এমনকি ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসও বাগান গোলরক্ষকের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ডুরান্ডে মোহনবাগানের শেষ দুটো ম্যাচ গড়িয়েছিল টাইব্রেকার পর্যন্ত। সেখানে পার্থক্য গড়ে দিয়েছেন বিশালই। ফাইনালেও তেমন কিছু হলে, বিশালই ভরসা বাগানের।

যদিও মোহনবাগান কোচ দিলম্পেরিস চাইছেন ম্যাচ ৯০ মিনিটেই শেষ করতে। অনুশীলনে ইঙ্গিত তেমনই। এদিন প্রস্তুতিতে নামার আগে প্রায় এক ঘণ্টার দীর্ঘ বৈঠকেই ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের নীলনকশা ফুটবলারদের বুঝিয়ে দেন বাগানের গ্রিক হেডস্যর। প্রথম দশ মিনিট প্রস্তুতি দেখার সুযোগ ছিল সাংবাদিকদের। পরে রুদ্ধদ্বার অনুশীলনেই মূলত রণকৌশল ঝালিয়ে নিয়েছেন তিনি। শিবির চুঁইয়ে আসা খবর, রবিবার মহারণের জন্য জেমি ম্যাকলারেনকে রেখেই রণকৌশল সাজিয়েছেন প্যানোস। মিগুয়েল, ছাঙ্গতেরা পরিবর্ত হিসেবেই বাগান কোচের ভাবনায় রয়েছেন। শুরুতে দলের সঙ্গে থাকলেও মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি দেজান ড্র্যাজিচ। ডার্বিতে তাঁর মাঠে নামার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। রবিবারের ম্যাচে মাঝমাঠে একটি বদল দেখা যেতে পারে। তবে রক্ষণভাগ অপরিবর্তিত থাকছে।

দাদ, হাজা, চুলকানি, গোড়ালি ফাটার মলম
তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্টস্
হাই পাওয়ার স্ক্যাবিগন
দুরন্ত চিকিৎসা শীঘ্র আরাম
সব ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়
Wanted Dealers & Distributors
For Trade Enquiry: 9438045440

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান
ওঁ
আজ, রবিবার ২৩ অগাস্ট ২০২৬ বেলা একটা থেকে রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়িস্থিত বাসভবনে।
মৎস্যমুখী সোমবার, ২৪ অগাস্ট ২০২৬ রাত আটটা থেকে।
জ্যোৎস্না বোস
প্রয়াণ:১১ অগাস্ট ২০২৬
কাল: বেলা ১২-১১
স্থান: নিজ বাসভবন
: শোকাহত :
ধীমান বোস (পুত্র),
সৌরভী বোস (পুত্রবধূ),
দেবার্ঘ্য বোস (নাতি)

ছিটকে গেল ভারত

আমস্টেলভিন, ২২ অগাস্ট : হকি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে শনিবার নেদারল্যান্ডসের কাছে ১-৩ গোলে হেরে ভারতের সেমিফাইনালে ওঠার আশা শেষ হল। ৪১ ও ৫১ মিনিটে যথাক্রমে ডুকো তেলজেনক্যাম্প এবং জেপ হেয়োডেমেকার্সের গোলে ডাচরা এগিয়ে যায়। এরপর হরমনপ্রীত সিং একটি গোল ফেরালেও থিস ভ্যান ডামের গোল নেদারল্যান্ডসের জয় নিশ্চিত করে।

ড্র মহমেডানের

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : কলকাতা লিগে ইউনাইটেড স্পোর্টসের সঙ্গে ১-১ ড্র করল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ৪৬ মিনিটে অমরেন্দু চক্রবর্তী ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন। ৬৭ মিনিটে সমতা ফেরান মহিতোষ রায়।

ডুরান্ড ফাইনালে অতিথি শুভেন্দু, রাজনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অগাস্ট : রবিবার ডুরান্ড কাপ ফাইনালে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। রাজ্যে পালাবদলের পর এই নিয়ে তৃতীয়বার মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল এফসি-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ডুরান্ডের উদ্বোধনে আমন্ত্রিতদের তালিকায় থাকলেও ব্যস্ততার কারণে মাঠে আসা হয়নি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর। সূত্রের খবর, রবিবার মাঠে আসছেন তিনি। সন্ধ্যা ৬টা ২০ নাগাদ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পৌঁছাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সাড়ে ৬টায় আসবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর সঙ্গেই থাকবেন দেশের তিন সেনাবাহিনীর প্রধান সহ অন্যান্য কর্তারা। ডুরান্ড ফাইনালের পুরস্কার বিতরণী মঞ্চেও মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর থাকার কথা রয়েছে। এদিকে, ডুরান্ড ফাইনালের জন্য ৬২ হাজারের কিছু বেশি টিকিট ছাড়া হয়েছিল। তার মধ্যে বিক্রি করা হয়েছে ৪০ হাজার টিকিট। মোহনবাগান গ্যালারির টিকিট নিঃশেষিত। তবে শনিবার রাত পর্যন্ত পাওয়া খবর, ইস্টবেঙ্গল গ্যালারির অল্প সংখ্যক টিকিট অবশিষ্ট রয়েছে। এছাড়া দুই ক্লাবকে ভিআইপি, ভিভিআইপি সহ মোট ৫ হাজার ৩০০ করে টিকিট দেওয়া হয়েছিল। এই বণ্টনে খুশি সবুজ-মেরুন।

জিতল আর্সেনাল, হার ম্যান ইউয়ের

লন্ডন, ২২ অগাস্ট : জয় দিয়ে ইপিএল অভিযান শুরু করল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্সেনাল। তারা প্রথম ম্যাচে কভেন্ট্রিকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে। মিকেল আর্তেতার দলের হয়ে গোল করেন কাই হাভার্জ, বুকায়ো সাকা ও মার্টিন ওডেগার্ড। এদিকে প্রথম ম্যাচেই হাল সিটির কাছে ২-০ গোলে পরাজিত হয়েছে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। জয়ী দলের হয়ে গোল করেন সেমি অজয়ী ও নোবেল মেন্ডি।

ব্রোঞ্জেই সন্তুষ্ট তৃষা-গায়ত্রীরা

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : গতকাল সেমিফাইনালে উঠে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে ১৫ বছর পর মহিলাদের ডাবলসে পদক নিশ্চিত করেছিলেন তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ। কিন্তু শনিবার বিশ্বের এক নম্বর জুটি চিনের লিউ শেং শু-তান নিংয়ের বিরুদ্ধে প্রথম গেম জয়ের পরও তাঁরা হেরে যান। তৃষা-গায়ত্রীর বিরুদ্ধে স্কোরলাইন দাঁড়ায় ২১-১৮, ১৩-২১ ও ৮-২১। ২০১১ সালে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে জোয়ালা গুট্টা-অশ্বিনী পোনাপ্পার মতো তাঁরাও মহিলাদের ডাবলস থেকে ব্রোঞ্জ নিয়ে ফিরলেন।

Amul Milk.
Always Fresh.
Amul GOLD
180 days shelf life
No need to boil
Anytime, anywhere

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা
বাসিন্দা সাগর ঘোষ - কে 11.05.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 48J 60176 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "মাত্র সাত টাকার টিকিটের জন্য এই সর্বোচ্চ পুরস্কারের প্রকল্পটি চালু করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে সম্পূর্ণরূপে ঋণী। ভাগ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে এটি আমাকে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য করে তোলে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমানিত।
পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জায়েন্ট স্ক্রিনে ডুরান্ড ডার্বি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : ডুরান্ড কাপের ফাইনালে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল এফসি। এই কলকাতা ডার্বি শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাব রবিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের সুইমিং পুলের উলটো দিকে জায়েন্ট স্ক্রিনে দেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফ্যান ক্লাবের সহকারী সচিব স্বস্তিক সাহা এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, বিকাল ৪টা থেকেই লাইভ স্ক্রিনিং শুরু হয়ে যাবে।

ফাইনালে এসএসবি

জলপাইগুড়ি, ২২ অগাস্ট : আরএসএ-র ফুটবলে ফাইনালে উঠল এসএসবি সেন্ট্রাল। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৩-১ গোলে হারিয়েছে শিলিগুড়ির কেএফসি-কে। এসএসবি-র গোলস্কোরার নাওবা সিং, যতীন সাইনি ও দুরিমারু ব্রহ্ম। কেএফসি-র গোলটি রজত ভট্টাচার্যের। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন দুরিমারু।

১০৬টি জার্সি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : উইনার্স কোচিং ক্যাম্পের খুদে খেলোয়াড়দের হাতে নতুন জার্সি তুলে দেওয়া হল। ১০৬টি জার্সি তুলে দিতে ইনার হুইল ক্লাব অফ শিলিগুড়ি স্পার্কলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন উজ্জ্বল সংঘের প্রমীলা দাস।

বড় জয় উজ্জ্বলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের দেবীরানি ঘোষ, স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য ও বিমলারানি বসাক ট্রফি মহিলা ফুটবলে শনিবার উজ্জ্বল সংঘ এফএ ৮-০ গোলে চূর্ণ করেছে নেতাজি এফসি-কে। হ্যাটট্রিক সহ ৪ গোল করেন ম্যাচের সেরা প্রমীলা দাস। ম্যাচের প্রথম মিনিটেই প্রমীলা গোলের খাতা খোলেন। জোড়া গোল জবা দাসের। উজ্জ্বলের বাকি দুই গোলস্কোরার রিয়া সরকার ও সুগন্ধা কর্মকার। রবিবার খেলবে ভৌমিক ওয়ারিয়র্স এফসি ও রায় ফুটবল ক্লাব।

DEPARTMENT OF GENERAL MEDICINE
STAR HOSPITAL
AREAS OF EXPERTISE
Diabetes, Hypertension & Preventive Health Management
Infectious, Respiratory & Chronic Medical Disorders
Thyroid Disorders & Comprehensive General Health Check-ups
DR. RAJANI AGARWAL
M.D (MEDICINE)
VISIT US TODAY FOR ACCURATE CONSULTATION
CALL FOR APPOINTMENT
1800 123 8044
800 100 6060
starhospitalslg@gmail.com
www.starhospitalslg.com
Tinbatti More, Siliguri, 734004